ফিলিস্তিনের সমর্থনে প্যারিস থেকে ব্রাসেলস পদযাত্রা
সারে-জমিন

সরকারি শৌচাগারে চলছে মুরগির মাংসের দোকান
রূপসী বাংলা

বিজেপি আবার ৩০০ আসন পেলে ভারত হবে ভিন্ন দেশ
সম্পাদকীয়

মাধ্যমিক ২০২৪: শেষ মুহূর্তের মকটেস্ট
রবি-আসর

বিশাখাপত্তনম টেস্ট: বুমরার আগুনে ১৭১ রানে এগিয়ে ভারত
খেলতে খেলতে

আপনজন
APONZONE
Bengali Daily
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
রবিবার
৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
১৯ মাঘ ১৪৩০
২২ রজব, ১৪৪৫ হিজিরি
সম্পাদক
জাইদুল হক
Vol.: 19 ■ Issue: 34 ■ Daily APONZONE ■ 4 February 2024 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

বিজেপি-আরএসএসের ঘৃণা ও হিংসা ছড়ানোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো আমাদের কর্তব্য: রাহুল

PTI

আপনজন ডেস্ক: রাহুল গান্ধিরর নেতৃত্বে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা বর্তমানে ঝাড়খণ্ডে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী নসিপুর মোড়ে ঝাড়খণ্ড প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রাজেশ ঠাকুরের কাছে পতাকা হস্তান্তর করলে ঝাড়খণ্ডের উদ্দেশ্যে ন্যায় যাত্রা শুরু হয়। এই ন্যায় যাত্রায় ঝাড়খণ্ডের ১৩টি জেলার মধ্য দিয়ে ৮০৪ কিলোমিটার জুড়ে, ন্যায় যাত্রা অনুষ্ঠিত হবে।

এদিন, নসিপুর মোড়ে আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে রাহুল গান্ধি বলেন, এক বছর আগে আমরা ভারত জোড়ো যাত্রায় গিয়েছিলাম, সেই সময়ে আমরা রাজ্যগুলিতে গিয়ে মানুষের সাথে দেখা করতে এবং কথা বলতে পারিনি। এবার ভারত জোড়ো ন্যায়যাত্রা যাত্রা শুরু করেছে। আজ আমাদের কর্তব্য হল বিজেপি এবং আরএসএস-এর লোকেদের দ্বারা দেশে ছড়িয়ে থাকা ঘৃণা ও সহিংসতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো।

রাহুল গান্ধি বলেন, আজ দেশের কোটি কোটি মানুষের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে। কারণ নরেন্দ্র মোদী এই দেশে নোট বাতিল, ভুল জিএসটি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও শিল্প, বিজেপির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের সর্বনাশ করেছে। কর্মসংস্থান হল মেরুদণ্ড যা ভেঙে দিয়েছে। বিজেপির ফলে দেশে আজ বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি।

তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদি চান ভারতের তরুণরা চাকরি না পায় এবং এই দেশের অর্থ কয়েক কোটিপতির হাতে। এই যাত্রার মাধ্যমে আমরা দেশের মানুষের সামনে কৃষকদের প্রতি অবিচার, যুব সমাজের প্রতি অবিচার, আদিবাসীদের প্রতি অবিচার, নারীদের প্রতি অবিচারের কথা তুলে ধরতে চাই।

রাহুল গান্ধি বলেন, যেখানেই বিজেপি ও আরএসএস-এর লোকেরা ঘৃণার বাজার খোলে। সেখানে কংগ্রেস দল ও তার সহযোগীরা প্রেমের দোকান খুলেছে। এই যাত্রায় আমরা শুনতে চাই কৃষকের মনের কথা, যুবকদের মনের কথা, মহিলাদের মনের কথা, আদিবাসীদের মন এবং সাধারণ মানুষের মনের কথা, আমরা আমাদের মনের কথা বলতে চাই না। আমরা আপনার কথাগুলো বুঝতে চাই এবং সারা দেশে পৌঁছে দিতে চাই। তিনি বলেন, বিজেপি এবং আরএসএসের লোকেরা যত এজেন্সি স্থাপন করুক না কেন, আমরা ভয় পাব না, আমরা তাদের বিরুদ্ধে একসাথে লড়াই চালিয়ে যাব।

ঝাড়খণ্ডের দেওঘরে রাহুল আরও বলেন, বিজেপি দেশে ঘৃণা ছড়াচ্ছে। এই ঘৃণার অবসান ঘটানোই এই যাত্রার উদ্দেশ্য। আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে এসেছি। আমরা সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাই। বিজেপি বর্ণের বিরুদ্ধে বর্ণের বিরুদ্ধে, ধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করছে এবং আমরা এখানে সবাইকে এক করতে এসেছি। সারাদেশে দরিদ্র ও দুর্বল জনগোষ্ঠীর প্রতি অবিচার হচ্ছে। তরুণ ও কৃষকদের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে।

আদানি ইস্যুতে সরকারকে নিশানা করে রাহুল গান্ধী বলেন, ভারতে আদানির নাম বললে মানুষ কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বুঝতে পারে যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই তাদের রাজধানী! আমরা ল্যান্ড ট্রাইব্যুনাল বিল পেশ করেছিলাম কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদি তা বাতিল করে দেন। সবার সাথে অন্যায় আচরণ করা হচ্ছে। আদানি দেশে ন্যায়বিচার পাচ্ছে এবং বাকিদের প্রতি অবিচার হচ্ছে।

সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে ঝাড়খণ্ডের নয়া মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেন বলেন, বিজেপি আরএসএস যেভাবে আমাদের জনপ্রিয় নেতা হেমন্ত সোরেনকে মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করেছে এবং এখানকার সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র করেছে তা সফল হবে না। আপনাদের ভালোবাসা ও আশীর্বাদে আপনাদের নির্বাচিত সরকার অটুট এবং আপনাদের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে, আমরা আপনাদের সাথে তাদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আগামীতে লড়াই চালিয়ে যাব।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ, রাজ্য ইনচার্জ গোলাম মুহম্মদ মীর, রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি রাজেশ ঠাকুর, বিধানসভা দলের নেতা আলমগীর আলম, সর্বভারতীয় কংগ্রেস সেবাদলের সভাপতি লালজি দেশাই, যুব কংগ্রেস সভাপতি বি শ্রীনিবাস, পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী প্রমুখ।

অন্যদিকে, ইন্ডিয়া জোট নিয়ে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা জয় রাম রমেশ বলেছে,পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্ডিয়া ব্লকের অংশ এবং তিনিও কংগ্রেসের মতো বিজেপিকে পরাজয় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এক বিবৃতিতে কংগ্রেস নেতা বলেছেন, যদিও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তার অবস্থান স্পষ্ট করেছেন, তবুও আমরা আশা করি যে যেখানেই আমাদের ঐক্য আছে, তা শক্তিশালী।

আসলে, জয় রাম রমেশ ঝাড়খণ্ডের দেওঘরে ‘ভারত জোড়ো নয়া যাত্রা’ চলাকালীন একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছিলেন যখন তিনি সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের প্রতি কিছুটা ক্ষোভ রয়েছে, তবে আমরা বিজেপিকে পরাজিত করতে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম এবং সেই সংকল্প অব্যাহত রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ভারত ঐক্য শক্তিশালী। আসন ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। শিগগিরই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হবে, যা একতরফা ঘোষণা হবে না। ঐক্যবদ্ধ অবস্থায় আমাদের সকলকে একত্রিত হয়ে একটি সাধারণ ঘোষণা দিতে হবে।

১০০ দিনের কাজে ২১ লক্ষ শ্রমিককে বকেয়া মেটাব: মমতা

আপনজন ডেস্ক: কেন্দ্রের কাছে বাংলার বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে আয়োজিত কলকাতার রেড রোডের ধর্না মঞ্চ থেকে শনিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ১০০ দিনের গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি প্রকল্পে কেন্দ্র অর্থ ছাড়া বন্ধ করে দেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় ২১ লক্ষ এমজিএনরেগা জব কার্ডধারীদের বকেয়া বেতন দেবে। ২১ লক্ষ জব কার্ডধারীরা এই প্রকল্পের অধীনে কাজ করেছিলেন কিন্তু নরেন্দ্র মোদী সরকার কর্তৃক অর্থ প্রকাশে বিরতির কারণে ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে তাদের বেতন পাননি।

তিনি বলেন, বকেয়া মজুরিসহ অর্থ ছাড়ের দাবিতে ৪৮ ঘন্টা বিক্ষোভ করেছি। আমি তিনবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। অফিসাররা যখনই তাঁদের ডাকা হত তখনই মিটিংয়ে যোগ দিতেন। তা সত্ত্বেও ওরা (কেন্দ্র) বকেয়া মেটায়নি। আমরা কেন্দ্রের কাছে ভিক্ষা চাই না। এটা রাজ্যের হকের টাকা। লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের ঘাম ঝরানো পরিশ্রমের টাকা। ধর্না মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, ২১ ফেব্রুয়ারি রাজ্য সরকার ২১ লক্ষ শ্রমিকের বকেয়া মিটিয়ে দেবে। শ্রমিকদের বকেয়া সরাসরি তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। মমতা ২১ লক্ষ এমজিএনরেগা জব কার্ডধারীদের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার বিষয়টি লোকসভা ভোটের আগে মোদী সরকারের বাংলার বঞ্চনাকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করবে। এ বিষয়ে তৃণমূলের এক নেতার প্রশ্ন, ১০০ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্প, গ্রামীণ সড়ক ও গ্রামীণ আবাসন, যার জন্য কেন্দ্রের তহবিল রয়েছে, তা গ্রামে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। নির্বাচনী প্রচারে বিজেপি বাংলার বকেয়া নিয়ে প্রশ্ন এড়াতে পারবে না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সূত্র বলেছে, কর্মীদের বকেয়া পরিষেবা পরিশোধ করতে রাজ্যটি প্রায় ২,৭০০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। একটি সূত্র বলেছে, পঞ্চায়েত বিভাগ একটি তালিকা তৈরি করেছিল যার মাধ্যমে জব কার্ড ধারীদের বেতন পরিশোধ করা হয়নি। তালিকার অনুসারে, ডিসেম্বর ২০২১ থেকে মার্চ ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পে কাজ করে প্রায় ২১ লক্ষ কর্মী প্রায় ২,৭০০ কোটি টাকার বেতন পাননি।

মুখ্যমন্ত্রী এছাড়াও ইঙ্গিত করেছেন যে তার সরকার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার (পিএমএওয়াই) অধীনে বসতি সংক্রান্ত যারা গ্রামীণ দরিদ্র হিসাবে পাবার অধিকারী ছিলেন তাদের জন্য বাড়ি বরাদ্দ করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। তিনি বলেন, ওরা (কেন্দ্র) ১১ লক্ষ উপভোক্তাকে বাড়ি তৈরির জন্য টাকা দেয়নি। আজ আবাস যোজনা নিয়ে কিছু বলব না। এ নিয়ে পরে কথা বলব। যাদের এই প্রয়োজন তাদের আমরা সহায়তা কর। পরে, মমতা ব্যাখ্যা করেন, তার সরকার কিভাবে গরিব গ্রামীণদের জন্য আবাস নির্মাণ করতে পারে। আমরা চা বাগান কর্মীদের পাট্টা এবং ১.২০ লক্ষ টাকা চা শ্রমিকদের দিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সংখ্যালঘু বিভাগ সংখ্যালঘুদের জন্য বাড়ির বিষয়টি দেখবে এবং বাকি বাড়ি দেওয়ার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা ইঙ্গিত দেন, তিনি লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিকে কোনঠাসা করতে এই উদ্যোগগুলির উপর জোর দিচ্ছেন। তৃণমূল কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, রাজ্য সরকার যাদেরকে বকেয়া বেতন প্রদান করবে তাদের এলাকায় যাওয়া উচিত। আর জনগণকে তারা বোঝাক রাজ্য সরকার তাদের কিভাবে সাহায্য করেছে।

উল্লেখ্য, রেড রোডে এদিনের ধর্না মঞ্চে মমতার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন স্বরাজ পার্টির নেতা যোগেন্দর যাদব। তিনি বেশ কিছুক্ষণ মমতা সঙ্গে মঞ্চে থাকেন।

মাধ্যমিকের ইংরেজি ‘প্রশ্নপত্র’ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল!

পরীক্ষায় বসতে পারবে না ১২ জন পরীক্ষার্থী

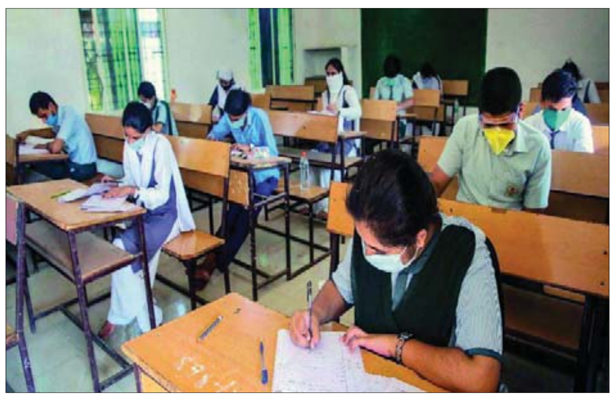

আপনজন ডেস্ক: মাধ্যমিকের ইংরেজি প্রশ্নপত্রের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হল। শনিবার পরীক্ষা শুরু হওয়ার পরই রাজ্যের মধ্য শিক্ষ পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষার ইংরেজি প্রশ্নপত্রের কথিত ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এবারের মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্রে বার কোড দেওয়া হয়েছিল।

সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা ইংরেজি প্রশ্নপত্রে বার কোডে লাল কালি দিয়ে দাগানো হলেও তা খতিয়ে দেখে সত্যতা নিশ্চিত হওয়ার পর ১২ জন পরীক্ষার্থীকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। তাদের বাকি পরীক্ষায় বসতে নিষেধ করা হয়েছে এবং আগের দিনের বাংলা প্রশ্নপত্রও বাতিল করা হয়েছে। শুক্রবার বাংলা প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ায় একই শাস্তি দেওয়া হয়েছে আরও দুই পরীক্ষার্থীকে।

এনায়েতপুর হাইস্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে ৪৫২ জন। সেখানে সিট পড়েছে গোপালপুর হাই স্কুলের ছাত্রদের। তার মধ্যে থেকে ৭ জন এবং ভগবানপুর কেবিএস হাইস্কুলের ৪ জন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে।

এছাড়াও জলপাইগুড়িতে ময়নাগুড়ির আমগুড়ি রামমোহন হাই স্কুলের এক ছাত্রের পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে।

রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, যে ১২ জন পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে এদিন মামলা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ১১ জন মালদা জেলার এনায়েতপুর হাইস্কুল ও গয়েশ্বরী পিয়ারিভূষণ বিদ্যানিকেতনের এবং একজন জলপাইগুড়ি জেলার আমগুড়ি রামমোহন হাইস্কুলের।

এছাড়াও বর্ধমানের কাটোয়া ৩ সেক্টরের শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপিঠে পরীক্ষা দিচ্ছিল কাশীরাম দাস হাইস্কুলের ছাত্ররা। সেখানে একজন পরীক্ষার্থীর থেকে মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। তার সঙ্গে দক্ষিণ দিনাজপুরের বললার রাজকিশোরী হাই স্কুলের একজন এবং মালদহের পাঁচ কালিতলা হাইস্কুলের একটি ছাত্রের থেকেও মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয় বলে জানা গিয়েছে। তাদেরও এদিনের পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। তবে পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাবি, পরীক্ষা শুরুর পর যে ছবি সামনে এসেছে, সেটাকে ফাঁস বলা যায় না। তারা পরীক্ষা কেন্দ্রের ভিতরে মোবাইল ফোন দিয়ে ইংরেজি প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে হোয়াটসঅ্যাপে ছড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গে জড়িত বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিষয়টি মোকাবেলা করতে চাই তবে তাদের ক্যারিয়ারকে ঝুঁকিতে না ফেলে। তাই আমরা তাদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আনব না।

রামানুজ আরও বলেন, কিছু মানুষ রাজ্য সরকারকে কালমালিপ্ত করতে এবং পরীক্ষার প্রক্রিয়াকে বিঘ্ন করতে পরীক্ষার্থীদের ব্যবহার করছে। আমরা এই ধরনের বিনাশমূলক কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি জানান, গয়েশ্বরী ভবন বিদ্যানিকেতন স্কুলের ২৪ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে কিছুদিন আগেই কোর্টের নির্দেশ এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা ফাইন দিয়ে অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া হয়েছিল। তার সঙ্গে এই পরীক্ষা শুরুর পর এই প্রশ্ন প্রকাশ্যে চলে আসার ঘটনাকে “উদ্দেশ্য প্রণোদিত” বলেই মনে করছেন পর্ষদ সভাপতি। প্রসঙ্গত, এই বছর মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রশ্ন ফাঁস রুখতে কিউআর কোডের ব্যাবস্থা করা হয়েছে । প্রতিটি প্রশ্নেপত্রে রয়েছে এই কিউআর কোড। সেটি স্ক্যান করলেই বেরিয়ে যাবে কে এই প্রশ্ন তুলেছে। কিন্তু ইংরাজি প্রশ্নের ক্ষেত্রে এই কিউআর কোডকে লাল দাগ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। তাতে অবশ্য শেষ রক্ষা হয়নি।

প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রত্য বসু দাবি করেন, চলমান পরীক্ষার প্রক্রিয়াকে বিঘ্ন ঘটাতে কিছু লোক মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে, এই প্রচেষ্টা সফল হবে না এবং রাজ্যকে কালিমালিপ্ত করতে চাইছে। তারা পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। উল্লেখ্য, এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের ২,৬৭৫টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আর আনুমানিক ৯,২৩,০৪৫ পরীক্ষার্থী তাতে অংশ নিচ্ছে।

এখন পাওয়া যাচ্ছে

ঠাকুর পরিবারের অন্দরে মুসলিম বৃত্তান্ত
জাইদুল হক

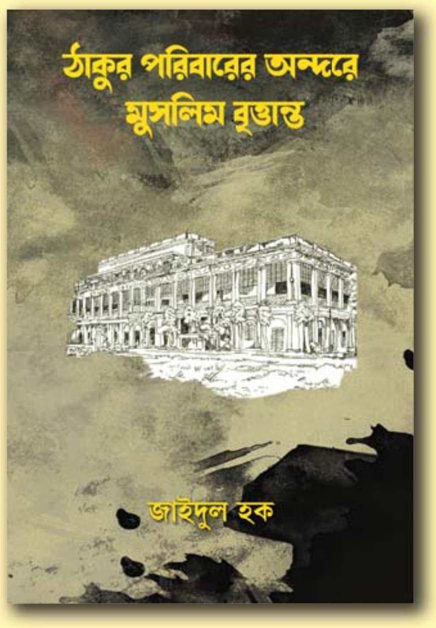

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ ঠাকুর পরিবারকে নিয়ে এখনও গবেষণার অন্ত নেই। সমাজজীবনে ঠাকুর পরিবারের অবস্থান আজও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর– পরিচিতির জগতে তাদের বংশ পরিচয়ের গৌরবগাঁথায় সবচেয়ে বেশি আলোচিত নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে মুসলিমদের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার মধ্যে সম্প্রীতির ধারাকে সন্নিবিষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থের অবতারণা।

ব্যাণ্ড ফকিরের
জুমলাবাজি
ড. দিলীপ মজুমদার

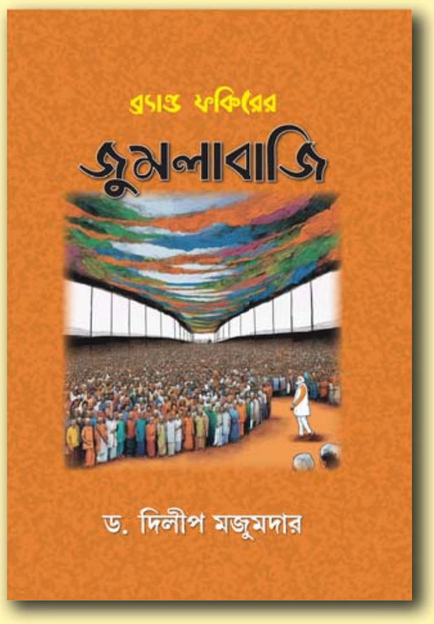

ভারতীয় রাজনীতিতে বিজেপির অনুপ্রবেশ ও আধিপত্য বিস্তারের একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে এই বইতে। এই দলটির ডিজিটাল প্রচারযন্ত্র, আইটি সেলের গতিবিধি ইত্যাদি অত্যন্ত শক্তিশালী। অন্য বিরোধীদলগুলি সেই তুলনায় অনেক পিছিয়ে। সেই সঙ্গে আছে নিত্য-নতুন জুমলার আকর্ষণ।

আজই সংগ্রহ করুন

আপনজন পাবলিকেশন
৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬ ● ফোন: ৯৬৭৪১৩৩৫৮০

নামী, তবে দামি নয়
Since 2011
নিকটবর্তী ফার্নিচার স্টোরে আজই খোঁজ করুন

পাউডার কোটেড
স্টীল আলমারি | স্টীল শোকেশ
RIMEX
We Make Furniture For Needs
ডিলারশিপের জন্য ৯৭৩২৮৮০১১০

প্রথম নজর

টোটো-বাস সংঘর্ষে জখম মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা

নকীব উদ্দিন গাজী ● মথুরাপুর

আপনজন: টোটো ও বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মথুরাপুর এক নম্বর ব্লকের মথুরাপুর সার্কাস মাঠের দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সামনে। গুরুতর আহত ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর নাম রাজা উদ্দিন গাজী পিতার নাম জামাল গাজী স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ওই ছাত্র কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুলের ছাত্র। ওই ছাত্রর সেন্টার পরে মথুরাপুর আর্য বিদ্যাপীঠ হাই স্কুলে। আজ সকালে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় রায়দিঘি গামী এম টেন বাস মথুরপুর থেকে রায়দিঘি যাওয়ার সময় বেপরোয়া গতিতে গিয়ে টোটোই ধাক্কা মারে। গুরুতর আহত হয় ওই মাধ্যমিক ছাত্র ওই ছাত্রকে মথুরাপুর হসপিটালে নিয়ে যায় মথুরাপুর থানার পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে। হসপিটালে চিকিৎসা করার পর আবার পরীক্ষা কেন্দ্র নিয়ে যাওয়া হয় ওই ছাত্রকে। মূলত মথুরাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক রাজু বিশ্বাস এর উদ্যোগ ওই ছাত্র টি সুস্থ হয়। পরে মথুরাপুর থানার পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে ওই বাস সহ বাসের ড্রাইভারকে গ্রেফতার করে মথুরাপুর থানার পুলিশ।

রাজ্যকে ৩.১৫ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ দেবে নাবার্ড

State Credit Seminar 2023-24
NAB

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ২০২৪-২৫ অর্থ বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জন্যে কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প সহ বিভিন্ন অগ্রাধিকার খাতে ৩.১৫ লক্ষ কোটি টাকা ঋনের লক্ষমাত্রা ধার্য করল নাবার্ড। যা বিগত বছরের তুলনায় ১৬.৭% বেশি। নাবার্ডের উদ্যোগে কলকাতায় আয়োজিত স্টেট ক্রেডিট সেমিনারে একথা জানিয়েছেন নাবার্ডের পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক শাখার সিজিএম উষা রমেশ। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমানে সব থেকে বড় সমস্যা। সেই কথা মাথায় রেখেই এই ঋণ দেওয়ার লক্ষমাত্রা রাখা হয়েছে। 'স্টেট ফোকাস পেপার' এর উদ্বোধন করে রাজ্যের মুখ্য সচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা বলেন, গ্রামীন অর্থনীতির উন্নয়নে এই ঋণ কৃষকদের সহযোগিতা করবে।

বিজেপিকে উৎখাত করতে কাফন নিয়ে মাঠে নামুন: মোশারফ

কারের বঞ্চনা মানছি না, মানব না
তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: বিজেপিকে উৎখাত করতে প্রয়োজনে কাফনের কাপড় নিয়ে মাঠে নামার পরামর্শ দিলেন তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতি ও ইটাহারের তৃণমূল বিধায়ক মোশারফ হোসেন। শনিবার কলকাতায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগে দলীয় ধর্না-অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখার সময়ে ওই মন্তব্য করেন । একশো দিনের কাজ প্রকল্পসহ বিভিন্ন প্রকল্পে বাংলার বকেয়া প্রাপ্য টাকার দাবিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় দলীয় বিধায়ক-এমপি ও নেতা-কর্মীদের নিয়ে ধর্না-অবস্থান কর্মসূচির ডাক দিয়েছিলেন । ওই ধর্না-অবস্থানে বক্তব্য রাখার সময়ে বিধায়ক ও সংখ্যালঘু নেতা মোশারফ হোসেন কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতাসীন বিজেপির তীব্র সমালোচনা করে তাদেরকে সাম্প্রদায়িক অপশক্তি বলে মন্তব্য করেন । মোশারফ হোসেন বলেন, দিল্লির প্রেসক্রিপশনে এই বাংলা চলবে না । আমাদের আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হবে । দুর্বার গতিতে আন্দোলন চলবে । আমরা এই বিজেপিকে বাংলা থেকে যেভাবে আমরা ২০২১ সালে খেলা খেলে বিজেপিকে উৎখাত করেছি, আগামীতে দিল্লি খেলা হবে । লড়াই হবে । এই সাম্প্রদায়িক বিজেপি, সাম্প্রদায়িকতার পৃষ্ঠপোষক, সাম্প্রদায়িকতার অপশক্তিকে আমরা বাংলা থেকে উচ্ছেদ করব ।' কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, টাকা বন্ধ করে বাংলাকে অচল করা যাবে না । বিধায়ক মোশারফ বলেন, ২০২৪ সালের নির্বাচনে প্রয়োজনে রক্তের কসম খেয়ে মাঠে নামতে হবে, প্রয়োজনে কাফনের কাপড় নিয়ে মাঠে নামতে হবে এবং বিজেপিকে উৎখাত করা আমাদের বাড়ি ফিরতে হবে বলেও মন্তব্য করেছেন তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতি ও ইটাহারের তৃণমূল বিধায়ক মোশারফ হোসেন ।

শিবির খুলে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরিবহণ পরিষেবা কাউন্সিলরের

বিনামূল্যে পরিবহন পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বিধাননগর

আপনজন: শুরু হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। ওয়ার্ডের সমস্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দিতে খোলা হল একটি অস্থায়ী শিবির। সেখান থেকে রোজই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা ওয়ার্ড 'অভিভাবক'-এর পরিবহন পরিষেবায় পৌঁছে যাচ্ছেন পরীক্ষা সেন্টারে। বিধাননগর পুরনিগমের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মমতা মণ্ডল ও প্রাক্তন কাউন্সিলার আজিজুল হোসেন মন্ডলের উদ্যোগে খুলেছে পরীক্ষার্থীদের ওই পরিবহন পরিষেবা। শনিবার দ্বিতীয় দিনে আটঘরা কাউন্সিরারের বাস ভবনের সামনে ওই পরিষেবা প্রদান শিবিরে উপস্থিত হয়ে পরীক্ষার্থীদের ফুল, ফল, পানীয় জল ইত্যাদির প্রদান করে উৎসাহিত করেন রাজারহাট-নিউটাউনের বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের আশীর্বাদ করেন কাউন্সিলর মমতা মণ্ডল। আজিজুল হোসেন মন্ডল জানিয়েছেন, ওয়ার্ডের প্রায় ৮০ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর জন্য বাস, টাটা, সুমো অটো নানাবিধ পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরীক্ষার শেষ দিন পর্যন্ত ১১টি সেন্টারের যান পরিষেবা বজায় থাকবে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্যও থাকবে একই ব্যবস্থা।

হৃদরোগে ইন্তেকাল সাংবাদিক মহম্মদ আসিফের পিতা হানিফের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বর্ধমান

আপনজন: সাতাশি বছর বয়সে আকস্মিকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করলেন বর্ধমানের তেঁতুলতলা বাজারের বাসিন্দা টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সাংবাদিক মহম্মদ আসিফের আব্বা মহম্মদ হানিফ সাহেব। (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাহি রাজিউন।) আজীবন দ্বীন এবং ইসলামের সেবায় নিয়োজিত হানিফ সাহেব একজন পরোপকারী এবং সদালাপী মানুষ ছিলেন। তাঁর ইন্তে কালের খবর ছড়িয়ে পড়তেই হিন্দু- মুসলিম নির্বিশেষে বহু মানুষ তাঁকে শেষবার দেখার জন্য ভিড় করেন তেঁতুল তলা বাজারের বাস ভবনে।

গত রবিবার এশার নামাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে অজু করার উদ্দেশ্যে উঠে বসার চেষ্টা করতে গিয়ে আকস্মিকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হন হানিফ সাহেব। তাঁকে তড়িঘড়ি বর্ধমানের বি সি সি ইউ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু, তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। পরদিন সোমবার ২৯ জানুয়ারি সকাল ৮ টা ১৫ মিনিটে হানিফ সাহেব ইন্তেকাল করেন।

মঙ্গলবার, জোহর নামাজের পরে লস্কর দীঘি সেন্ট্রাল বর্ধমান স্পোর্টিং ক্লাব প্রাঙ্গণে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। নামাজ-এ জানাযায় বর্ধমানের বিভিন্ন এলাকা ছাড়াও হাওড়া, হুগলি মালদা এমনকী উত্তর প্রদেশ থেকে মানুষ শামিল হন। বর্ধমান শহরের ঐতিহাসিক পুরাতনচক কবরস্থানে তাঁকে দাফন হয়।

ছোট বেলা থেকেই দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে বড় হওয়া হানিফ সাহেব সর্বদা সামাজিক কাজে অগ্রণী ছিলেন। সেই ভাবেই বহু মানুষের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের সম্পর্ক তৈরি হয়। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পাবন্দি কারও ইন্তেকালের সংবাদ পেলেই জানাজায় শামিল হতে এবং মাটি দিতে ছুটে যেতেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই অভ্যাসের বদল ঘটেনি। বর্ধমান ও আসানসোল বিভিন্ন মসজিদে তার রুহের মাগফিরাত এর জন্য দোয়া করা হয়। আসানসোলের মৌলানা রশীদি সাহেব মরহুম মহম্মদ হানিফ সাহেবের পরিবারকে সমবেদনা জানান। মহম্মদ হানিফ সাহেবের পরিবারের তরফে তাঁর রুহের মাগফিরাতের জন্যে আবেদন করা হয়।

গ্রামের যুবক জমি দান করলেও পানীয় জল প্রকল্প হল অন্য স্থানে, বিক্ষোভ স্থানীয়দের

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরকে এলাকায় পরিশ্রুত পানীয় জল প্রকল্প নির্মাণ করার জন্য জমি দান করেছিলেন স্থানীয় এক যুবক। আশ্বাস মিলেছিল সেই জমিতে জল প্রকল্প হলে দুটি ক্যাজুয়াল অপারেটরের চাকরি মিলবে। এরপর সেই জমি রেজিস্ট্রি হয়ে যায়। মাটির পরীক্ষা করার পর পাম্প বসার জন্য মেশিনও চলে আসে। কিন্তু পরবর্তীতে আর কাজ হয়নি।

পার্শ্ববর্তী এলাকার এক তৃণমূল কর্মীর জমিতে বসছে সেই পিএইচই। ওই যুবক বারবার স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক এবং দপ্তরে গিয়েও ঘুরে এসেছেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। অবশেষে ওই যুবকের সমর্থনে শনিবার টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকাবাসী। জানা গিয়েছে, হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত আঙ্গারমুনি গ্রামের বাসিন্দা পাপ্পু দাস। ওই এলাকায় আঙ্গারমুনি, বড়োল,কাহাট্টা সহ বিভিন্ন গ্রামে পানীয় জলের ভীষণ সংকট।এর আগে পানীয় জলের দাবিতে বিক্ষোভও হয়েছে এলাকাগুলিতে। সেইসময় বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষ প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন এলাকায় পিএইচই বসবে। পিএইচইর জন্য বিভিন্ন এলাকায় জমি অধিগ্রহণ শুরু হয়। এই এলাকায় জমি দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসেন পাপ্পু দাস।অভিযোগ,জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এই জমির বিনিময়ে তাঁকে দুটো চাকরি দেওয়া হবে পিএইচইতে। পাপ্পুর প্রায় ছাব্বিশ শত জমি পিএইচইর জন্য রেজিস্ট্রি করে দেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের নামে। তারপর দপ্তরের তরফে মাটি পরীক্ষা করা হয়। পাম্প বসার জন্য মেশিন চলে আসে। ৪ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকার বিনিময়ে কাজের টেন্ডার হয়ে যায়।

কিন্তু পরে আর কাজ শুরু হয়নি। মেশিন নিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়া হয়। পাপ্পু খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, পার্শ্ববর্তী এলাকায় রব্বানী নামে তৃণমূল কর্মীর জমিতে এই পিএইচই হচ্ছে। এই খবর শুনে হতাশ হয়ে পড়ে এলাকার লোকেরাও। পাপ্পু এরপর বিধায়ক এবং দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে যান। কেন পিএইচই বসল না সেই নির্দিষ্ট কারণ না বলে তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ। পাপ্পু এবং এলাকাবাসীর আশঙ্কা এর নেপথ্যে রয়েছে কাটমানি। হয়তো বিধায়কের লোকেরা কাটমানির ভিত্তিতে পিএইচইর কাজ অন্যত্র করাচ্ছেন। এর প্রতিবাদেই এদিন টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায় পাপ্পু, তাঁর পরিবার এবং এলাকার গোটা গ্রামবাসী। পাশাপাশি পাপ্পু দাস জেলা শাসকের দ্বারস্থ হয়েছেন ন্যায় বিচারের জন্য।

এলাকাবাসীদের দাবি, এই পিএইচই যাতে তাঁদের জমিতে বসে।এলাকার বিধায়ক নিহাররঞ্জন ঘোষ জানান, ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হচ্ছে।

এলাকায় সঠিকভাবে জল সরবরাহ করার জন্য ওই জমিতে পিএইচই বসানো যাবে না। সেক্ষেত্রে জলসংকট থেকেই যাবে। তাই দপ্তরের লোকেরা অন্যত্র কাজ করছে। পাপ্পু তাঁর জমি নিয়ম অনুযায়ী ফেরত পেয়ে যাবে।এ প্রসঙ্গে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের চাঁচল মহকুমার এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সুমিত ঘোষ বলেন,'উনি প্রথমে যে জমির কথা বলেছিলেন তার সামনে রাস্তা ছিল।কিন্তু পরে উনি পেছন দিকের জমি দিয়েছেন যাতে কোন রাস্তা নেই তাই আমরা ওনার জমি আর নিচ্ছি না।'

রাজহাটে সরকারি শৌচাগারে এখন চলছে মুরগির মাংসের দোকান

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে সরকারিভাবে তৈরি কমিউনিটি টয়লেট এখন মাছ মুরগির মাংসের দোকানে পরিণত হয়েছে, সেখানে আবার চোখের আড়ালে গড়ে উঠেছে মদ খাওয়ার আখড়া, এমনই ঘটনা ঘটেছে রাজহাট পঞ্চায়েতের রাজহাট মোড় সংলগ্ন এলাকায়, বেশ কয়েক বছর আগেই রাজহাট মোড় ও বাড়োল মোড়ে , ২ লক্ষ ২ লক্ষ ৪ লক্ষ টাকা খরচা করে গড়ে উঠেছিল কমিউনিটি টয়লেট, রাজহাট মোড় এর কমিউনিটি টয়লেটের সামনে মাছ মুরগির দোকান, এবং মুরগির দোকানের সমস্ত জিনিসপত্র রাখা রয়েছে সেই কমিউনিটি টয়লেটের ভিতরে, পাশের টয়লেটে ঢুকে দেখা যাচ্ছে সেখানে মদ খাওয়ার আখড়া, মুরগির দোকানের মালিক কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান, ফাঁকা ছিল তাই জিনিসপত্র ঢুকিয়ে রেখে দিয়েছি, এলাকার মানুষ জানান এলাকায় একটি কমিউনিটি টয়লেটের অবশ্যই দরকার, রাজহাট মোড়ে কমিউনিটি টয়লেট হলেও সেটি আজ অব্দি চালু হয়নি, এখন প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে একটাই , লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এই কমিউনিটি টয়লেট তৈরি করা হল কেন যদি চালুই না করা যায়, ঠিক এমনই অবস্থা রাজহাট মোড় থেকে একটু এগিয়ে বাড়োল মোড় এলাকায় , টয়লেটের ওপরে ২ লক্ষ টাকা খরচ লেখা থাকলেও, টয়লেট তৈরি হয়েছে তবু জনসাধারণের উদ্দেশ্যে চালু করা হয়নি এই টয়লেট, এ বিষয়ে চুঁচুড়া বিধায়ক অসিত মজুমদার জানান, এইসব টয়লেট তৈরি করার পর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য টেন্ডার প্রসেস করা হয়, আমরা টেন্ডার প্রসেস করলেও টেন্ডার এ অংশগ্রহণ করেনি কেউ তাই এখনো এইভাবে পড়ে আছে, তবে যদি কেউ দোকানের জিনিসপত্র ভিতরে রাখে সেটা অবশ্যই দেখবো।

টাকা দিলে তবেই মিলবে অ্যাডমিট কার্ড, বিক্ষোভ পরীক্ষার্থীদের

MANIKCHAK SIKSHA NIKETAN
MANIKCHAK, MALDA.

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: টাকা দিলে তবেই মিলবে অ্যাডমিট কার্ড, দিন কয়েক আগে বিদ্যালয়ে ছাত্ররা এ বিষয়ে প্রতিবাদ করলে পরিবর্তে ফোনে মিলছে হুমকি। এমনই অভিযোগ এনে বিক্ষোভে রাস্তায় ছাত্ররা। ঘটনাটি ঘটেছে মানিকচক শিক্ষানিকেতন হাই স্কুলে। মানিকচক থানার নামজাদা বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি বিদ্যালয়। ছাত্রদের অভিযোগ বিদ্যালয়ে ২৪০ টাকার দিলেই তবেই মিলবে উচ্চ মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড। তবে প্রশ্ন কিসের এই টাকা? বিদ্যালয়ের অভিভাবকদের অভিযোগ টাকা ছাড়া কোন কথাই বলে না বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। হাজার হাজার টাকা বিনিময়ে বকলমে চলছে ভর্তি। বিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে কুড়ি টাকার খাতা রীতিমত ১২০ টাকায় বিক্রি করছে।কিছু জানতে চাইলে কোন কথাই বলতে চান না বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ের টিআইসি সুব্রত প্রামানিক জানা ছাত্ররা যা অভিযোগ আনছে সবই ভিত্তিহীন। বিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়ার সময় যে অর্থ নেওয়া হয় সেটি দুটি কিস্তিতে আমাদের বিদ্যালয় নিয়ে থাকে। ছাত্রদের দ্বিতীয় কিস্তি বকেয়া ২৪০ টাকায় নেওয়া হচ্ছে। তবে এ বছর বিদ্যালয়ে থেকে ১৬৬ জন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রয়েছে তারা ইতিমধ্যে সকলেই অ্যাডমিট কার্ড পেয়ে গেছে।

যেসব ছাত্ররা বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ করছে তাদের সাথে আমরা খুব শীঘ্রই বসে বিষয়টি আলোচনা করে মিটিয়ে নেব। অভিভাবকদের অভিযোগের কোন অর্থ নেই। বিদালয় ক্যাম্পাসে কোনোভাবেই কোন টাকা পয়সা নিয়ে ভর্তি হয় না। শুধুমাত্র কিছু মানুষ বিদ্যালয়কে কলঙ্কিত করার জন্য হয়তো এই বদনাম ছড়াচ্ছে।

হাসপাতালের বেডে ইংরেজি পরীক্ষা দিল পরীক্ষার্থী

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: সন্তান প্রসব করে হাসপাতালের বেডে বসেই ইংরেজি পরীক্ষা এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর। শনিবার এমনই নজিরবিহীন চিত্র ধরা পড়লো মুর্শিদাবাদের সুতি থানার মহেসাইল হাসপাতালে। জানা গিয়েছে, সুতি থানা এলাকার কাশিমনগর হাইস্কুলের ছাত্রী পারুল খাতুন। একবছর আগে তার বিয়ে হয়। এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার সেন্টার পড়েছিল সুতির অরঙ্গাবাদ বালিকা বিদ্যালয়ে। গর্ভবতী অবস্থাতেই শুক্রবার মাধ্যমিকের প্রথম পরীক্ষা দেয় ওই ছাত্রী। শুক্রবার রাতেই প্রসব বেদনা উঠে তার। তড়িঘড়ি তাকে সুতি থানা এলাকার মহেসাইল গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শনিবার সকালেই পুত্র সন্তান জন্ম দেয় পারুল খাতুন। কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা শুরু হয়। যদিও স্কুল কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের সহযোগিতায় হাসপাতালের বেডেই পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। বেলা পৌনে দশটা নাগাদ পুলিশ ও স্কুলের শিক্ষিকাদের নজরে রেখে হাসপাতালের বেডেই পরীক্ষা দেয় পারুল খাতুন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিধায়কের দেহরক্ষীর মৃত্যু ঘিরে ধন্দ, খুন না আত্মহত্যা

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: স্রেফ আত্মহত্যা নয়, খুন করা হয়ে থাকতে পারে আশঙ্কা প্রকাশ করে এম এল এ হোস্টেলে বিধায়কের দেহরক্ষীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত দাবী করল পরিবার ।

স্রেফ আত্মহত্যা নয়, পুরুলিয়ার বান্দোয়ানের বিধায়ক রাজীব লোচন সোরেনের দেহরক্ষীকে এম এল এ হোস্টেলে খুন করা হয়ে থাকতে পারে। অভিযোগ করে ঘটনার তদন্তের দাবী জানাল মৃত দেহরক্ষী জয়দেব গরাইয়ের পরিবার। শনিবার সকালে ওই দেহরক্ষীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় কলকাতার এমএলএ হোস্টেলে। তাঁর মৃত্যুর খবর বাঁকুড়ার সিমলাপাল থানার বাঁশি এলাকায় পৌঁছাতেই শোকে মুষড়ে পড়ে গোটা গ্রাম। দাবী জানানো হয় গোটা ঘটনার পূর্নাঙ্গ তদন্তের।

বাঁকুড়ার সিমলাপাল থানার বাঁশি গ্রামের যুবক জয়দেব গরাই এর ছোট থেকেই ইচ্ছে ছিল পুলিশ হওয়ার। ২০১২ সালে সেই চাকরী পান। বর্তমানে তিনি পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ানের বিধায়ক রাজীব লোচন সোরেনের দেহরক্ষী হিসাবে কর্মরত ছিলেন। আজ সকালে কলকাতায় এমএলএ হোস্টেল থেকে ওই দেহরক্ষীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয় থানার মাধ্যমে পরিবারের লোকজন জানতে পারেন পাঁচ তলা থেকে নিচে পড়ে মৃত্যু হয়েছে জয়দেবের। পরিবারের লোকজন থেকে শুরু করে বন্ধু বান্ধব সকলেরই দাবী জয়দেব মানসিক ভাবে যথেষ্ট শক্ত ও অত্যন্ত হাসিখুশি । তাই তিনি কোনোভাবেই আত্মহত্যা করতে পারেন না। বন্ধুদের দাবী কোনো গোপন তথ্য জেনে ফেলাতেই জয়দেবকে খুন করা হয়ে থাকতে পারে। সকলেই জয়দেবের এই মর্মান্তিক পরিণতির পিছনে থাকা আসল কারন জানতে প্রকৃত তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

হাওড়ায় জোড়া অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: শনিবার দুপুরে জোড়া অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল হাওড়ায়। এদিন হাওড়ার ডোমজুড়ের রাজাপুরের একটি থার্মোকল কারখানায় আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। দমকল সূত্রের খবর, দমকলের ইঞ্জিন এসে পৌঁছানোর আগেই ওই কারখানার নিজস্ব অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থায় আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

অপরদিকে, জগৎবল্লভপুরে। একটি ধূপকাঠি তৈরীর কারখানায় আগুন লাগে।

আরবি এমএ কোর্স শুরু কালিয়াচক কলেজে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কালিয়াচক

আপনজন: আরবি এম এ কোর্স এর উদ্বোধন হল মালদা জেলার কালিয়াচক কলেজে । এই কলেজের কনফারেন্স রুমে এম এ ক্লাসের ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে এই কোর্সের ইন আগুরাল সেশানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ ড.নাজিবর রহমান, বক্তব্য রাখেন কলেজের আরবি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ মুজতবা জামাল এবং অনুষ্ঠান পরিচালনায় সহযোগিতা করেন আরবিভাগের শিক্ষক মুন্সিফ্ আলী রিজভী। সভাপতির ভাষণে অধ্যক্ষ নাজিবর রহমান গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন যে উত্তরবঙ্গের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আরবি, উর্দু , ইসলামিক স্টাডিজ এ এমএ পড়ার দ্বার নতুন করে উন্মোচিত হলো কালিয়াচক কলেজে। মালদার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আরবি বিষয়ে রেগুলার কোর্সে এম এ করার ব্যবস্থা থাকলেও লিমিটেড থাকার কারণে বহু ছাত্র-ছাত্রী পড়ার সুযোগ থেকে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত হয়ে আসছে। কালিয়াচক কলেজের এই স্টাডি সেন্টার এর মাধ্যমে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের পথে সুবিধা লাভ করবে। এবারে প্রায় একশো ছাত্রছাত্রী এম এ আরবি বিভাগে ভর্তি হয়েছে। মাওলানা আজাদ ন্যাশনাল উর্দু ইউনিভার্সিটি, হায়দ্রাবাদ এর ডিসটেন্স এডুকেশন স্টাডি সেন্টার হিসেবে কালিয়াচক কলেজ স্বীকৃতি লাভ করে ২০২৩ সালে এবং ক্লাশ আরম্ভ হল ২০২৪ সালের প্রথমেই । এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ডিসটেন্স কোর্স এ আরবি, ইংলিশ ইসলামিক হিস্ট্রি এবং উর্দু বিষয়গুলিতে এম এ এবং কমিউনিকেটিভ ইংলিশ ও কমিউনিকেটিভ এরাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ এর ওপর সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানোর ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ইতিমধ্যে কয়েক বছর আগে থেকে নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি স্টাডি সেন্টার হিসেবে কালিয়াচক কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে বি এ এবং এম এ পড়ানো হচ্ছে। এছাড়াও জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, নতুন দিল্লি এবং বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর স্টাডি সেন্টার চালু হয়েছিল। শিক্ষার মাধ্যম এবং অন্যান্য কারণে এই দুইটি স্টাডি সেন্টার ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি কিন্তু নেতাজী সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি এবং মাওলানা আজাদ ন্যাশনাল উর্দু ইউনিভার্সিটি ছাত্র ছাত্রীদের জন্য উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করে দিয়েছে।

প্রথম নজর

গাজায় ইসরায়েলের হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২৭ হাজার

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর গত প্রায় চার মাসের অভিযানে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২৭ হাজার ১৯ জনে দাঁড়িয়েছে। এই নিহতদের পাশাপাশি যুদ্ধের শুরু থেকে এ পর্যন্ত গাজায় আহত হয়েছেন মোট ৬৬ হাজার ১৩৯ জনে।

শুক্রবার (২ ফেব্রুয়ারি) এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

বিবৃতিতে জানানো হয়, শুধুমাত্র গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ইসরায়েলি বাহিনীর গোলাবর্ষনে ১১৮ জন নিহত এবং ১৯০ জন আহত হয়েছেন।

গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের ইরেজ সীমান্তে অতর্কিত হামলা চালিয়ে সামরিক-বেসামরিক ইসরায়েলি ও বিদেশি নাগরিকসহ ১ হাজার ২০০ জনেরও বেশি মানুষকে হত্যা করে হামাস যোদ্ধারা। সেই সঙ্গে জিম্মি হিসেবে ধরে নিয়ে যায় আরো ২৪০ জন ইসরায়েলি এবং অন্যান্য দেশের নাগরিককে।

বস্তুত, ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর গত ৭৫ বছরের ইতিহাসে সেদিন প্রথম একদিনে এতজন মানুষের হত্যা দেখেছে ইসরায়েল।

অভূতপূর্ব সেই হামলার জবাবে সেদিন থেকেই গাজায় অভিযান শুরু করে ইসরায়েলি বিমান বাহিনী এবং তার এক সপ্তাহ পর বিমান বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয় স্থল বাহিনীও।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত চার মাসের যুদ্ধে গাজায় হাজার হাজার হতাহতের পাশাপাশি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন অন্তত ৮৫ শতাংশ ফিলিস্তিনি।

হালাল পণ্যের চাহিদা বাড়ছে বিশ্বজুড়ে

HALAL FOOD FESTIVAL

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বব্যাপী হালাল পণ্যের বাজার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৫ সালে হালাল বাজারের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৭ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে।

হালাল বাজারের খাতের মধ্যে রয়েছে–খাদ্য ও পানীয়, ওষুধ, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য ও প্রসাধনী, ভ্রমণ ও পর্যটনসহ বিভিন্ন হালাল শিল্পপণ্য ও পরিষেবা।

গত ২৩ জানুয়ারি মক্কা হালাল ফোরাম আয়োজিত হালাল বাণিজ্যিক খাতবিষয়ক তিন দিনব্যাপী এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সৌদি আরবের বাণিজ্যমন্ত্রী ড. মাজেদ আল-কাসাবির পৃষ্ঠপোষকতায় মক্কা চেম্বার ফর এক্সিবিশনস অ্যান্ড ইভেন্ট সেন্টারে তা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইসলামী অর্থনীতির বাস্তবতা শীর্ষক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে প্রকাশিত অর্থনৈতিক প্রতিবেদনে বলা হয়, হালাল অর্থনীতির বাজার বর্তমান দশকে বহু অংশে বৃদ্ধি পাবে। ২০২০ সালে এই বাজারের পরিমাণ ছিল ২.৩০ ট্রিলিয়ন ডলার।

২০৩০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪.৯৬ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছবে। অর্থাৎ ১০ বছরে এই বাজারের মূল্য ১১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। তা ছাড়া ২০২৪ সালে বিশ্বব্যাপী হালাল পণ্যে ভোক্তাদের ব্যয় ২.৪ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিশ্বে হালাল শিল্প খাতকে সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল অর্থনৈতিক খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

মুসলিম-অমুসলিম সব দেশে ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে হালাল পণ্যের চাহিদা। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর খাবার হওয়ায় এসব পণ্য এখন সবার পছন্দের শীর্ষে।

মুসলিম বিশ্বের প্রভাবশালী দেশ হিসেবে সৌদি আরব এখন হালাল শিল্পের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে।

ফিলিস্তিনের সমর্থনে প্যারিস থেকে ব্রাসেলস পদযাত্রা

STOP
DE GENOCIDE
NU

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা ও গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবিতে ইউরোপের দীর্ঘ পদযাত্রা সম্পন্ন হয়েছে। গত ১ ফেব্রুয়ারি বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদর দপ্তরের সামনে এসে তা শেষ হয়।

গত ২০ জানুয়ারি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস থেকে পদযাত্রাটি শুরু হয়েছিল। এতে অংশগ্রহণকারীরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতাদের কাছে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবরোধ আরোপসহ ফিলিস্তিনি বন্দিদের মুক্তির দাবি জানান।

‘ফ্রি প্যালেস্টাইন’, ‘স্টপ দ্য জেনোসাইড’, ‘লং লিভ দ্য স্ট্রাগল অব দ্য প্যালেস্টিনিয়ান পিপল’সহ বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা, গাজায় যুদ্ধবিরতিসহ ইসরায়েলের গণহত্যা বন্ধের দাবি জানানো হয়।

পদযাত্রার আয়োজকদের একজন ওমর আল-সাওমি বলেন, ‘ব্রাসেলসে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অফিসের সামনে এমন পদযাত্রার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এতে অংশগ্রহণকারীরা ইইউর কাছে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে নিন্দা ও দেশটির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের দাবি জানিয়েছে। কারণ গাজায় মানুষ ক্ষুধায় মরছে। সেখানে ক্ষুধা ও বোমাবর্ষণ অব্যাহত রয়েছে। আর ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইসরায়েলের সঙ্গে সমান অপরাধে অংশ নিচ্ছে। তাই আমরা ইইউর কাছে দ্রুততম সময়ে যুদ্ধবিরতির দাবি জানাচ্ছি।’

গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েল ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ শুরু করে।

এতে ২৭ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয় এবং ৬৬ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়; এর মধ্যে বেশির ভাগ নারী ও শিশু রয়েছে।

ইরাক ও সিরিয়ায় হামলা সফল, সময় লেগেছে ৩০ মিনিট: হোয়াইট হাউস

THE WHITE HOUSE

আপনজন ডেস্ক: জর্ডানে সিরিয়া সীমান্তবর্তী মার্কিন ঘাঁটিতে ড্রোন হামলার প্রতিশোধ নিতে শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এর অংশ হিসেবে শুক্রবার ইরাক ও সিরিয়ায় বেশ কয়েকটি ইরানি লক্ষ্যবস্তুতে বিমান হামলা চালয়েছে মার্কিন বাহিনী।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের সদর দফতর হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, শুক্রবার ইরাক ও সিরিয়ায় ইরানের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানো হয়েছে। এর মধ্যে সিরিয়ায় চারটি ও ইরাকে তিনটি ইরানি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় ৮৫টি লক্ষ্যবস্তু ছিল।

এতে সময় লেগেছে মাত্র ৩০ মিনিট। আর এই হামলা স্পষ্টতই সফল। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের (এনএসসি) মুখপাত্র জন কিরবি সাংবাদিকদের বলেন, বিমান থেকে এসব হামলা চালানো হয়। এর মধ্যে বি-১ বোমারু বিমানও ছিল। এসব বিমানে ১২৫টিরও বেশি নির্ভুল নির্দেশিত যুদ্ধাস্ত্র বহন করা হয়।

এই হামলা সিরিয়া সীমান্তবর্তী জর্ডানে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে ড্রোন হামলায় প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা হচ্ছে। সামরিক ঘাঁটিতে ওই হামলায় তিন মার্কিন সেনা নিহত ও ৪০ জনের বেশি আহত হয়।

জর্ডানের ঘাঁটিতে ওই হামলার জন্য ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গ্রুপকে দায়ী করে আসছিল ওয়াশিংটন। এর জবাবে সিরিয়া ও ইরাকে অবস্থিত ইরানের বিভিন্ন স্থাপনায় ধারাবাহিকভাবে হামলা চালানোর পরিকল্পনায় অনুমোদন দেয় মার্কিন কর্তৃপক্ষ। এর আগে একাধিক মার্কিন কর্মকর্তা বলেছিলেন, বেশ কয়েক দিন ধরে এই হামলা চালতে থাকবে। বিষয়টি আবহাওয়া পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে।

এদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এক বিবৃতিতে বলেছেন, আমাদের প্রতিক্রিয়া আজ থেকে শুরু হয়েছে। এটি (প্রতিক্রিয়া) আমাদের পছন্দের সময়ে এবং জায়গায় চলতে থাকবে।

তিনি আরো বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্য বা বিশ্বের অন্য কোথাও সংঘাত চায় না। তবে যারা আমাদের ক্ষতি করতে চায় তাদের সবাইকে এটি জানাতে হবে: আপনি যদি একজন আমেরিকানকেও ক্ষতি করেন তবে আমরা জবাব দিব। গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জর্ডানের ঘটনায় উত্তেজনা চরমভাবে বৃদ্ধির পেলেও ওয়াশিংটন এবং তেহরান উভয়ই সর্বাত্মক যুদ্ধ এড়াতে চেয়েছে। আর তাই নিজেদের ওপর আরও হামলা এড়াতে পাল্টা হামলা চালানোর সময় তেহরানের সাথে সরাসরি সংঘর্ষ এড়াতে ইরানের ভূখণ্ডে আঘাত করেনি যুক্তরাষ্ট্র।

মার্কিন সামরিক বাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, হামলায় ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের কুদস ফোর্স এবং সেইসাথে তাদের ‘সংশ্লিষ্ট মিলিশিয়া গোষ্ঠীকে’ লক্ষ্য করে আমেরিকান বাহিনী ‘৮৫টিরও বেশি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা করেছে। এই হামলায় বহু যুদ্ধবিমান অংশ নিয়েছে, যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে উড়ে আসা দূরপাল্লার বোমারু বিমানও রয়েছে’। সেন্টকম বলেছে, বিমান হামলায় ১২৫টিরও বেশি নির্ভুল অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

ইরানি বাহিনী ও তাদের সমর্থিত মিলিশিয়াদের যারা মার্কিন বাহিনীর ওপর হামলায় সহায়তা করেছিল তাদের কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার এবং গোয়েন্দা কেন্দ্রের পাশাপাশি রকেট, মিসাইল এবং ড্রোন স্টোরেজ অবকাঠামোতেও হামলা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সেন্টকম। এদিকে সিরিয়ার মানবাধিকার পর্যবেক্ষণকারী ব্রিটেন-ভিত্তিক সংস্থা সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস জানিয়েছে, সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় ‘অন্তত ১৮ জন ইরানপন্থী যোদ্ধা’ নিহত হয়েছে। পর্যবেক্ষণকারী এই সংস্থাটি জানায়, দেইর এজর শহর থেকে ৬২ মাইল (১০০ কিলোমিটার) ইরাক সীমান্তের কাছে আলবু কামালের কাছ পর্যন্ত বিস্তৃত পূর্ব সিরিয়ার বিশাল অংশে চলমান অভিযানে অস্ত্রের ডিপোসহ ইরানপন্থী গোষ্ঠীগুলোর আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত অন্তত ২৬টি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ধ্বংস করা হয়েছে।

সিরিয়ায় মার্কিন হামলায় ১৮ ইরানপন্থি যোদ্ধা নিহত

আপনজন ডেস্ক: জর্ডানে সিরিয়া সীমান্তবর্তী মার্কিন ঘাঁটিতে ড্রোন হামলার প্রতিশোধ নিতে শুরু করেছে আমেরিকা। এর অংশ হিসেবে সিরিয়ায় ইরানপন্থী গোষ্ঠীগুলোর আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত স্থাপনাসহ অন্তত ২৬টি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা বিমান হামলা চালিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে মার্কিন বাহিনী। এতে অন্তত ১৮ ইরানপন্থি যোদ্ধা নিহত হয়েছে।

শনিবার সিরিয়ার মানবাধিকার পর্যবেক্ষণকারী একটি গোষ্ঠীর বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম এএফপি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন সামরিক বাহিনী শুক্রবার ইরাক এবং সিরিয়ায় ইরানি বাহিনী এবং তেহরান সমর্থিত মিলিশিয়া গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক বিমান হামলা চালিয়েছে। গত সপ্তাহে সিরিয়া সীমান্তবর্তী জর্ডানের একটি সামরিক ঘাঁটিতে ড্রোন হামলার জবাবে যুক্তরাষ্ট্র এই হামলা চালাল। প্রাণঘাতী সেই হামলায় ৩ মার্কিন সেনা নিহত এবং আরও ৪০ জনেরও বেশি সেনা আহত হয়েছিলেন। এই হামলার জন্য যুক্তরাষ্ট্র এর আগে ইরান-সমর্থিত বাহিনীকে দায়ী করেছিল। পরে গত রোববারের ড্রোন হামলায় সৈন্যদের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়ায় ওয়াশিংটন থেকে ব্যাপক বিমান হামলার নির্দেশ দেওয়া হয়।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এক বিবৃতিতে বলেছেন, আমাদের প্রতিক্রিয়া আজ থেকে শুরু হয়েছে। এটি (প্রতিক্রিয়া) আমাদের পছন্দের সময়ে এবং জায়গায় চলতে থাকবে।

তিনি আরো বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্য বা বিশ্বের অন্য কোথাও সংঘাত চায় না। তবে যারা আমাদের ক্ষতি করতে চায় তাদের সবাইকে এটি জানাতে হবে: আপনি যদি একজন আমেরিকানকেও ক্ষতি করেন তবে আমরা জবাব দেব।

সংবাদমাধ্যম এএফপি জানিয়েছে, উত্তেজনার সাম্প্রতিক বৃদ্ধির পরও ওয়াশিংটন এবং তেহরান উভয়ই সর্বাত্মক যুদ্ধ এড়াতে চেয়েছে। আর তাই নিজেদের ওপর আরো হামলা এড়াতে পাল্টা হামলা চালানোর সময় তেহরানের সাথে সরাসরি সংঘর্ষ এড়াতে ইরানের ভূখণ্ডে আঘাত করেনি যুক্তরাষ্ট্র।

মার্কিন সামরিক বাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, হামলায় ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের কুদস ফোর্স এবং সেইসাথে তাদের ‘সংশ্লিষ্ট মিলিশিয়া গোষ্ঠীকে’ লক্ষ্য করে আমেরিকান বাহিনী ‘৮৫টিরও বেশি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা করেছে। এই হামলায় বহু যুদ্ধবিমান অংশ নিয়েছে, যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে উড়ে আসা দূরপাল্লার বোমারু বিমানও রয়েছে’।

সেন্টকম বলেছে, বিমান হামলায় ১২৫টিরও বেশি নির্ভুল অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

ইরানি বাহিনী ও তাদের সমর্থিত মিলিশিয়াদের যারা মার্কিন বাহিনীর ওপর হামলায় সহায়তা করেছিল তাদের কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার এবং গোয়েন্দা কেন্দ্রের পাশাপাশি রকেট, মিসাইল এবং ড্রোন স্টোরেজ অবকাঠামোতেও হামলা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সেন্টকম।

এদিকে সিরিয়ার মানবাধিকার পর্যবেক্ষণকারী ব্রিটেন-ভিত্তিক সংস্থা সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস জানিয়েছে, সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় অন্তত ১৮ জন ইরানপন্থী যোদ্ধা নিহত হয়েছে।

পর্যবেক্ষণকারী এই সংস্থাটি জানায়, দেইর এজর শহর থেকে ৬২ মাইল (১০০ কিলোমিটার) ইরাক সীমান্তের কাছে আলবু কামালের কাছ পর্যন্ত বিস্তৃত পূর্ব সিরিয়ার বিশাল অংশে চলমান অভিযানে অস্ত্রের ডিপোসহ ইরানপন্থী গোষ্ঠীগুলোর আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত অন্তত ২৬টি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ধ্বংস করা হয়েছে।

এছাড়া শুক্রবার সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় মিডিয়া বলেছে, সিরিয়ার মরুভূমি অঞ্চলে এবং সিরিয়া ও ইরাকি সীমান্তের বেশ কয়েকটি স্থাপনায় ‘আমেরিকান আগ্রাসনের’ ফলে অনেক লোক নিহত এবং আহত হয়েছেন।

প্রসঙ্গত, ইরাক ও সিরিয়াজুড়ে ইরান-সমর্থিত মিলিশিয়াদের অগণিত সংখ্যক ঘাঁটি, অস্ত্রের গুদাম এবং প্রশিক্ষণ ডিপো রয়েছে। এই মিলিশিয়ারা ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডস কর্পসের (আইআরজিসি) কুদস ফোর্সের হাতে প্রশিক্ষিত ও সজ্জিত। এছাড়া তারাই এগুলোর অর্থায়ন করে। কিন্তু তারা সবসময় আইআরজিসি’র মাধ্যমে পরিচালিত হয় না।

এছাড়া জর্ডানের সেই সামরিক ঘাঁটিতে হামলার দায় স্বীকার করেছে ইসলামিক রেজিস্ট্যান্স ইন ইরাক নামে একটি গ্রুপ। মূলত ইরান-সমর্থিত মিলিশিয়াদের বেশ কয়েকটি গোষ্ঠীকে একত্রিতভাবে বোঝাতে এই নামটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইসরায়েলের ইলাত শহরে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হুথিদের

আপনজন ডেস্ক: এবার ফিলিস্তিনের গাজা যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েলের ইলাত শহরে ব্যালিস্টিক মিসাইল হামলা চালাল ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহী গোষ্ঠী হুথি।

ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলীয় লোহিত সাগরের তীরবর্তী ওই শহরে শুক্রবার হামলা চালানো হয়।

শুক্রবার হুথি বিদ্রোহী গোষ্ঠী দাবি করেছে, তারা ইসরায়েলি শহর ইলাতের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে ব্যালিস্টিক মিসাইল নিক্ষেপ করেছে। এছাড়া ইসরায়েল গাজায় তাদের আক্রমণ শেষ না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালিয়ে যাওয়ার হুমকিও দিয়েছে গোষ্ঠীটি।

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী এর আগে বলেছিল, তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ‘অ্যারো’ শুক্রবার লোহিত সাগর এলাকায় সারফেস টু সারফেস মিসাইল আটকে দিয়েছে।

গত ৭ অক্টোবর গাজায় নির্বিচারে আগ্রাসন শুরু করে ইসরায়েল।

এরপর থেকে লোহিত সাগরে গুরুত্বপূর্ণ শিপিং রুটে ইসরায়েল সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জাহাজে ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে আসছে হুথি বিদ্রোহীরা। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে এই হামলা আরও তীব্র হয়েছে এবং এর মধ্যেই শুক্রবার ইসরায়েলে এই হামলার ঘটনা ঘটল।

চিলিতে দাবানলে ১০ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: চিলিতে দাবানলে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয় কর্মকর্তারা। দাবানল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন দমকলের কর্মীরা।

গত শুক্রবার দাবানলের সূত্রপাত হয়। দেশটির ভিনা দেল মার এবং ভালপারাইসো এলাকায় দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে। এতে হুমকির মুখে পড়েছে শত শত বাড়ি-ঘর। আগুন আরো ছড়িয়ে পড়তে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই বহু মানুষ নিজেদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৩২ মি.

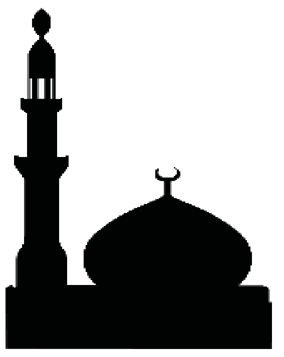

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫১	৬.১৪
যোহর	১১.৫৫	
আসর	৩.৫০	
মাগরিব	৫.৩২	
এশা	৬.৪২	
তাহাজ্জুদ	১১.১২	

জিনজিয়াংয়ে ধর্ম অনুশীলনে কঠোর নীতি জারি

আপনজন ডেস্ক: চীনের পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ জিনজিয়াংয়ে ধর্ম অনুশীলনের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতাপূর্ণ অঞ্চলটিতে নতুন কোনো ধর্মীয় স্থান নির্মাণের আগে বেশ কিছু নিয়ম অনুসরণ করার নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

উইঘুর, কাজাখ, কিরগিজ, হুই (আকা ডানগান) ইত্যাদি মুসলিম জাতিগত গ্রুপের বাস এই প্রদেশে।

নতুন নিয়মে বলা হয়েছে, এখন থেকে নতুন সকল মসজিদ, চার্চ, এবং অন্যান্য ধর্মীয় ভবন নির্মাণের আগে চীনা নক্সার উপাদানের প্রতিফলন থাকতে হবে।

ন্যাটো আগুন নিয়ে খেলছে : মেদভেদেভ

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার নিরাপত্তা পরিষদের ডেপুটি চেয়ারম্যান দিমিত্রি মেদভেদেভ সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ভিকন্টাক্টে লিখেছেন, ন্যাটোর কোনো সদস্য দেশে মস্কোর আক্রমণ করার কোনো পরিকল্পনা নেই, যা পশ্চিমেরও যেকোনো বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে দিনের মতো পরিষ্কার।

ন্যাটোর ‘স্টেডফাস্ট ডিফেন্ডার ২০২৪’ মহড়াকে শীতল যুদ্ধের সমাপ্তির পরের সবচেয়ে বড় মহড়া উল্লেখ করে তিনি মন্তব্য করেন, ‘এটি খুবই বিপজ্জনক উপায়ে আগুন নিয়ে খেলার শামিল।’

তিনি বলেন, পশ্চিমের সকল কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের কাছে এটি স্পষ্ট যে কোনো ন্যাটো সদস্য রাষ্ট্রে হামলার পরিকল্পনা আমাদের নেই। তবে তারা যদি এ খেলা চালিয়েই যায় এবং আমাদের দেশের অখণ্ডতায় আঘাত হানে, তাহলে সাথে সাথে তারা সমুচিত জবাব পাবে। মেদভেদেভ বলেন, সেক্ষেত্রে একটি বড় যুদ্ধ ন্যাটো এড়াতে পারবে না। ফেব্রুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত ইউরোপে ন্যাটোর ‘স্টেডফাস্ট ডিফেন্ডার ২০২৪’ মহড়া অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ৩১টি সদস্য দেশ ও ন্যাটো প্রত্যাশী সুইডেন মহড়ায় অংশ নিচ্ছে। ন্যাটো জোটের ককেশাস ও মধ্য এশিয়ার বিশেষ প্রতিনিধি জাভিয়ের কলোমিনা আর্মেনপ্রেস বার্তা সংস্থার সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, এই মহড়ার লক্ষ্য হলো রাশিয়াকে নিবৃত্ত করা।

মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাকের সাজা কমলো

আপনজন ডেস্ক: দুর্নীতির অভিযোগে কারাদণ্ড হওয়া মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাকের শাস্তির মেয়াদ অর্ধেক কমিয়ে ৬ বছর করা হয়েছে।

শুক্রবার (২ ফেব্রুয়ারি) দেশটির শাস্তি মওকুফ বোর্ড (পারডনস বোর্ড) এ তথ্য জানিয়েছে।

জনগণের কয়েক শ কোটি ডলার অপব্যবহারের দায়ে ২০২২ সালে নাজিবকে ১২ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আলোচিত এ মামলা ‘১ এমডিবি আর্থিক কেলেঙ্কারি’ নামে পরিচিত।

মালোশিয়ার শাস্তি মওকুফ বোর্ড এক বিবৃতিতে জানায়, ‘মতামত ও পরামর্শের’ ভিত্তিতে নাজিবের সাজা কমানো ও জরিমানা মওকুফ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

শাস্তি মওকুফ বোর্ড গত সোমবার বৈঠক করেছে। এতে সভাপতিত্ব করেন দেশটির সাবেক রাজা সুলতান আবদুল্লাহ সুলতান আহমেদ শাহ। তিনি অ্যাটর্নি জেনারেলের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

ওই বৈঠকে রাজাকের সাজা কমানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সুলতান আবদুল্লাহ এর দুই দিন পরই সিংহাসন ছাড়েন। রাজাকের সাজা মওকুফের অন্য কোনো কারণ জানানো হয়নি।

বোর্ড জানায়, নাজিব রাজাককে ২০২৮ সালে মুক্তি দেওয়া হবে এবং তার জরিমানা ৫০ মিলিয়ন রিঙ্গিত (১০ লাখ ৬ হাজার ডলার) করা হয়েছে। যদি নাজিব সময়মতো জরিমানা দিতে না পারেন, তবে কারাবাসের মেয়াদ আরো এক বছর বাড়ানো হবে।

আরকানের পদত্যাগ, তুরস্কের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নতুন গভর্নর কারাহান

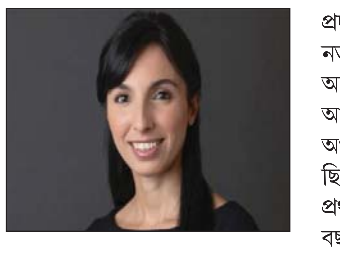

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যিপ এরদোগান দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নতুন গভর্নর হিসেবে ফাতিহ কারাহানকে নিয়োগ করেছেন। তিনি ব্যাংকটির ডেপুটি গভর্নর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এর আগে গভর্নর হাফিজ গায়ে আরকান একটি মিডিয়া স্ক্যান্ডাল থেকে তার পরিবারকে রক্ষা করার প্রয়াসের অংশ হিসেবে পদত্যাগ করেন। শনিবার নতুন গভর্নরকে নিয়োগ প্রদানের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

নতুন গভর্নর কারাহান যুক্তরাষ্ট্রের অনলাইন রিটেইল জায়ান্ট আমাজনের সাবেক সিনিয়র অর্থনীতিবিদ। উল্লেখ্য, আরকান ছিলেন তুরস্কের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রথম নারী প্রধান। তিনি গত বছরের জুনে দায়িত্ব গ্রহণের পর মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের জন্য ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তার এই উদ্যোগের সুফল দেখা যাচ্ছিল। পদত্যাগ করার বিবৃতিতে আরকান বলেন, ‘আমাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচি ফল দিতে শুরু করেছে। তিনি বলেন, আমার পরিবার এবং এমনকি আমার সাড়ে তিন বছরের নির্দোষ সন্তানকে রক্ষা করার জন্য এবং আমি প্রেসিডেন্টকে বলেছি আমাকে ক্ষমা করতে এবং আমাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ১৯ মাঘ ১৪৩০, ২২ রজব, ১৪৪৫ হিজরি

শান্তি অন্বেষণ

মূলত দুইটি জিনিস না থাকিলে জীব প্রজাতির অস্তিত্ব বিলীন হইয়া যাইবে। ইহার একটি হইল খাদ্য, অন্যটি রিপ্রোডাকশন, অর্থাত্ প্রজনন। মানুষ তো সৃষ্টির সেরা জীব। সুতরাং এই দুইটির পাশাপাশি মানুষের আরো একটি বড় চাওয়া হইল শান্তিতে বসবাস। প্রখ্যাত কবি শহীদ কাদরী লিখিয়াছেন–'প্রেমিক মিলবে প্রেমিকার সাথে ঠিক-ই/ কিন্তু শান্তি পাবে না, পাবে না, পাবে না...'। যিনি ছোট্ট কুঁড়েঘরে থাকেন, তিনিও শান্তি চাহেন, যিনি আলিশান অট্টালিকাবাসী, তিনিও শান্তির অন্বেষণ করেন। অর্থাত্ শান্তি ধনী-নির্ধন–সকলেই চাহেন। আরো একটি মিল গরিব-ধনী সকলেরই রহিয়াছে। তাহা হইল–মানুষ মহান আল্লাহর নিকট হইতে আসিয়াছে, চলিয়াও যাইবে আল্লাহর নিকট। অর্থাত্ আমরা এই জগতে মোসাফির মাত্র। ক্ষণিক সময়ের জন্য আসা, অন্যদিকে চিরকালের জন্য চলিয়া যাওয়া। অথচ এই ক্ষণিক সময়ের ব্যাপ্তিকাল–ধরা যাক শত বত্সর–আমাদের নিকট ভ্রমক্রমে দীর্ঘ সময় মনে হয়। আর এই বিভ্রান্তিময় দীর্ঘ সময়ের তিষ্টকালে আমরা শান্তি চাই। শান্তি চাই বটে, কিন্তু আমরা শান্তির ছায়ার পিছনে ছুটিয়া মরিতেছি। বলা যায়, বেশির ভাগ মানুষই শান্তির নহে, শান্তির ছায়া ধরিতে জীবনভর ছুটিয়া বেড়ায়।

পরিহাসের কথা হইল, শান্তি ও স্বস্তিতে থাকিবার স্বার্থেই মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে। সিন্ধুসভ্যতা হইতে শুরু করিয়া মিশরীয়, সুমেরীয়, পারস্য, ব্যাবিলনীয়, রোমান প্রভৃতি সভ্যতার মূলে ছিল মানবজীবনে স্বস্তিদান করা। বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা আরাম-আয়েশের একটি প্রাচুর্যময় পৃথিবীতে বসবাস করিতেছি। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও একজন রাজাবাদশা চাহিলেও আজিকার মতো ভোগবিলাস করিতে পারিত না। এখন ইউনিয়ন পর্যায়ের একজন মেম্বারের বাড়িতেও এমন ব্যবস্থা থাকে, গরম লাগিলে এক সুইচেই ঠান্ডা হাওয়া, ঠান্ডা লাগিলে গরমের ব্যবস্থা। ভোগবিলাস খাদ্যখানায় বিচিত্র রেসিপি, যখন-তখন দেশে-বিদেশে উড়ান দিয়া বেড়াইতে যাওয়া–সকল কিছুই যেন আলাদিনের চেরাগের মতো, চাহিলেই পাওয়া যায়। এত কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু শান্তি কোথায়? কোথায় পালাইল শান্তি? শান্তি কি আসে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন–'নয়ন মেলি শুধু দেখে যাও, হৃদয় দিয়ে শুধু শান্তি পাও।' আসলে শান্তি হইল দুইটি বিষয়ের সমন্বয়। উহার একটি হইল–নিরাপত্তা, অন্যটি আমাদের মানসিক দিক। ইংরেজিতে ইহাকে বলা হয়–পিস অব মাইন্ড ইজ এ মেন্টাল স্টেট অব কামনেস অর ট্রাংকুয়িলিটি। ইহা হইল উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি পাওয়া। কিন্তু আধুনিক পৃথিবীতে উদ্বেগ-উত্কণ্ঠা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে নির্জন বনে গিয়া বসবাস করিতে হইবে। আরণ্যিক যুগের সেই অরণ্যও নাই, সেই নির্জনতাও নাই। আমাদের চারিদিকে ছায়াযুদ্ধ, শীতল যুদ্ধ, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের জটিল পরিস্থিতি। ভূরাজনৈতিক কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিচিত্র ধরনের অস্থিরতা ও যুদ্ধাবস্থা দেখা যাইতেছে। কান্ডারি হুঁশিয়ার কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম যেমন বলিয়াছেন–'অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ'। সন্তরণ অর্থাত্ সাঁতার না জানিয়া আমরা স্বখাদ সলিলে ডুবিতেছি। তাহা হইলে উপায়? ইংরেজিতে একটি কথা আছে–ওয়ার ফর পিস। অর্থাত্ শান্তির জন্য যুদ্ধ। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর শান্তির অহিংস বাণী এইভাবেও শোনাইয়াছেন যে–'চোখের বদলা লইতে অন্যের চোখ উপড়াইয়া লইলে একসময় পুরা পৃথিবী অন্ধ হইয়া যাইবে।' সেই ক্ষেত্রে আমাদের স্মরণ করিতে হয়, রোনাল্ড রিগানের কথা–'শান্তি মানে সংঘাতের অনুপস্থিতি নহে, ইহা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংঘাত পরিচালনা করিবার ক্ষমতা।' জটিল কথা। যেমনটি বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যায়কে সহ্য না করিবার কথা। তিনি আরেকটি কবিতায় বলিয়াছেন–'নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,/ শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস–।'

সত্যিই কি শান্তির ললিত বাণী ব্যর্থ পরিহাসের মতো শুনাইবে? ইহার চাইতে পরিতাপের কথা আর কী হইতে পারে? সুতরাং কবির কণ্ঠে আমরাও বলিতে চাই–'বিদায় নেবার আগে তাই/ ডাক দিয়ে যাই/ দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে/ প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।'

• • • • • • • • • • • •

বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিস্তা শেতলবাদ

বিজেপি আবার ৩০০ আসন পেলে ভারত হবে ভিন্ন দেশ

২০০২ সালে গুজরাট দাঙ্গায় আক্রান্তদের পক্ষ নিয়ে আইনি লড়াই চালানোর জন্য পরিচিত মানবাধিকারকর্মী তিস্তা শেতলবাদ। এমন এক পরিবারে তাঁর জন্ম, যে পরিবার ভারতের আইনব্যবস্থা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তাঁর পিতামহ ছিলেন ভারতের প্রথম অ্যাটর্নি জেনারেল এম সি শেতলবাদ। আইনে প্রশিক্ষিত, সাংবাদিক ও সম্পাদক তিস্তা একজন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকও বটে। ভারতের রাজনীতির সম্ভাবনা, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে সম্প্রতি কলকাতায় প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **শুভজিৎ বাগচী**।

প্রথম আলো: গত ডিসেম্বরে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানাসহ পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে তিনটিতে হেরেছে কংগ্রেস। ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে এই ফল আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

তিস্তা শেতলবাদ: আমরা বিজেপি শাসনামলে (২০১৪ থেকে ২০২৪) এর কাছাকাছি কিছু দেখিনি। ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা (১৯৭৫ সালের জুন থেকে ১৯৭৭ সালের মার্চ) জারি করেছিলেন এবং মৌলিক অধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন। তবে সেটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জারি হয়েছিল এবং এক ব্যক্তির ইচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত সিদ্ধান্ত ছিল। অবশ্যই সেটি স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত। সেই তুলনায় ২০১৪ সালের পরের পর্বকে প্রায়ই 'অঘোষিত জরুরি অবস্থা' বলে বর্ণনা করা হয়। এ সময় এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, যা অনেক বেশি উদ্বেগজনক।

প্রথমত, ভারতের (সাংবিধানিক রক্ষাকবচ) প্রতিষ্ঠানগুলোর পতন ঘটেছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে যে ভারসাম্য ও কলকবজা রাখা হয়েছিল, যেগুলো ব্যবস্থাটিকে নিয়ন্ত্রণ করত, তা প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যেভাবে সংসদ সদস্যদের বহিষ্কার করা হয়েছে, একাধিক বিল পাস করা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি বেছে বেছে বিলের অনুমোদন দিচ্ছেন বা তামিলনাড়ু, পাঞ্জাবের মতো বিরোধী দলশাসিত রাজ্যগুলোর বিল প্রত্যাখ্যান করছেন, যেভাবে রাহুল গান্ধী এবং মহুয়া মৈত্রকে বহিষ্কার করা হলো তাতে স্পষ্ট, কোনো কিছু নিয়মনীতি সাপেক্ষে চলছে না। এ ছাড়া যেভাবে কিছু বিচারপতিকে (কলেজিয়াম দ্বারা প্রস্তাবিত) নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে এবং অনেককে বিবেচনা করা হচ্ছে না বা তাঁরা যোগ্য (বিচারপতি) হলেও নিয়োগে বিলম্ব করা হচ্ছে, সেগুলোর দিকে তাকালেও একই চিত্র দেখা যাবে।

দ্বিতীয় বিপদ হিন্দুত্ববাদ। হিন্দুত্ববাদ ভারতের রাষ্ট্র ও সামাজিক কাঠামো নির্মাণ করছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস) বলছে, তারা সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণে কাজ করছে। এখন সমস্যা হলো, যে সমাজ ও রাষ্ট্রের কথা তারা বলছে, সেটি একটি বিশেষ ধরনের আধিপত্যবাদী, ধর্মতান্ত্রিক, কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র। এমন রাষ্ট্রে সরকারি সম্পদ ব্যক্তিমালিকানায় চলে যায় অনায়াসে। এই কাজে তারা অনেকটাই সফল। ফলে দক্ষিণপন্থী অর্থনীতি ও দক্ষিণপন্থী সামাজিক-ধর্মীয় ও রাজনীতি ক্রমেই এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এটা সমাজের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।

যে সমাজ ও রাষ্ট্রের কথা আরএসএস বলছে, সেটি একটি বিশেষ ধরনের আধিপত্যবাদী, ধর্মতান্ত্রিক, কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র। বিজেপির শাসনব্যবস্থা সরকারি সংস্থাগুলোকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করছে।

যদি কংগ্রেস ৩০ শতাংশ ভোটও পায়, তাহলেও বিজেপি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। বিজেপি যতই শক্তিশালী হোক না কেন, গণতন্ত্রের যুদ্ধ শেষ হয়নি।

প্রথম আলো: এ জন্য প্রাথমিকভাবে তো কংগ্রেসকেই দায়ী মনে হয়...

তিস্তা শেতলবাদ: হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। সংখ্যাগরিষ্ঠের যে আধিপত্যবাদ, তার বীজ বপন এবং বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়েছিল কংগ্রেস আমলে। তা-ও বলব কংগ্রেসের মধ্যে একটি অন্য ব্যবস্থা ছিল...কল্যাণমূলক রাষ্ট্র সম্পর্কে আশাবাদ ছিল। গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি আইন [২০০৪ সালে ক্ষমতায় এসে কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স (ইউপিএ) করেছিল] বা তথ্যের অধিকার আইন দেখলে সেটা বোঝা যায়। সম্পদ ও ক্ষমতা বন্টনের একটা চেষ্টা ছিল।

প্রথম ইউপিএ জমানায় বামপন্থীদের উপস্থিতির কারণে সুষমভাবে সম্পদ বন্টনের চেষ্টা ছিল বলে আমার মনে হয়। যাই হোক, ২০১৪ সালের পর এই চেষ্টার গলা টিপে ধরা হয়েছে।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের প্রশ্নে বলতে হয়, বিরোধী দলগুলো এই মুহূর্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, আদর্শগতভাবে তারা দুর্বল। সেদিক থেকে সাম্প্রতিক নির্বাচন তাদের জন্য একটি ধাক্কা। তবে একটা ইতিবাচক দিক আছে।

'ইন্ডিয়া' জোট গঠনের পর একটি উপলব্ধি বিরোধীদের মধ্যে এসেছে। সেটি হলো, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি, দলিত, ক্ষুদ্র জাতি, আদিবাসী থেকে সংখ্যালঘু, সুবিধাপ্রাপ্ত বর্ণের বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

প্রথম আলো: অন্যদিকে বিরোধী দলগুলোকে নানাভাবে চাপে রাখার চেষ্টা করছে বিজেপি...

তিস্তা শেতলবাদ: এই শাসনব্যবস্থা সরকারি সংস্থাগুলোকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করছে। তারা যেভাবে ইডি (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট), সিবিআই (সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন), দিল্লি পুলিশ বা আয়কর দপ্তরকে ব্যবহার করে বিরোধীদের আক্রমণ করেছে, তা অবিশ্বাস্য। ইন্দিরা গান্ধী কখনোই এই পর্যায়ে যাননি।

প্রথম আলো: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে ডিলিমিটেশন (নির্বাচনী আসনের নতুন সীমানা নির্ধারণ) করা হলে, উত্তর ভারতে (ডিলিমিটেশনের কারণে) ভবিষ্যতের নির্বাচনে আসনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে (যেখানে উত্তর ভারতে বিজেপি দক্ষিণ বা পূর্বের চেয়ে শক্তিশালী) এবং বিজেপি জিতলে আপনার কি মনে হয় ভারত একটি ভিন্ন দেশে পরিণত হবে?

তিস্তা শেতলবাদ: নতুন সীমানা নির্ধারণ যেভাবে করা হচ্ছে, তাতে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের যেটুকু অস্তিত্ব আছে, সেটুকু অবলুপ্ত হবে। এ কারণে দুর্বল হলেও বিরোধীদের এক হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

লোকসভার ৫৪৩ আসনের মধ্যে বিজেপি আবার ৩০০ বা তার বেশি আসন পেলে (২০১৯ সালে ছিল ৩০৩) এবং নতুন সীমানা নির্ধারণ করতে পারলে আমরা সম্পূর্ণ আলাদা একটি দেশ দেখতে পাব। এটি কেবল ধর্মীয় বা জাতিগত প্রতিনিধিত্বের বিষয় নয়, আনুপাতিক ভাষাগত বৈচিত্র্যও গুরুতর সমস্যায় পড়বে।

হিন্দি-হিন্দু এবং হিন্দু রাষ্ট্রের যে কথা বলা হয়, সেটাই ভারতকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

প্রথম আলো: এ অবস্থায় কংগ্রেস কী করতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

তিস্তা শেতলবাদ: মোটামুটি ২৫০ আসনে কংগ্রেস বিজেপির সঙ্গে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। তাদের উচিত, অবিলম্বে এই ২৫০ আসনের ওপর নজর দেওয়া, কৌশলী প্রচার জোরদার করা। অবশ্যই প্রার্থী নির্বাচনে মনোযোগ দিতে হবে। আমরা ২০১৪ সালের আগের দশকের দিকে তাকালে দেখব, ২০০৪ সালে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ জোটের কমন মিনিমাম প্রোগ্রামের (সিএমপি) কী বিশাল তাৎপর্য ছিল। ইউপিএ-১-এর (২০০৪-২০০৯) প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বামফ্রন্টের সক্রিয় ভূমিকা। এটা ঠিক, দিন ও পরিস্থিতি পাল্টেছে। তবু বামদের ভূমিকা এখনো রয়েছে। আমি বুঝতে পারছি না, কেন বামপন্থীরা আগামী নির্বাচনের আগে সিএমপির ওপর জোর দিচ্ছেন না। জিতলে তাঁরা কী করবেন, তার একটা রূপরেখা সামনে আনা উচিত।

প্রথম আলো: বিরোধী দল সিএমপি নিয়ে নির্বাচনে যাচ্ছে না। তারা কী হারাচ্ছে?

তিস্তা শেতলবাদ: অনেক কিছু। বর্ণ-শুমারির উদাহরণ যদি ধরেন, এটি একটি বৈধ কর্মসূচি। দেশের সম্পদের ওপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দখল জনসংখ্যার অনুপাতে ন্যায্যভাবে ভাগ করা দরকার। সুতরাং বর্ণ-শুমারির অর্থ কী, তা বিরোধীদের ব্যাখ্যা করতে হবে। এর অর্থ অনেক কিছু। যেমন সব সরকারি চাকরি যা মোদি সরকারের অধীনে পূরণ করা হয়নি, তা পূরণ করতে হবে। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লাখ লাখ শূন্য পদ পূরণ করতে হবে–এসব তুলে ধরা প্রয়োজন। প্রশ্ন হলো, কেন বিরোধীরা এসব রূপরেখা দিতে পারছে না?

সিএমপির মাধ্যমে দলগুলোর বেকারত্ব বৃদ্ধির কথা বলা উচিত। বলা উচিত 'ক্রনি ক্যাপিটালিজম'-এর কথা। এটা উৎপাদনকে স্থবির করে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে শেষ করে দেয়। এগুলো বলতে বিরোধীদের প্রচারকেন্দ্রিক কর্মসূচি নিতে হবে, যার নাম দেওয়া যেতে পারে 'বেকারত্বের বিরুদ্ধে ভারত'। দিল্লিতে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ করতে সারা দেশ থেকে তরুণদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। এ জন্য এখনো সময় আছে। অভিযানের শেষ পর্যায়ে কৃষক, দলিত, নারীদের সংগঠিত করে প্রচার চালালে এর প্রভাব পড়বেই।

সবকিছুর আগে নিজেদের মধ্যে আসন ভাগাভাগি চূড়ান্ত করতে হবে, যাতে প্রতিটি আসনে ইন্ডিয়া জোটের শরিকেরা পরস্পরের বিরুদ্ধেই লড়াই না করে।

প্রথম আলো: বিজেপি বারবার জিতছে কেন? যদিও আমরা জানি, তাদের দলে নরেন্দ্র মোদির মতো একজন খেলোয়াড় আছেন।

তিস্তা শেতলবাদ: দুর্ভাগ্যবশত, হ্যাঁ। অটল বিহারি বাজপেয়ী যখন নেতৃত্বে এসেছিলেন, তখন মাত্র দুটি আসন (১৯৮৪) থেকে বিজেপি এক লাফে ৮৫ (১৯৮৯) আসন পেয়েছিল। বাজপেয়ী ও আদভানির নেতৃত্বে এটা ছিল তাদের নাটকীয় উত্থান।

চূড়ান্ত পর্যায়ে বাবরি মসজিদ ভাঙার (১৯৯২) পর বিজেপির সমর্থন বিপুল হারে বেড়ে যায়। এরপর ২৪ শতাংশ (১৯৯৯) ভোট বিজেপির পক্ষে একত্র হয়েছিল। এটা খুব বড় বৃদ্ধি। সেখান থেকে ২০১৯ সালে তারা ৩৭ শতাংশে গিয়েছে। অর্থাৎ সামান্য ভোট থেকে নব্বইয়ের দশকে ২৪-২৫ শতাংশ এবং সেখানে থেকে আরও ১০-১১ শতাংশ বাড়িয়ে বিজেপি ২০১৯ সালে ৩৭ শতাংশে পৌঁছেছে।

আমি দীর্ঘদিন ধরে বোঝার চেষ্টা করেছি, নব্বইয়ের দশকে ভোটটা কেন বাড়ল? এটা কি কট্টরপন্থী হিন্দুত্ববাদের প্রতি মানুষের আস্থা বৃদ্ধির লক্ষণ? মানুষ যেভাবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘকে বোঝেন, সেই জায়গা থেকে কি তাঁরা সমর্থন দিচ্ছেন? নাকি এটা সবকিছুর মিশ্রণ? এবং সেটা কি একধরনের অর্থনৈতিক দক্ষিণ পন্থার উত্থানের সঙ্গে অতীতের রাজনৈতিক দলগুলোর ধর্মনিরপেক্ষতার নামে একধরনের 'টোকেনিজম' থেকেই জন্ম নিল? আমরা সত্যিই নিশ্চিতভাবে সেটা জানি না। মোদির মতো নেতা চালকের আসনে বসার সঙ্গে সঙ্গে ছবিটা আরও অস্পষ্ট হয়ে যায়। যা হোক, আমাদের মনে রাখতে হবে, একই সময় বিশ্বজুড়ে কিন্তু এমনটা ঘটছে। যুক্তরাষ্ট্র-ইউরোপও এর বাইরে নয়।

প্রথম আলো: মে মাসে কর্ণাটকে ও নভেম্বরে তেলেঙ্গানায় বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের কিছু সাফল্য এসেছে। এতে নাগরিক সমাজের ভূমিকা কতটা?

তিস্তা শেতলবাদ: কর্ণাটক ও তেলেঙ্গানার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আন্দোলনের দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে, যা অন্যান্য রাজ্যে এতটা জোরালো নয়। এটা ঠিক, সুশীল সমাজের একটা ভূমিকা ছিল। তবে রাজ্যস্তরে কংগ্রেস নতুনভাবে অনেক কিছু করার চেষ্টা করেছে, বিশেষ করে প্রার্থী বাছাইয়ে তারা অনেক ভাবনাচিন্তা করেছে।

প্রথম আলো: রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের দ্বিতীয় পদযাত্রা শুরু হলো ১৪ জানুয়ারি, চলবে ৬৬ দিন, যাবে দেশের ১১০ জেলায়। নির্বাচনে এই মিছিলের প্রভাব কতটা পড়তে পারে?

তিস্তা শেতলবাদ: পদযাত্রা কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের মধ্যে অবশ্যই উৎসাহ তৈরি করবে। কিন্তু দলের বুথ স্তরে সাংগঠনিক শক্তি দরকার। অন্তত ২৫০ আসনে ভোটারদের সঙ্গে দলের যোগাযোগ থাকা জরুরি। নির্বাচনী কেন্দ্রে দলের কাজ ও যোগাযোগ দুটোই থাকতে হবে। কংগ্রেস তো বটেই, অন্যান্য বিরোধী দলের ক্ষেত্রেও এটা সত্যি। বিজেপি যতই শক্তিশালী হোক না কেন, গণতন্ত্রের যুদ্ধ শেষ হয়নি। কারণ, জনগণের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ রয়েছে। এই ক্ষোভ কেবল অর্থ বা প্রচার দিয়ে স্তব্ধ করা যাবে না। অ-বিজেপি, অ-কংগ্রেস রাজ্যে যেমন দক্ষিণ বা পূর্ব ভারত, তামিলনাড়ু বা বাংলার মতো রাজ্যে যেখানে শক্তিশালী স্থানীয় নেতানেত্রী রয়েছেন, তাঁরা এখনো বিজেপির জন্য বিরাট চিন্তার কারণ। মনে রাখতে হবে, এসব অঞ্চলে মোট ৫৪৩ আসনের মধ্যে প্রায় ৩০০ আসন রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ভুলে গেলে চলবে না, পরাজিত হলেও কংগ্রেস সাম্প্রতিক রাজ্য নির্বাচনে প্রায় ৪০ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। যদি তারা ৩০ শতাংশ ভোটও পায়, তাহলেও বিজেপি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। কিছু বিক্ষিপ্ত লড়াইয়ে হার হয়েছে ঠিকই; কিন্তু যুদ্ধে সামগ্রিক পরাজয় হয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

প্রথম আলো: ধন্যবাদ

তিস্তা শেতলবাদ: আপনাকেও ধন্যবাদ।

সৌ: প্র: আ:

গাজা যুদ্ধে কে জয়ী হবে? অবশ্যই চিন...

খ্রিস্টোফার ফিলিপস

গাজায় নারকীয় সহিংসতার প্রেক্ষাপটে এই যুদ্ধে কে জিতবে আর কে হারবে তা নিয়ে কথা বলাটা রূঢ় শোনাবে। তারপরও এখন যেখানে এই সংঘাত দাঁড়িয়ে, সেখানে বিজেতা তো কেউ আছেই। গাজায় এ পর্যন্ত ২৬ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৬৫ হাজার। ঘরবাড়ি ও স্থাপনার যে ক্ষতি হয়েছে, সেটা অবর্ণনীয়। ইসরায়েল হামাসকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াটাকেই সফলতা বলে মনে করছে। হামাস তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারাটাকেই সফলতা বলে ভাবছে। কিন্তু এই সফলতা আসছে অসংখ্য মানুষের প্রাণের বিনিময়ে।

ফিলিস্তিনের মতো একইভাবে ইসরায়েলকেও সংগ্রাম করতে হচ্ছে। অনেকে মনে করতে পারেন, ইসরায়েলের এই যুদ্ধ গত ৭ অক্টোবর হামাসের হামলায় এক হাজার দুই শতাধিক মানুষের মৃত্যুর বদলা। কিন্তু ব্যাপারটা ইসরায়েলের কাছে আরও অনেক কিছু। এই যুদ্ধে ইসরায়েল হামাসকে ধ্বংস করতে পারেনি। আবার ১৩২ ইসরায়েলি জিম্মিকেও মুক্ত করে আনতে পারেনি। আর বিশ্বে ইসরায়েলের ভাবমূর্তি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার করা মামলায় ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস রায় দিয়েছেন যে গাজায় গণহত্যা ঠেকাতে ইসরায়েলকে অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে হবে। এ রায় ইসরায়েলের জন্য অবশ্যই বড় একটা ধাক্কা। পশ্চিমা বিশ্বের সমর্থন ধরে রাখতে পারলেও এবং বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু জোর দিয়ে 'যুদ্ধ চলবে' বললেও, সেটা এখন পরীক্ষার মুখে পড়ছে।

এই সংঘাতে সবচেয়ে বড় পরাজয় ঘটছে যুক্তরাষ্ট্রের। মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্র যে সংকটে পড়ল এবং সেখানে ওয়াশিংটন যেভাবে ভাবমূর্তি খোয়াল, তাতে শুধু আমেরিকাই ক্ষতিগ্রস্ত হলো না, বিপরীতে ব্যাপকভাবে লাভবান হলো প্রতিদ্বন্দ্বী চীন।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর ২০২১ সালে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছিলেন, মধ্যপ্রাচ্য থেকে যুক্তরাষ্ট্র তাদের সম্পৃক্ততা কমিয়ে আনবে। এক দশকের বেশি সময় আগে তিনি যখন বারাক ওবামা প্রশাসনে ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন, সে সময়ও তিনি একই ধরনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। দ্য নিউ ইয়র্কারের মতে, ওবামা প্রশাসনের মধ্যে বাইডেন ছিলেন মার্কিন সেনাদের ব্যবহারের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সংশয়বাদী। মধ্যপ্রাচ্যে সেনা পাঠানো, লিবিয়া ও সিরিয়ায় অভিযান, এমনকি ওসামা বিন লাদেনের হত্যা অভিযানের ব্যাপারেও বাইডেন ছিলেন সংশয়ী। যা হোক, মধ্যপ্রাচ্য থেকে মার্কিন সামরিক শক্তি পুরোপুরি প্রত্যাহার না করে সেখানে তাদের পরিমিত অবস্থান এবং বিশ্বের অন্যান্য জায়গায় যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলনীতি প্রয়োগে মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ ছিল বাইডেনের।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর বাইডেন এটি অনুশীলন করে চলেছেন। তাঁর কৌশলনীতিতে মধ্যপ্রাচ্য যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রাধিকারে নেই। এর বদলে এশিয়া ও চীন (ওবামা ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের সময়ে শুরু হয়েছিল) তাঁর অগ্রাধিকারে রয়েছে। ২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়া আগ্রাসন শুরু করলে সেই অঞ্চলও বাইডেনের অগ্রাধিকারে চলে আসে। আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার এবং সিরিয়া ও ইরাক থেকে সেনা প্রত্যাহারের ব্যাপারে যে আলোচনা চলছে, সেটা যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলনীতি পরিবর্তনের বিষয়টিকেই স্পষ্ট করে প্রকাশ করে।

কিন্তু ৭ অক্টোবরের পর ইসরায়েলকে সমর্থন জোগাতে গিয়ে বাইডেন প্রশাসনের সেই দীর্ঘমেয়াদি অগ্রাধিকার এখন চাপা পড়তে বসেছে। হিজবুল্লাহকে ঠেকাতে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধবিমানবাহী রণতরি পাঠিয়েছে। লোহিত সাগরে চলাচলকারী জাহাজে হুতি আক্রমণের প্রেক্ষিতে তারা ইয়েমেনে বিমান হামলা করেছে। ইরাক ও সিরিয়ার ইরান সমর্থিত বিভিন্ন গোষ্ঠীর ওপরও হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

আর গত রোববারে জর্ডানে ড্রোন হামলায় তিন মার্কিন সেনা নিহত হওয়ার পর মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার সামরিক হামলা বাড়ানোর প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে জর্জ বুশের 'সন্ত্রাসবাদবিরোধী যুদ্ধের' মতো করে বাইডেন প্রশাসন মধ্যপ্রাচ্যে বড় ধরনের সামরিক তৎপরতায় জড়িয়ে পড়বে না। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংকট বাইডেনকে তাঁর ঘোষিত কৌশলনীতি থেকে সরে যেতে বাধ্য করছে।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এরই মধ্যে সতর্ক করেছেন যে গাজা যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার সঙ্গে তার দেশ যে যুদ্ধ করছে, সেটি মনোযোগ পাচ্ছে না। তিনি বলেন, গত অক্টোবর মাস থেকে ইউক্রেনের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব শীতল বলে মনে হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ইউক্রেনকে আরও অর্থ দিতে ইচ্ছুক নয়। এর মধ্যে চীনের বিরুদ্ধে পশ্চিমা দেশগুলোকে একত্র করার মোক্ষম সুযোগ হারিয়েছেন বাইডেন।

২০২৩ সালের মে মাসে জি-৭ সম্মেলনে বাইডেন খুব সাফল্যের সঙ্গে সদস্যদের ডি-রিস্ক বা ঝুঁকিপূর্ণ খাতে চীনে বিনিয়োগ না করার ব্যাপারে সম্মতি আদায় করেছিলেন। কিন্তু গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ায় পশ্চিমা মিত্ররা যেন ইসরায়েলে সমর্থন দিয়ে যায়, সেদিকে মূল মনোযোগ দিতে হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রকে।

এ সবকিছুই পশ্চিমা বিশ্বের ও বৈশ্বিক দক্ষিণের অনেক লেখককে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভন্ডামির অভিযোগ আনতে সুযোগ করে দিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে আইনভিত্তিক যে বিশ্ব ব্যবস্থা, তার আইনি ভিত্তিটাই নড়বড়ে হয়ে পড়ছে। তার কারণ হলো, যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান একটি মিত্র ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইন্টারন্যাশাল কোর্ট অব জাস্টিস রায় দিয়েছেন। ২০২২ ও ২০২৩ সালে বাইডেন প্রশাসন বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলো কেন ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের নিন্দা জানাচ্ছে না, তা নিয়ে বারবার আঙুল তুলেছিল। কিন্তু ইসরায়েল যখন গাজায় একই আচরণ করছে, যুক্তরাষ্ট্র তাতে সায় দিয়ে চলেছে। এ ঘটনা বৈশ্বিক নেতৃত্ব হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে।

এতে করে চীন আবারও লাভবান হচ্ছে। অনেক বছর ধরে বেইজিং বৈশ্বিক নেতৃত্ব হিসেবে ওয়াশিংটনের কর্তৃত্বের ওপর চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আসছে। ২০২৩ সালে জোহানেসবার্গ সম্মেলনে ব্রিকস সম্প্রসারণের ঘোষণা দেওয়া হয়। সে সময় চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং বলেছিলেন, ব্রিকসের সম্প্রসারণ অপশ্চিমা বিশ্বের স্বর আরও জোরালো করবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য খর্ব করবে।

বৈশ্বিক দক্ষিণের কাছে চীন বারবার এই বয়ান হাজির করছে যে যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বাস করা যায় না। আর বৈশ্বিক দক্ষিণের একটি দেশ হিসেবে চীন অন্যান্য দেশকে নিয়ে আরও ভালো জোট গড়ে তুলবে। এ উদ্দেশ্যে এরই মধ্যে আফ্রিকার সাব-সাহারা, পূর্ব এশিয়া এবং ইদানীং মধ্যপ্রাচ্যে চীন শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে।

মধ্যপ্রাচ্যে চীন গভীরভাবে সম্পৃক্ত হলেও, তুলনামূলকভাবে চীন নির্লিপ্ত রয়েছে। চীনের নেতারা যে বিবৃতি দিচ্ছেন, সেখানে ইসরায়েলের আগ্রাসনের নিন্দা জানানো হচ্ছে এবং এ থেকে বিরত থাকার আহ্বান থাকছে। কিন্তু বেইজিংয়ের বিবৃতির মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো, বৈশ্বিক দক্ষিণে যুক্তরাষ্ট্রকে খাটো করা। সবকিছু মিলিয়ে এখন মনে হচ্ছে যে গাজা যুদ্ধে যদি কেউ জেতে, তারা হলো চীন।

আরব নিউজ থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

অধিকার আদায়ের জন্য সংগঠিত হতে হবে: মুহাম্মদ কামরুজ্জামান

সারা বাংলা সংখ্যা
পশ্চিম মেদি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: অধিকার আদায়ের জন্য সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানালেন সারা বাংলা সংখ্যালঘু কাউন্সিল ও সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক মুহাম্মদ কামরুজ্জামান। শনিবার মেদিনীপুর টাউনে সংগঠনের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কনভেনশনে মোহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন সমাজের অবহেলিত মানুষগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন সংখ্যালঘু উন্নয়নে সরকারের যেটুকু প্রকল্প বরাদ্দ থাকে সেগুলিও যথাযথ স্থানে কার্যকরী হয় না। তাই ব্লক স্তর থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। এদিন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে কনভেনশনে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন।

কনভেনশনে মাওলানা সৈয়দ আবু তোরাব, আইনজীবী শেখ মুজিবুর রহমান, মাওলানা শেখ আবু মুসা, সংগঠনের জেলা সভাপতি মোস্তাক আহমেদ, জেলা সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ ইব্রাহিম প্রমূখ বক্তব্য রাখেন।

সংরক্ষণের যথাযথ ভাবে কার্যকর করা, ওয়াকফ সম্পত্তির সংরক্ষণ, মাদ্রাসার শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ, অর্গানাইজিং মাদ্রাসাগুলির সরকারি অনুমোদন সহ বিভিন্ন দাবিতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনকে স্মারকলিপি দেওয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন ব্লক প্রশাসনের কাছে দাবি পত্র পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ব্লক ভিত্তিক সদস্য সংগ্রহ ও সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে বেহাল রাস্তা সারানোর আশ্বাস বিডিওর

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: শনিবার উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের তপনা গ্রাম পঞ্চায়েতের সমরুক গ্রামে কয়েকটি পরিবারের যাতায়াতের রাস্তা ও খালের উপর ক্যালভাট দীর্ঘ দিনের সমস্যা থাকায় এলাকাবাসীর আবেদনের প্রেক্ষিতে ওই এলাকায় পরিদর্শনে যান উলুবেড়িয়া-১ নম্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হক। ওই এলাকায় গিয়ে এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলেন এবং সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন বিডিও। স্থানীয় বয়স্ক প্রবীন ব্যক্তি সেখ শাজাহান বলেন, “আমাদের ১২ থেকে ১৪টি পরিবারের যাতায়াতের সমস্যা দীর্ঘ দিনের!আমাদের ওই বেহাল রাস্তা পরিদর্শন করে দ্রুত সমাধানের আশ্বাস এবং কাজ করে দেওয়ার কথা বলছেন বিডিও। আমরা আশাবাদী আগামী দিনে যাতায়াতের রাস্তা ও খালের উপর ক্যালভাটের সমস্যা সমাধান হবে।বিডিওর এহেন উদ্যোগ-কে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার অনান্য সাধারণ মানুষ।

অন্যদিকে উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের কাশমূল বোর্ড অফ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে-মিল পরিদর্শন করলেন বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক। সঙ্গে ছিলেন ব্লকের অনান্য প্রশাসনিক আধিকারিকগণ।

পরীক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা মন্ত্রীর

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: শুক্রবার থেকে সারা রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা। এনরোলমেন্ট সংখ্যা অনুযায়ী প্রায় নয় লক্ষ ২৩ হাজার ছাত্রছাত্রী এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার কথা।

ছাত্রজীবনের প্রথম সবচেয়ে বড় পরীক্ষা দিচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা। আর সব ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্য কামনা করে তাদের শুভেচ্ছা জানালেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাণিসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। আজ পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নাদনঘাট থানার অন্তর্গত শ্রীরামপুর ইউনাইটেড স্কুল এবং ভবতারিনী গার্লস স্কুলে তিনি নিজে ছাত্র-ছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানান। তাদের সফলতা কামনা করেন এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য প্রার্থনা করেন। আজ তিনি বলেন গতকাল পরীক্ষা শুরুর দিন তিনি থাকতে পারেন নি কিন্তু জনপ্রতিনিধিরা ছাত্র-ছাত্রীদের ফুল মিষ্টি দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের মায়েদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান এবং বলেন মায়েরা যেমন সন্তানদের জীবনে প্রথম বড় পরীক্ষায় যাতে সাফল্য লাভ করে তার জন্য প্রার্থনা করছেন, তেমনি আমিও তাদের সফলতার জন্য প্রার্থনা করছি।

‘কলম’-এর ৪২ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের অভিমত

‘এপার বাংলার মাওলানা আকরাম খাঁ হলেন ইমরান’

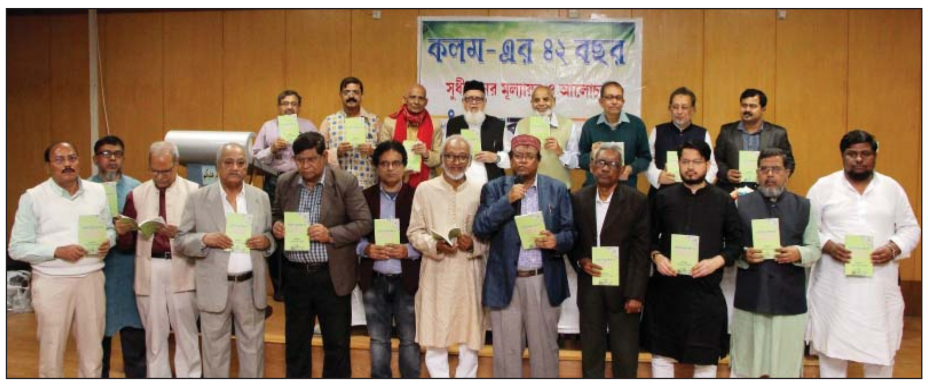

আপনজন ডেস্ক: স্বাধীনতা পরবর্তীতে পশ্চিমবাংলায় ১৯৮১ সালের নভেম্বরে যাত্রা শুরুর করেছিল মাসিক ‘কলম’। আহমদ হাসান ইমরানের সম্পাদনায় সেই ‘কলম’ প্রথমে পাক্ষিক, পরে সাপ্তাহিকের গণ্ডি পেরিয়ে দৈনিকের রূপ পায়। নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে সেই ‘কলম’ এখন দৈনিক ‘পুবের কলম’এ রূপান্তরিত হয়ে রাজ্যের মধ্যে এক অনন্য সংবাদপত্র হিসেবে পরিগণিত হয়ে চলেছে। দৈনিক পুবের কলম-এর উদ্যোগে ‘কলম’এর সেই ৪২ বছর ধরে পথ চলার ইতিহাসের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শনিবার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পাক সার্কাস ক্যাম্পাসের সভা ঘরে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। হুগলির নাবাবিয়া মিশনের মম্পাদক সেখ সাহিদ আকবরের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সেই অনুষ্ঠানে বক্তাদের মধ্যে অনেকেই ‘কলম’-এর ইতিহাস বর্ণনা ও অবদান প্রকাশ করতে গিয়ে স্বাধীনতা পরবর্তীতে এ রাজ্যে মাওলানা আকরাম খাঁ হিসেবে আহমদ হাসান ইসলামকে অভিহিত করলেন। প্রাক স্বাধীনতা যুগে এই বাংলায় মাসিক মোহাম্মদী ও দৈনিক আজাদ-এর যে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ছিল তার সঙ্গে তুলনা করা হয় মাসিক কলম ও এখনকার ‘পুবের কলম’-এর। বিশেষ করে মাওলানা আকরাম খাঁর হাত ধরে যেভাবে তৎকালীন সময়ে সাংবাদিক তৈরি ও সাংবাদিকতার ধারা অব্যাহত ছিল তা এখন ‘পুবের কলম’এর সম্পাদক আহমদ হাসান ইমরানের মাধ্যমে বহমান। এদিন, প্রথমে বক্তৃতা দেন বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তা খাজিম আহমেদ। তিনি প্রাক স্বাধীনতা যুগে সাংবাদিকতা থেকে শুরু করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের মুসলিমদের ভূমিকা নিয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেন। মাওলানা আকরাম খাঁ, আবুল কাসেম শামসুদ্দিন, আবুল মনসুর আহমেদ প্রমুখদের কথা তুলে ধরেন। স্মৃতিচারণা করেন বলিষ্ঠ সাংবাদিকতার কারণে জেল বন্দি হয়ে মৃত্যু হওয়া ‘ইনসাফ’ পত্রিকার সম্পাদক আহমদ রশিদের কথা। তারই পথ ধরে যেভাবে অসমের নেলিতে মুসলিম হত্যাযজ্ঞ কিংবা তামিলনাড়ুর মীনাক্ষীপুরমে কয়েক হাজার দলিতের ইসলাম গ্রহণের খবর সেই সময় মাসিক কলমে সম্পাদক ইমরান অসম সাহসিকতায় তুলে ধরেছেন তার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও গবেষক জাহিরুল হাসান, পুবের কলম শুধু মুসলমানদের পত্রিকা নয়, সকল শ্রেণির মানুষের পত্রিকা। যেহেতু তার ৯৯ শতাংশ পাঠক মুসলিম, তাই তাদের কথা তুলে ধরাটাই স্বাভাবিক। তা বলে কলম সাম্প্রদায়িক পত্রিকা নয়। কলম একটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পত্রিকা। তিনি ঈশিতা নামে এক গবেষিকার কথা তুলে ধরে বলেন, তার প্রশ্ন এ রাজ্যের মুসলিমরা কেন অন্য রাজ্যের থেকে পিছিয়ে। এ প্রসঙ্গে জাহিরুল হাসান উল্লেখ করেন, দেশের জাতীয় নিউজ চ্যানেলগুলিতে মুসলিমদের এক বড় সংখ্যক উপস্থিতিতে থাকলেও এ রাজ্যের নিউজ চ্যানেলগুলিতে মুসলিম উপস্থিতি না থাকাটা দুর্ভাগ্যের। তিনি কলম-কে ক্ষুদ্র পরিসয়ে আটকে না থেকে বৃহত্তর পরিসরের দিকে এগনোর কথা বলেন। সদ্য ইকবাল পুরস্কার পাওয়া ইসলামি চিন্তাবিদ মহিউদ্দিন সরকার বলেন, কলমের সূত্রপাত থেকেই তার নিবিড় সম্পর্ক। তার জীবনের প্রথম গ্রন্থ ‘মক্কা মদীনার পথে প্রান্তরে’ প্রকাশের আগে সাপ্তাহিক কলমে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তাকে লেখক তৈরি করার সুযোগ করে দেয় কলম। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আমিন উদ্দিন সিদ্দিকী বলেন, কলম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল বাংলা ও উর্দু ভাষী মুসলমানদের মধ্যে সমন্বয়সাধনের উদ্দেশ্যে। তাই কলমের সুচনা কালে উর্দুভাষী মুসলিমদের বদান্যতা ছিল কলম প্রকাশের ক্ষেত্রে। প্রাক্তন পুলিশ অফিসার মসিউর রহমান কলম-কে অসাম্প্রদায়িক পত্রিকা বলে অভিহিত করেন।

এদিন আহমদ হাসান ইমরানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ‘প্রফেট মুহাম্মদ সা.-এর জীবনচরিত বনাম সমালোচনার যৌক্তিকতা।

বঙ্গীয় সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীব মঞ্চের সভাপতি ওয়ায়েজুল হক বলেন, যে বলিষ্ঠ মনোভাব নিয়ে ইমরান ভাইয়ের সম্পাদনায় কলম এগিয়ে চলেছে তা একটা ইতিহাস।

এছাড়া এদিন বক্তব্য রাখেন মিল্লি আল আমীন কলেজের প্রেসিডেন্ট হাজী মুস্তাক, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার নুরুস সালাম, প্রাক্তন উচ্চপদস্থ আধিকারিক আরফান আলি বিশ্বাস, দৈনিক আপনজন-এর সম্পাদক জাইদুল হক, উদার আকাশ সম্পাদক ফারুক আহমেদ।

বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আল আমীন মিশনের সম্পাদক নুরুল ইসলাম, অধ্যাপক সাইফুল্লা, পুবের কলমের ম্যানেজার কাজী আলি আকবার, শফিকুল ইসলাম, সুব্রত গুপ্ত, আবদুল ওদুদ প্রমুখ। এদিন কলমে কাজ করা সাংবাদিক ও সাংবাদিক কর্মীদের সংবর্ধনাও জানানো হয়।

১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য পাড়া-বৈঠক

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: এমজিএনআরইজিএ প্রকল্পের ১০০ দিনের কাজের প্রাপ্য অর্থ থেকে বঞ্চিত শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বিনশিরা , সালাশ গ্রামের সাধারণ গরীব শ্রমিকদের সঙ্গে একটি পাড়া বৈঠক সভা অনুষ্ঠিত হলো। এই সভাটি মূলত খাদ্য ও কাজের অধিকার আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী আশিস ওরাও এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। এই পাড়া বৈঠক সভাতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উজ্জীবন সোসাইটির সভাপতি অমল মন্ডল এবং উজ্জীবন সোসাইটির সম্পাদক সুরজ দাস। অমল মন্ডল তার বক্তব্যে জানান, শ্রমজীবী মানুষদের বকেয়া ১০০ দিনের প্রকল্পের কাজের টাকা আদায়ের জন্য দীর্ঘদিন ধরে চালু থাকা আন্দোলন আরো সক্রিয় করা হবে, যতদিন না পর্যন্ত সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ তাদের ন্যায্য পাওনা না পাচ্ছেন, ততদিন এই আন্দোলন চলতে থাকবে। সুরজ দাস তার বক্তব্যে জানালেন, প্রতিটি শ্রমজীবী গরীব মানুষের ‘হাতে হাতে কাজ চাই, পাতে পাতে ভাত চাই’ । এই খাদ্য ও কাজের অধিকার আন্দোলনের মূল শ্লোগান হলো, ‘জাতি ধর্ম বাদ দে, ভুখা পেটে ভাত দে।’ ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে কর্মরত শ্রমিকদের বকেয়া টাকা ২ থেকে ৪ বছর ধরে পাওয়া যাচ্ছে না। এই টাকা না পেয়ে তারা চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন। এমনই জানালেন আজকের গ্রাম বৈঠকে উপস্থিত দীপ্তি ওরাও, মোটারাম ওরাও, পুলকী ওরাও, সন্তোষ ওরাও, মঙ্গলি ওরাও, বুধু ওরাও, শুকুরাম ওরাও, বন্ধন ওরাও প্রমুখ। এদের প্রত্যেকে কেউ ৫০ দিনের কেউ ৪০ দিনের কেউবা ৩৫ দিনের প্রাপ্য মজুরি থেকে বঞ্চিত।

সোনারপুর থানা উদ্ধার করল চোরাই মোবাইল

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সোনারপুর

আপনজন: কলকাতা শহরতলির সোনারপুর, রাজপুর, নরেন্দ্রপুর, মল্লিকপুর বারুইপুর সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে ইদানিং প্রচুর মোবাইল চুরির অভিযোগ সোনারপুর থানায় আসছিল।তাঁরই ভিত্তিতে সোনারপুর থানার আই সি সঞ্জীব চক্রবর্তী পিসি অফিসারদের নিয়ে একটা টিম তৈরি করেন। সেই টিমে পিসি অফিসার সুরজিৎ দাসের নেতৃত্বে স্টিম অপারেশনে তিনজন চোর হাতেনাতে গ্রেফতার হয়।পুলিশ গোপন সূত্রের মাধ্যমে জানতে পারে যে তিনজন চোর সোনারপুর মিশন পল্লীর মোড়ে জড়ো হয়েছে। কোথাও চুরি করতে যাবার উদ্দেশ্যে। সেই খবর পাওয়া মাত্রই পিসি অফিসার এস আই সুরজিৎ দাস সহ পুলিশের বিশেষ টিমের তৎপরতার হাতেনাতে তিন চোরকে গ্রেফতার করা হয়। সাধারণ মানুষদের একটু অসাবধানতা দেখতে পেলেই তাদের কাছ থেকে মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে বাইকে করে পালিয়ে যেত। বিশেষ করে সকালে যারা প্রাতঃভ্রমণ করেন, তাদের ফলো করে মহিলাদের সোনার চেন, মোবাইল ছিনতাই করে বাইক চালিয়ে চোখের নিমেষে চলে যেত এরা। কারোর ধরার ক্ষমতা থাকতো না। কিভাবে ওরা স্টিম অপারেশন চালাতো পুলিশের কাছে সবই স্বীকারোক্তি করেছে। চুরি করা বিভিন্ন রকমের একাধিক মোবাইল ও বিভিন্ন রকমের অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে।

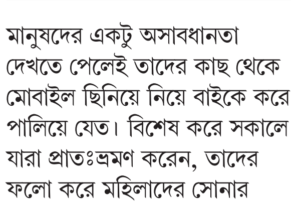

আদালতের নির্দেশে তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের সদস্য পদ খারিজ

নাজিম আক্তার ● চাঁচল

আপনজন: নদীর ধারে অকাল হোলিতে মেতে উঠলেন চাঁচল ১ নং ব্লকের মহানন্দপুর অঞ্চলের কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা। কংগ্রেসের প্রতীকে জেতা পঞ্চায়েত সদস্যা মৌ দাস সরকার পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের সময় দলবদল করে তৃণমূলে গিয়ে প্রধান হয়েছিলেন। পঞ্চায়েত গঠন করেছিল তৃণমূল।কিন্তু দলবদলের আইন অনুযায়ী অঞ্চল কংগ্রেস নেতৃত্ব হাইকোর্টে মামলা করে।হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী প্রধান পদ এবং সদস্যপদ খারিজ হয়েছে দল বদলু মৌ দাস সরকারের।আর সেই নির্দেশ আসতেই শনিবার কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা উৎসবের আবহে মেতে উঠে।তাদের দাবি বিশ্বাসঘাতকতার পরাজয় হয়েছে। এই মুহূর্তে পঞ্চায়েত গঠনের ব্যাপারে আশাবাদী কংগ্রেস।তারা তাকিয়ে রয়েছে ব্লক প্রশাসনের দিকে।কংগ্রেসের দাবি সংখ্যা তত্ত্বের বিচারে তারা এই মুহূর্তে এগিয়ে। প্রসঙ্গত,একুশ আসন বিশিষ্ট মহানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ১০টি আসনে জয়লাভ করে কংগ্রেস, ৮টি যায় তৃণমূলের দখলে, ১টি করে জিতে বিজেপি, সিপিএম এবং নির্দল।পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের সময় প্রথম দিনে ব্যাপক গণ্ডগোলের জেরে ভেস্তে যায় প্রক্রিয়া। দ্বিতীয় দিনে কংগ্রেসের একজন এবং সিপিএম আর নির্দলকে নিজেদের সঙ্গে টেনে পঞ্চায়েত দখল করে তৃণমূল। দলবদল করে প্রধান হন মৌ দাস সরকার।চাঁচল ১ নম্বর ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি আনজারুল হক বলেন, ‘সত্যের জয় হল।’যদিও এ নিয়ে কোনওরকম মন্তব্য করতে নারাজ মৌ দাস সরকার। চাঁচল ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল সভাপতি শেখ আফসার আলি বলেন,‘হাইকোর্টের নির্দেশ নিয়ে মন্তব্য করব না।তবে পঞ্চায়েত আমাদের দখলেই থাকবে।’

খেলতে গিয়ে লরির ধাক্কায় মৃত্যু শিশুর

আজিম সেখ ও সেখ রিয়াজউদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: খেলতে গিয়ে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয় এক শিশুর। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের হস্তীকান্দা গ্রামের কাছে।শনিবার দুপুর নাগাদ শালবাদরা পাথর শিল্পাঞ্চল এলাকায় যাবার পথে একটি খালি ডাম্পারের সাথে ধাক্কা লাগে ৯ বছর বয়সী চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র দেবরাজ ঘোষের। মুখের মধ্যে আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং সাথে সাথে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে শিশুটি। এদিকে শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা।সেজন্য পাথর বোঝায় সহ সমস্ত লরিকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নোএন্ট্রির মধ্যে রাখা হয় সকাল ৭ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত।তারজন্য পাথর বোঝায় লরি নোএন্ট্রিতে থাকতে হয় হস্তিকান্দা গ্রাম ঢোকার মুখে এবং খালি গাড়ির নোএন্ট্রি থাকে মল্লারপুরে।আজ শনিবার মাধ্যমিক পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনের দুপুরে খালি গাড়ি যখন আসছিল অপর দিকে পাথর বোঝায় লরি দাঁড়িয়ে ছিলো।শিশটি তার বন্ধুদের সাথে দৌড়া দৌড়ি করছিল। ঠিক সেই সময় WB 57E7933 নম্বরের খালি ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হয় বলে জানা যায়। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এলাকায়।

দূর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে আসেন রামপুরহাট থানার পুলিশ।পুলিশকে ঘিরে প্রায় চার ঘন্টা বিক্ষোভ চলে।অবশেষে মৃতদেহ তুলে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য। এ ব্যাপারে উক্ত পাথর শিল্পাঞ্চল সভাপতি সৈয়দ মইনুদ্দিন হোসেন জানান-যে দূর্ঘটনাটি ঘটেছে সেটি মর্মান্তিক। কিন্তু যেটা ঘটে গিয়েছে সেটা আর ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। তাই আমরা এই সমস্যার সমাধানের জন্য গাড়ির মালিক এবং পাথর শিল্পাঞ্চল সমিতির সহযোগিতায় মৃত শিশুর পরিবারকে ২,৫০,০০০ টাকা আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও গাড়ি মালিকের ফাস্ট পার্টি ইন্সুরেন্স আছে।

তৃণমূল নেতা সেলিম খানের স্মরণ সভা

সেলিম খানের
স্মরণ সভা

বাইজিদ মণ্ডল ● মগরাহাট

আপনজন: মগরাহাট পশ্চিম সাবেক জেলা পরিষদের সদস্য ও দুই বারের পঞ্চায়েত সমিতির কর্মধ্যাক্ষ্য এবং মগরাহাট পশ্চিম ব্লকের তৃমুল কংগ্রেসের অন্যমত নেতা সেলিম খানের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয় উস্থি বিধায়ক জনসংযোগ কার্যালয়ে। এদিন বিকালে বিধায়ক গিয়াস উদ্দিন মোল্লার ব্যবস্থাপনায় এই স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।এখানে উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট পশ্চিম বিধায়ক গিয়াস উদ্দিন মোল্লা, মুজিবর রহমান মোল্লা অধ্যক্ষ দ :২৪ পরগনা জেলা পরিষদ,জেলা পরিষদের সদস্যা নুর খাতুন বিবি,সভানেত্রী সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলার এস সি ও বি সি সেল সঙ্গীতা হালদার, যুব কার্যকরী সভাপতি নাজমুল দপ্তরী,যুব নেতা সাবিরুদ্দিন পুরকাইত সহ মগরাহাট পশ্চিম ব্লকের সকল নেতৃত্ব ও দলীয় কর্মী সমর্থকরা। বিধায়ক গিয়াস উদ্দিন মোল্লা সহ প্রত্যেক তৃনমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মী সমর্থকরা চোখের জলে বাকরুদ্ধ গলায় সেলিম খানের জীবনের বিভিন্ন দিক দিয়ে আলোচনা করা হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

দামোদর রিভার রেল পরিবহণ সমিতির সভা

আর এ মণ্ডল ● জোরগ্রাম

আপনজন: সম্প্রতি বি ডি আর আর পরিবহন ওয়েলফেয়ার সমিতির সম্মেলনটি ২৬ জানুয়ারি ২০২৪-এ শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান জেলার বেরুগ্রাম রেলস্টেশনের অনীত দূরে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন ও স্কুল সংলগ্ন মাঠে অনুষ্ঠিত হল। কমিটির নিজস্ব উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় বাৎসরিক সভাটি সংগঠিত হয়। সেহারাবাজার শাখার উল্লেখযোগ্য ভূমিকার সাথে সহযোগিতা করে আনগুনা-দেরিয়াপুর শাখা।সংগঠনের দীর্ঘ আন্দোলনের ফলস্বরূপ বন্ধ হয়ে যাওয়া ন্যারোগেজ রেল লাইনটি ব্রডগেজে রূপান্তরিত হয়ে বৈদ্যুতিক ট্রেন মশাগ্রাম পর্যন্ত চালু হয়েছে। এখন এই সম্মেলন থেকে মূল দাবি করা হয়, অতিসত্বর বর্ধমান-হাওড়া মশাগ্রাম কর্ড লাইনে যেন সংযুক্তিকরণ হয়। উল্লেখ্য যে, ভারতীয় রেলপথের এটি ছিল দীর্ঘতম ন্যারোগেজ রেললাইন। ষ্টেশন এলাকার গ্রামগুলির মানুষদের নিয়ে এই সংগঠনটি গঠিত হয়। বাঁকুড়া থেকে মশাগ্রাম কর্ড লাইন সংযুক্তির কাজ শীঘ্র হলে বাঁকুড়া থেকে সরাসরি হাওড়া যাওয়া যাবে। এছাড়াও যাত্রীদের সুবিধার্থে সময় সূচীর পরিবর্তন এবং ১২ কামরা ট্রেনের উপযুক্ত প্লাটফর্ম আবশ্যক। বোঁয়াইচণ্ডী-আরামবাগ/খানাজংশন,ছাতনা-মুকুটমণিপুর,বেলিয়াতোড়-দুর্গাপুর রেল পথের কাজ শুরু করতে হবে।সংগঠনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সমিতির সম্পাদক সুপ্রকাশ সামন্ত জানান যে, স্থানীয় সাংসদ এবং বিধায়কগণের নিকট থেকেও যথেষ্ট সহযোগিতা পাওয়া যায়।

এই সম্মেলন ২৭ তম হলেও

পরীক্ষা খতিয়ে দেখতে পর্ষদ সভাপতি পূর্ব মেদিনীপুরে

সেক আনোয়ার হোসেন ● তমলুক

আপনজন: শুক্রবার থেকে রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা।সুষ্ঠ ও নির্বিঘ্নে পরীক্ষা সম্পন্ন করতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।সকাল ৯ টা ৪৫ মিনিট থেকে শুরু হয়েছে পরীক্ষা। রাজ্যের প্রায় ১০ লক্ষ পরিক্ষার্থী এই পরীক্ষা দিচ্ছেন।শনিবার পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় এলেন পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়।তিনি প্রথমে কোলাঘাট এর কেটিপিপি হাইস্কুল,ও পরে পাঁশকুড়ার ঘোষপুর এবং ব্র্যাডলি বার্ট হাইস্কুল এ পরীক্ষা খতিয়ে দেখতে যান।পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় জানান,দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার মোট আটটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করে।জেলা প্রশাসন যথেষ্ট সহযোগিতা এর মাধ্যমে পরীক্ষা পরিচালনা করেছেন।রাজ্য প্রশাসন যথেষ্ট সহযোগিতা করছে।আমরা আশাবাদী এই জেলা গুলোতে পরীক্ষা সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা হবে। তবে শুক্রবার এর প্রশ্ন সোস্যাল মিডিয়া ছড়িয়ে পড়া নিয়ে পর্ষদ সভাপতি জানান,কিছু অসাধু ব্যক্তি রয়েছেন,যার সংখ্যা খুবই কম,তারাই এই ধরনের নেতিবাচক কাজ গুলো করছেন।আমরা চাইছি,আগামী বছর গুলোতে আরও কঠিন পদক্ষেপ এর মাধ্যমে পরীক্ষা পরিচালনা হবে।শুক্রবার এত আঁটোসাঁটো ব্যবস্থা নেওয়ার পরও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ভাইরাল করে মালদার দুই ছাত্র এই অভিযোগে তাদের পরীক্ষা বাতিল করেছে পর্ষদ।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- **প্রবন্ধ:** কবি গোলাম মোস্তফা এবং ইসলামী সাহিত্যের ঐতিহ্য
- **নিবন্ধ:** শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের বেদনার ইতিহাস
- **অণুগল্প:** শেষ কথাগুলো
- **বড় গল্প:** আলপিন
- **ছড়া-ছড়ি:** চিত্তে নেই খোদাভীতি

আপনজন ■ রবিবার ■ ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

কবি গোলাম মোস্তফা এবং ইসলামী সাহিত্যের ঐতিহ্য

একজন কবি অথবা সাহিত্যিক যদি তাঁর কথা ও কাহিনীর মধ্যে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয় ইসলামের প্রেম বা মাহাত্ম্যের কথা, তাহলে আমারা সত্যি সত্যিই ভীষণ গর্ব অনুভব করি। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সেটা আবার হয়ে ওঠে একটা মহা সম্পদও। আর ঠিক তখনই সেই মহান সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা যিনি, তাঁর জীবন কাহিনীটুকু জানার জন্যও ভীষণভাবে উদগ্রীবও হয়ে ওঠি আমরা। লিখেছেন **ডাঃ শামসুল হক।**

একজন কবি অথবা সাহিত্যিক যদি তাঁর কথা ও কাহিনীর মধ্যে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয় ইসলামের প্রেম বা মাহাত্ম্যের কথা, তাহলে আমারা সত্যি সত্যিই ভীষণ গর্ব অনুভব করি। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সেটা আবার হয়ে ওঠে একটা মহা সম্পদও। আর ঠিক তখনই সেই মহান সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা যিনি , তাঁর জীবন কাহিনীটুকু জানার জন্যও ভীষণভাবে উদগ্রীবও হয়ে ওঠি আমরা।

কবি গোলাম মোস্তফার কথা লিখতে বসে প্রথমেই তাই মনে হয়েছিল এইসব কথাগুলোই। মুসলিম জাগরণের প্রধান অগ্রদূত হিসেবে তাঁকে আমরা মনে রাখতেও পেরেছি ঠিক সেই কারণেই। তারপর তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই কাব্য মনস্ক অনেক মুসলিম লেখক লেখিকাই কগজ - কলম তুলে নিয়েছিলেন নিজেদের হাতে এবং লিখতেও শুরু করেছিলেন নতুন নতুন অনেক কবিতা , গল্প , প্রবন্ধ কিংবা উপন্যাসও। মোটকথা গোলাম মোস্তফা সাহেব যে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সেতু বন্ধনের কাজটা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সমাধা করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর উত্তরসূরীদের পক্ষে এত সহজে এগিয়ে যাওয়াও সম্ভব হয়েছিল বৈ কি।

কবি গোলাম মোস্তফার জন্ম যশোর জেলার কাছাকাছি মনোহরপুর গ্রামে ১৮৯৭ সালে। তাঁর পিতা এবং পিতামহ দুজনেই ছিলেন আরবি এবং ফারসি ভাষার সুপণ্ডিত ব্যক্তি। মূলতঃ তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই সাহিত্যের সুমসৃণ পথটা অত্যন্ত সুন্দরভাবেই চিনে নিয়েছিলেন মুস্তাফা সাহেব এবং এগিয়েও গিয়েছিলেন সেই পথ ধরেই। নিজস্ব কৃতকর্মের গুণেই একদিন দেখেছিলেন সফলতার মুখও।

তাঁর পিতা বা পিতামহ বাংলা ভাষা নিয়ে তেমন একটা আগ্রহ না দেখালেও একেবারে ছোটবেলা থেকেই সেই ভাষার উপর তাঁর ছিল আলাদা এক আকর্ষণ। তাই নিয়েছিলেন নতুন ভাষা শিক্ষার বিশেষ প্রস্তুতিও। একসময় সফলও হয়েছিলেন এবং লিখেছিলেন অনেক কাব্যকথাও।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং পল্লীকবি জসীমউদ্দীনকে তিনি পেয়েছিলেন একেবারে পাশে পাশেই। নজরুল ছিলেন তাঁর থেকে মাত্র দু বছরের ছোট আর জসীমউদ্দীন ছোট পাঁচ বছরের। কিন্তু বয়সের সামান্য এই ব্যবধান কাউকেই কখনও দূরে সরিয়ে রাখেননি।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত দুজনেই ছিলেন তাঁর কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। ওঁরাও ভীষণ স্নেহ করতেন মোস্তাফাকে। রবীন্দ্রনাথ তো তাঁকে এতটাই ভালবাসতেন যে , ১৯১৮ সালে গোলাম মোস্তফার প্রথম কাব্যগ্রন্থ রক্তরাগের ভূমিকা লিখেছিলেন তিনিই।

উর্দু কবি ইকবালকেও ভীষণ শ্রদ্ধা করতেন গোলাম মোস্তফা। তাঁর অনেক কবিতার বঙ্গানুবাদ করে এক অনন্য নজির সৃষ্টিও করেছিলেন তিনি। তারপর আরবি এবং উর্দুর ছন্দকে সুন্দরভাবে মিলিয়ে মিশিয়ে বাংলা কবিতার মধ্যে তা সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টাও চালিয়েছিলেন তিনি। একসময় এসেছিল ঈপ্সিত সফলতাও এবং তারপরই সেই ধরণের বহু কবিতাও লিখেছিলেন তিনি এবং ধারাবাহিকভাবে সেগুলো প্রকাশিতও হয়েছিল সেই সময়ের বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা প্রবাসীতে।

গদ্য সাহিত্যের প্রচণ্ড দখল ছিল গোলাম মোস্তফার। অনেক গল্প, প্রবন্ধ এবং উপন্যাসের রচয়িতা তিনি। ইসলাম ও কমিউনিজম , ইসলাম ও জিহাদ ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতাও তিনিই। মোটকথা ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধনের জন্য সারাজীবন ধরে তিনি যা কিছু করেছেন তা সকলেরই স্মরণে থাকা উচিত।

তাঁকে আরও মনে রাখা প্রয়োজন এই কারণে যে , আল - কুরআন নামে কুরআন শরীফের বাংলা তর্জমাও যে পদ্ধতি অনুসরণ করে তিনি করেছেন সেটাও কিন্তু ভোলার নয়।

কবি গোলাম মোস্তফা নিজে ছিলেন একজন সু - গায়ক। তিনি নিজেই গান লিখতেন। সুর দিতেন এবং গান গাইতেন নিজের কণ্ঠেই। আর সেইসব গানের অধিকাংশই ছিল ইসলামিক ঘরাণার। বলা যেত পারে তার মধ্যে বেশিরভাগটাই ছিল গজল। একজন গজল গায়ক হিসেবে মুস্তাফার প্রচুর সুনাম ছিল বলেই সেই জগতে প্রতিষ্টা পেতে তাঁর কোন অসুবিধেও হয়নি।

কবির শৈশবকাল কেটেছে যশোরেই। স্কুলের গণ্ডি অতিক্রম করার পর তিনি চলে আসেন কলকাতায়। ভর্তি হন রিপন কলেজে। সেখান থেকেই আই . এ পাশ করার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য ভর্তি হন ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে। সেখান থেকেই বি . টি পাশ করেন তিনি। আর তারপরেই শুরু হয় তাঁর নিজস্ব কর্ম্মজীবনও।

১৯২০ সালে ব্যারাকপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে কাজে যোগ দেন তিনি। পাঁচ বছর সেই স্কুলে সুনামের সঙ্গে কাজ করার পর চলে আসেন কলকাতার হেয়ার স্কুলে ১৯২৫ সালে। এক বছর পরেই আবার চলে আসেন কলকাতা মাদ্রাসায়। সবকটা শিক্ষাকেন্দ্রেই তিনি কাজ করেছেন অত্যন্ত সুনামের সঙ্গেই। সহঃ শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রী সব মহলেই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ এবং সকলের সঙ্গেই ছিল তাঁর মধুর সম্পর্কও। সব জায়গাতেই আবার শিক্ষকতার সঙ্গে সমানভাবেই চালিয়ে গিয়েছিলেন কাব্য এবং সাহিত্য সাধনার কাজও। আর সেখানেও তিনি পেয়েছিলেন অতিরিক্ত সম্মান।

১৯৩৫ সালে তিনি যোগ দেন বালিগঞ্জ ডিমোনেষ্ট্রশন হাই স্কুলে। সাধারণ শিক্ষক হিসেবে দু বছর সেই স্কুলে কাজ করার পর তিনি আবার সেই স্কুলেরই প্রধান শিক্ষক হয়ে যান। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন সেই স্কুলেই। তারপর চলে যান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। সেখানে শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পদে দীর্ঘদিন কাজ করার পর অবসর নেন তিনি। কাব্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে যোগাযোগ কিন্তু তিনি কখনও বিচ্ছিন্ন করেননি। আর তারপর এপার , ওপার দুই বাংলার সব ধরণের পত্রপত্রিকায় লেখালেখির কাজটিও তিনি চালিয়ে গিয়েছিলেন সমানভাবেই।

শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের বেদনার ইতিহাস

আপনজন ডেস্ক: মানুষের জীবনে কত যে উত্থান আর পতনের ইতিহাস জড়িয়ে আছে; তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের জীবন। যা মর্ম্মস্পর্শী এক বাণীতে ফুটে উঠেছে- ‘কিৎনা বদনসিব হ্যাঁয় জাফর...দাফনকে লিয়ে দোগজ জামিন ভি মিলানা চুকি ক্যোয়ি ইয়ার মে’।

কথাগুলো মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট জহিরুদ্দীন বাবরের ১৯তম উত্তরসূরী শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের। মৃত্যুর কিছুদিন আগে ভারত থেকে সূদুর রেঙ্গুনে নির্বাসিত অবস্থায় বেদনার্ত হয়ে লিখেছিলেন এই মর্ম্মস্পর্শী বাণী।

সত্যি বড় দুর্ভাগ্য শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের। নিজ ভূমিতে তার দাফনের জন্য দু’গজ মাটি, তাও মিলল না!

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাহাদুর শাহ জাফরের ব্যক্তিগত হাহাকার ও বেদনার ইতিহাস। বাহাদুর শাহ জাফরের জন্ম হয়েছিল ইতিহাসের এক যুগ সন্ধিক্ষণে। ব্রিটিশরা ততদিনে বাংলা বিহার উড়িষ্যা , মহীশূরসহ দেশীয় রাজ্য পদানত করে এগিয়ে যাচ্ছেন উত্তর ভারতের দিকে। ব্রিটিশ আগ্রাসনের থাবায় মোগল সম্রাটদের সার্বভৌমত্ব কোনঠাসা হয়ে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে দিল্লীর লাল কেল্লাতেই।

বাহাদুর শাহ জাফর জন্মেছিলেন দিল্লীর লাল কেল্লাতেই। ১৭৭৫ সালের ২৪ অক্টোবর। মা সম্রাজ্ঞী লাল বাঈ। পিতা মোগল বংশের ১৮তম সম্রাট দ্বিতীয় আকবর। পিতামহ সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম। লালকেল্লার পরিবেশে বেড়ে উঠেন স্বাধীন চেতা বাহাদুর শাহ জাফর। ব্যক্তিগতভাবে বাহাদুর শাহ জাফর একজন গুণী মানুষ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলেন। একজন দক্ষ ক্যালিগ্রাফার, আধ্যাত্মিক কবি ও ধর্মীয় সাধক হিসেবে সবার শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। এমন কী তিনি ব্রিটিশদের হাতে বন্দী থাকা অবস্থায় কাব্যচর্চায় সময় কাটাতেন। বলা চলে তিনি ছিলেন একজন উচ্চমানের কবি। তার অনেক কবিতা এখনো উচ্চারিত হয় মুখে মুখে।

মোগল সাম্রাজ্যের শোচনীয় অবস্থার মধ্যদিয়ে ১৮৩৭ সালে তার পিতার মৃত্যুর পর নানা নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে সিংহাসনে বসেন তিনি। তখন তার বয়স ৬২ বছর। পিতামহ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সময় থেকেই মোগল সম্রাটরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পেনশনভোগী। এরই মধ্যে মোগল কর্তৃত্ব একেবারেই শূন্যের কোটায়। মুদ্রা থেকে বাদ গেছে মোগল সম্রাটদের নাম। দিল্লীর নিয়ন্ত্রণও নেই মোগলদের হাতে। বাহাদুর শাহ জাফর মোগল সম্রাট হয়েও পেনশনভোগী হয়ে লালকেল্লায় দিনাতিপাত করতে থাকলেন।

১৮৫৭ সাল। ভারতের ইতিহাসের এক যুগ চিহ্নের বছর। এরই মধ্যে পলাশী যুদ্ধের পর একশত বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই একশ বছরে শক্ত পোক্ত হয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন। ইংরেজদের অপশাসন, লুটপাট আর অত্যাচারে নিপীড়িত-নিষ্পেষিত মানুষের হাহাকার তখন চরমে। এমন সময় মুক্তির স্বপ্নে জেগে উঠল সিপাহী-জনতার। জ্বলে উঠল বিদ্রোহের আগুন। বিদ্রোহী সিপাহী-জনতা লাল কেল্লায় এসে সম্রাটকে অনুরোধ করলেন, ইংরেজদের জুলুম-অত্যাচারের বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে। লাল-কেল্লার মধ্যে আবদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের তখন বয়সের ভারে ন্যুব্জ। তার বয়স তখন প্রায় ৮২ বছর। বৃদ্ধ সম্রাট বয়সের কারণে প্রথমে দায়িত্ব নিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। কিন্তু, ভারতবর্ষে তখন তার চেয়ে সর্বজনবিদিত কিংবা গ্রহণযোগ্য নেতৃত্ব পাওয়া সম্ভব ছিল না। সিপাহীদের অনুরোধে অবশেষে রাজি হন তিনি।

বিদ্রোহী সিপাহী জনতার মধ্যে পড়ে যায় উৎসবের আমেজ। তারা বাহাদুর শাহ জাফরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে শপথ নেন। গভীর রাতে ২১ বার কামানের তোপধ্বনির মাধ্যমে বৃদ্ধ সম্রাটকে ভারতবর্ষের স্বাধীন সম্রাট হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। সিপাহীরা একত্র হয়ে স্লোগান দেন, ‘খালক-ই খুদা, মুলক ই বাদশাহ, হুকুম-ই-সিপাহি’। অর্থাৎ, ‘দুনিয়া আল্লাহর, রাজ্য বাদশার, হুকুম সিপাহীর’।

বাহাদুর শাহ জাফর বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, এ সংবাদে উজ্জীবিত হয়ে লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বারেলি, ঝাঁসি, বাংলা অঞ্চলসহ ভারতবর্ষে ওঠে বিদ্রোহের জোয়ার। এ যুদ্ধে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের তিন পুত্র- মির্জা মুঘল, মির্জা জওয়ান বখত ও মির্জা আবু বকর।

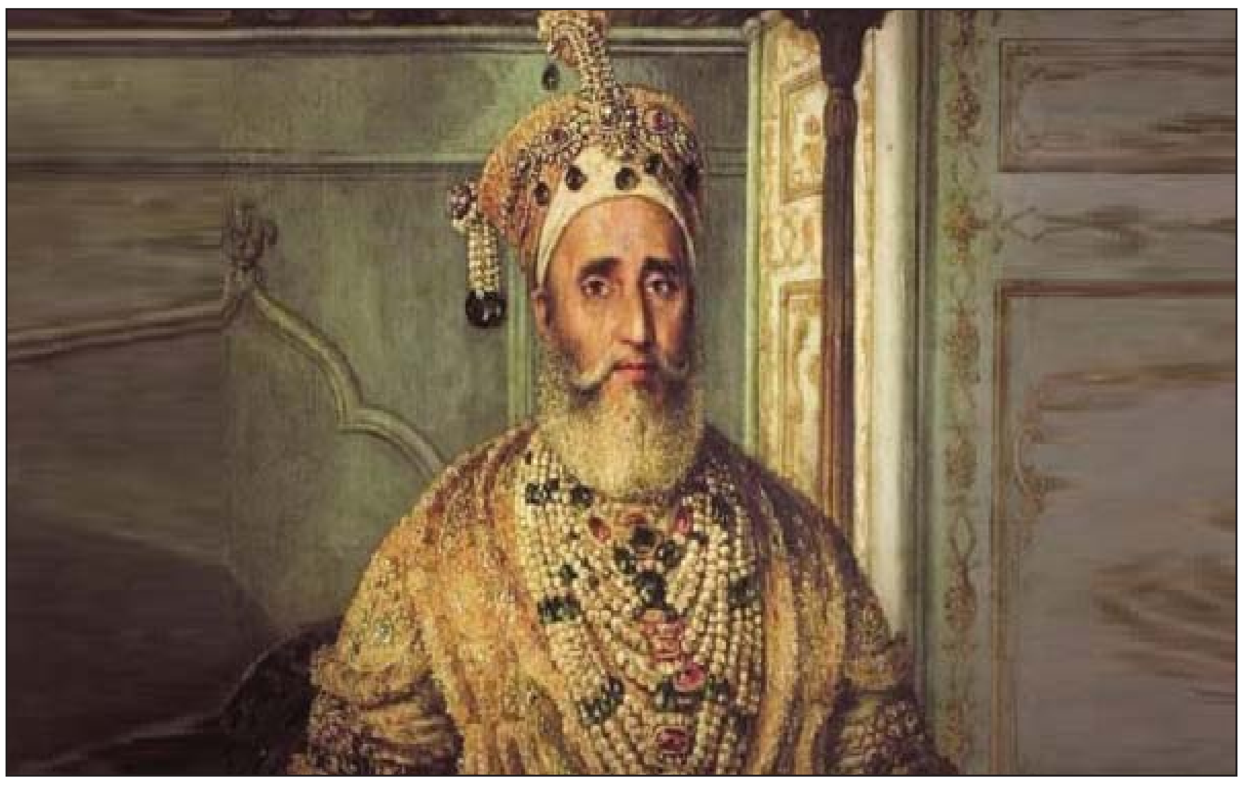

কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাস! সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থতা ডেকে আনে। দেশীয় রাজন্যবর্গের অসহযোগিতা, অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র, অর্থাভাব, সামরিক দক্ষতার অভাবসহ নানা কারণে খেই হারিয়ে ফেলে সিপাহী-জনতার বিপ্লব। পাতিয়ালার রাজা কিংবা শিখদের মতো অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেয় ইংরেজদের পক্ষে।

ইংরেজদের সমন্বিত আক্রমণের মুখে সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকেই দিল্লীর পতন মোটামুটি নিশ্চিতই হয়ে যায়।

১৮৫৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর, দিল্লীর লাহোরী গেট, সিকলাল কেল্লা, জামে মসজিদ ইত্যাদি অবস্থানে সিপাহীদের পতন ঘটে। এসব জায়গায় নৃশংসভাবে, নির্বিচারে হত্যা-লুণ্ঠন চালায় ইংরেজবাহিনী। সেদিন ভোরে লালকেল্লা ছেড়ে জাফর আশ্রয় নিলেন হজরত নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগায়। তিনি বুঝত পারলেন ‘বিদ্রোহীরা দুর্ভাগ্য বয়ে আনবে। মুঘল প্রদীপের আলো আর কয়েক ঘণ্টা পরেই শেষ হয়ে যাবে’।

বাহাদুর শাহ জাফরের আর লালকেল্লায় ফেরা হলো না। ইংরেজ সৈনিকরা তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। মোগল সম্রাজ্ঞী বেগম জিনাত মহল পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আত্মগোপনে চলে গেলেন সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি সৌধে। অপরদিকে লালকেল্লায় ততক্ষণে বিজয়ের তোপধ্বনি জানাচ্ছে ইংরেজ সৈন্যদের কামানের গোলা। জয় সমাপ্ত।

লালকেল্লার সম্রাট শাহজাহানের দিওয়ান-ই-খাসে চলছে বিজয়ী সৈন্যদের ডিনার, হুইস্কির গ্লাসে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার নামে মদপান, ‘গড সেভ দ্য কুইন’।

১৮৫৭ সালে বাহাদুর শাহ্ জাফরকে আটক করছেন ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন হডসন- ওই ঘটনার প্রতীকী ছবি

১৮৫৭ সালে বাহাদুর শাহ্ জাফরকে আটক করছেন ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন হডসন- ওই ঘটনার প্রতীকী ছবি

সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি সৌধে লুকিয়ে থাকা বাহাদুর শাহ জাফরকে এই দৃশ্য দেখতে হয়নি।

১৮৫৭ সালের ২০ সেপ্টেম্বর ইংরেজ সেনাপতি হডসন তাকে ধরে নিয়ে এলেন লালকেল্লায়। প্রহরায় কেন্ডাল কোগিল নামে এক ইংরেজ সেনা। ‘হিন্দুস্থানের রাজা এখন আমার বন্দি’। ততক্ষণে সম্রাটের দুই ছেলেকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে সম্রাট হুমায়ুনের কবর থেকে বের করে এনেছেন হডসন, এবং মাঝরাস্তায় তাদের উলঙ্গ করে গুলি করে মারা হয়। খবর পেয়ে বাহাদুর শাহ জাফর স্তম্ভিত, অনেকক্ষণ কথা বলতে পারেন নি।

১৮৫৮ সালের জানুয়ারিতে শুরু হলো রাজদ্রোহের অভিযোগে তার বিচার। শীতের সকাল, অশতীপর বৃদ্ধ মাঝে মাঝে দিওয়ান-ই-খাসের বিচারালয়ে ঘুমিয়ে পড়েন, কিছু না বুঝে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। রোজকার খাওয়াদাওয়ার জন্য বরাদ্দ দু’আনা। আগে অনুমতি ছাড়া উজির থেকে আমির কেউ আসতে পারতেন না তার সামনে। আর এখন তিনি উঠতে বসতে ইংরেজ প্রহরীদের সালাম দেন। যে ইংরেজ বণিকদের তার পূর্বপুরুষ সম্রাট জাহাঙ্গির একদিন এই দেশে ব্যবসার অধিকার দিয়েছিলেন। তারাই আজ বিচারক!

১৮৫৮ সালের মার্চ মাসে প্রহসনের বিচারে বাহাদুর শাহ জাফরের সাজা ঘোষণা হলো: নির্বাসন। আন্দামান, দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ কলোনি...গভর্নর জেনারেল যেখানে ভালো বুঝবেন!

১৮৫৭ সালের ৭ অক্টোবর ভোর তিনটায় জেলার ওমনি সাহেব বৃদ্ধকে ডেকে তুললেন, ‘চলুন, যেতে হবে’। পরিবারের ৩১ জনকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লির রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল পাল্কি ও মোষের গাড়ি। পাহারায় কোম্পানির ৯ নম্বর ল্যান্সারবাহিনী। একদা পানিপথের যুদ্ধে জিতে তার পূর্বপুরুষ সম্রাট বাবর তৈরি করেছিলেন মুঘল সাম্রাজ্য। ৩৩২ বছর পরে সেই ইতিহাস ছেড়ে ভোর হওয়ার আগেই বেরিয়ে যেতে হলো তাকে। এলাহাবাদে পৌঁছানোর পর ওমনিকে বড়লাট ক্যানিং জানালেন, বন্দিদের নিয়ে যেতে হবে রেঙ্গুন!

শুরু হলো বাহাদুর শাহ জাফরের রেঙ্গুন জীবন। ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ছোট ছোট ৪টি ঘর। একটায় সম্রাট, অন্যটিতে বেগম জিনাত মহল, আর বাকি দুটোয় সস্ত্রীক দুই ছেলে। দিনের বেলায় মাস্কেট হাতে দু’জন পাহারাদার, রাতে তিন জন। জাফরকে কাগজ-কলম দেওয়াও নিষিদ্ধ। বিষণ্ণ নির্বাসিত সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে শুয়ে থাকেন, কখনো কখনো রেঙ্গুন নদী থেকে বাতাস এসে উলোট পালোট করে দেয় সমস্ত কিছু।

আয়েশি জীবনযাপনে অভ্যস্ত বাহাদুর শাহের শেষ দিনগুলো কাটতে থাকে নিঃসঙ্গতা, কষ্ট আর মানসিক যন্ত্রণায়। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে মুঘল সালতানাতের হতভাগ্য সম্রাট দৈনিক ১১ টাকা বরাদ্দে দিনাতিপাত করতে লাগলেন সেই পরিত্যক্ত কাঠের ঘরটিতে। দেখতে দেখতে সময় গড়িয়ে যায়।

১৮৬২ সালের ২৬ অক্টোবর তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। মৃত্যু তখন শুধু সময়ের অপেক্ষামাত্র! অবশেষে ১৮৬২ সালের ৭ নভেম্বর তিনি নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। তিনি তার মৃত্যু সম্পর্কে লিখেছিলেন-

‘আমার কোনো বন্ধু আসেনি, যখন সময় এল।

মৃত্যুকে প্রশংসা করতেই হয়, কারণ সে একাই যথাসময়ে এল, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’।

তার মৃত্যুতে ইংরেজ শাসকরা আপদ বিদেয় হয়েছে মনে করলো। গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং জানালেন, ‘ভবিষ্যতে এই সব প্রাক্তন সম্রাট, মুঘল রাজা গোছের শব্দ ব্যবহার করবেন না। স্টেট প্রিজনার লিখবেন’। তার সম্বন্ধে সম্রাট শব্দটা বারংবার মুছে ফেলতে চেয়েছে ইংরেজ। ইতিহাস কিন্তু ঠিকই তাকে মনে রেখেছে মোগল সাম্রাজ্যের শেষ অধিপতি হিসেবে, যিনি স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন স্বাধীনতার। পুনর্জাগরণের।

সেই ইতিহাস লেখা হলো ১৯০৭ সালে রেঙ্গুনের সাদামাটা এক দরগায়। ধন্যাঢ্য আভিজাত্য বিহীন রেঙ্গুনের জি ওয়াকাওয়াস্ট্রিটের দরগায় বসানো হলো ভিত্তি প্রস্তর। যেখানে লেখা হলো- ‘দিল্লির প্রাক্তন রাজা বাহাদুর শাহ এখানে মারা গিয়েছিলেন, সন্নিকটে তার সমাধি’। পরে সেই ফলকের কাছেই তৈরি হলো টিনের চালার ছোট্ট মাজার। বাহাদুর শাহের সমাধিস্থল!

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই রেঙ্গুনের মাঠ থেকে ব্রিটিশ বিতাড়িত হয়েছিল। এই মাঠেই তাঁবু ফেলেছিল আজাদ হিন্দ ফৌজ। আশা- আকাঙ্খা আর মুক্তির প্রতীক হয়েই তাদের অনুপ্রেরণা দিচ্ছিলেন শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর!

১৯৮৭ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধী, বাহাদুর শাহ’র সমাধি পরিদর্শনে গিয়ে সম্রাটের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে পরিদর্শকদের জন্য রক্ষিত বইয়ে মন্তব্য করেন-

দু’গজ জমিন তো না মিলি হিন্দুস্তাঁ মে,
পার তেরি কুরবানি সে উঠি
আজাদি কি আওয়াজ।
বদ-নসিব তো নেহি জাফর,
জুড়া হ্যায় তেরা নাম ভারত শান
আউর শওকত মে,
আজাদি কি পয়গাম সে।।

রাজিব গান্ধীর মন্তব্যের অনুবাদ হলো- ‘হিন্দুস্তানে তুমি দু’গজ মাটি পাও নি সত্য। তবে তোমার আত্মত্যাগ থেকেই আমাদের স্বাধীনতার আওয়াজ উঠেছিল। দুর্ভাগ্য তোমার নয় জাফর, স্বাধীনতার বার্তার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের সুনাম ও গৌরবেরর সঙ্গে তোমার নাম চির স্মরণীয় হয়ে রয়েছে’।

আলপিন

মোঃ আব্দুর রহমান

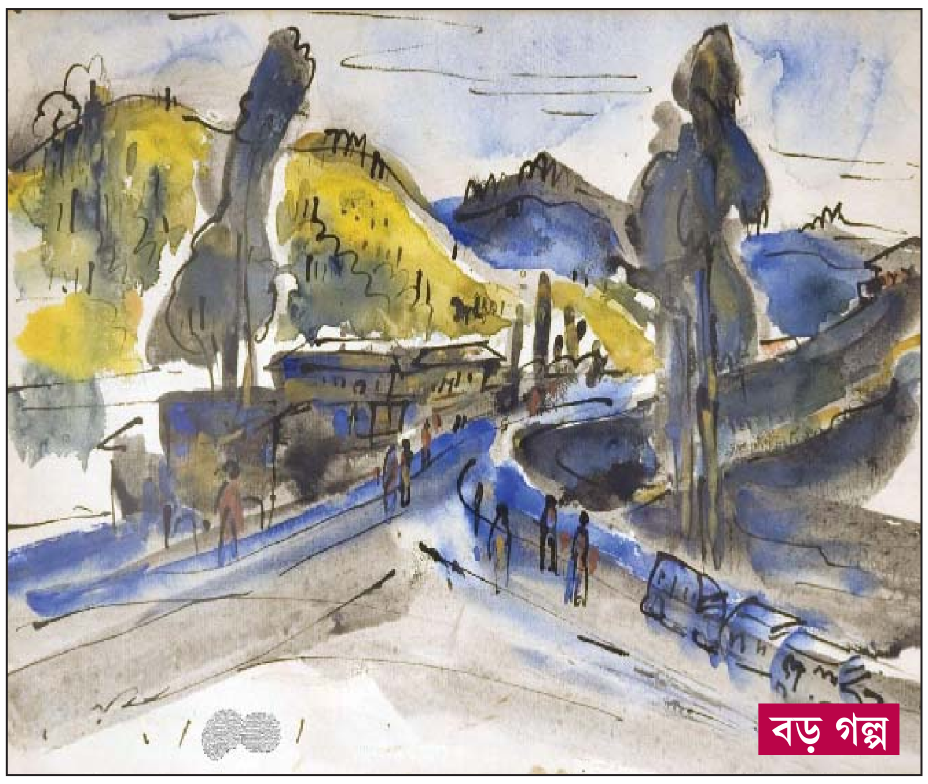

একটা খোঁচা মেরে ঘুম থেকে জাগালো হৃদয়। তাও আবার সদ্য বিয়ে করা বউকে। শুধু-ই কী বউ। উহু! একদম পাক্কা দশটি বছর চুটিয়ে প্রেম করার পর বিয়ে।যার শুরুটা হয়েছিলো মাধ্যমিকে, আর ইতিটা ঘটেছিল গতবছর এই দিনেই সানাই বাজিয়ে। তাইতো আজকাল আটলান্টিকের মতো বুক ফুলিয়ে পুরো কলোনি আর অফিস জুড়ে একটি বার্তাই তার মুখে শো শো করে, আজ সে বড্ড সুখী!

আহা! সুখ যেন শুধু তার চার দেয়ালের মধ্যেই জোয়ার তোলে। এমন শো শো শব্দ যে, মানুষ আইলার তান্ডব ভুলতে পারলেও এটা ভোলা সম্ভব নয়। একেই বলে বুঝি গাড়ো ভালোবাসা। যে ভালোবাসা লাইল-মজনু, শিরিন-ফরহাদের গাড়োতাকেও একদিন না একদিন হাড় মানাবে, এমন দাবী হৃদয়ের।

কারণ বিরাট যেভাবে এগিয়ে চলেছে সে হয়তো একদিন ঠিক-ই টেন্ডুলকারের রেকর্ডও ভাঙবে। তাহলে তাঁদের পক্ষেও ভালোবাসার রেকর্ডগুলি ভাঙা অসম্ভবের ব্যাপার নয়। তবে আসলেই এটা কি সত্যি কারের প্রেম না আবেগ সেটাইতো বলা মুশকিল। কারণ মাঝে মাঝেইতো ভালোবাসার জুটি গুলি দেব দারুর মতো হুরমুরিয়ে ভেঙ্গে পড়ে, না হয় ঘুড়ির মতো ছিঁড়ে হাড়িয়ে যায়। আর তখন শুধু ছোট্ট ছেলেটি নাটাই হাতে কাঁদতে থাকে। তাইতো সে ভয়টাই ছেলেকে নিয়ে পায় হৃদয়ের মা!

যাহোক ঘুম থেকে আড়মোড়া ভেঙ্গে একটু খেপেই উঠলেন কেয়া! পরক্ষনেই যখন দেখলেন তার বউ ভক্ত স্বামীটা ডান হাতে মস্ত এক ফুলের তোরা নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে আর কাঁপছে! তখনই এক চিমটি বাসী হাসি দিলেন স্বামীর জন্য। তাতেই স্বামী বললেন,” হ্যাপী ম্যারিজ ডে”। আর দু’জনেই একটু জড়িয়ে ধরে বিবাহ বার্ষিকীর উষ্ণতাটুকু অনুভবের চেষ্টা করলেন।

পরক্ষনেই ছেড়ে দিয়ে কেয়া বললেন, যাও তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে আসো খাবে চলো। কারণ তোমার জন্য আমিও না খেয়ে আছি। তারপর হৃদয় আবার বললো আর একটু দাড়াও বলেই, এবার বাম হাতেরটা নাও। কী এটা? খুলেই দেখো না। দেখতে পেলো একটি আইফোন! প্রেমটা যেনো আরও দ্বিগুন বেড়েগেলো। আবার সেই জোড়াজুড়ি, উষ্ণতা ভাগাভাগি।

তবে এই পরের জোড়াজুড়িটা কী প্রেমের টানে, না আইফোনের টানে সেটাই তো ভাবনা! তবে হৃদয়রা কী আর এসব ভাবে? ওরা ভাবেও না, বুঝতেও চায় না। কারণ ওদের ভালোবাসা তো মধ্য রাতের মতো ঘুটঘুটে অন্ধ ভালোবাসা। যে আকাশে চাঁদ-তারা এমনকি জোনাকিও জ্বলে না। চলুক! আর দেখা যাক -কোথাকার জল কোথায় গিয়ে পড়ে।

এবার খাওয়ার টেবিলে আরও একটি সারপ্রাইজ দিল কেয়াকে। তার অফিস থেকে লোনটা পাশ হয়েছে, আগামী মাসেই নতুন ফ্লাটে উঠেবে ওরা। তবে ফ্লাটটা সে কেয়ার নামেই দলিল করেছে। এটাও তার বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষে একটা উপহার। একের পর এক উপহার পেয়ে কেয়া যখন শুধু হাসছে আর আকাশে-বাতাসে বাজ পাখির মতো উড়ছেন , তখন ডাইনিংয়ের অপর প্রান্তে বসে মা শুধু ছেলের ভবিষ্যতটা কতটুকু মজবুত না নরবরে হচ্ছে সেটাই ভাবছে আর ভাবছে। কিন্তু, তারপরও শেষ বেলায় বলছেন, দোয়াকরি তোমরা সুখী হও বাবা।

যাহোক এভাবেই বেশ কয়েকটা বছর কাটলো। সংসারে একটি ফুটফুটে সন্তান এলো। যার নাম রাফি। সেও এখন পঞ্চম শ্রেনীতে পড়ে। খুব মেধাবী! যেমন পড়াশুনায় তেমন আদব কায়দায়। সবকিছুতেই যেন চ্যাম্পিয়ান চ্যাম্পিয়ান ভাব। সবমিলে ভালোই চলছিল ওদের সংসারটা....।

হঠাৎ একদিন হাসপাতাল থেকে ফোন এলো, তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করার জন্য! কোন রকম রেডি হয়েই সেখানে দৌঁড়ে গেলেন কেয়া। যেয়ে দেখলেন হৃদয় আইসিইউতে ভর্তি! ওর জ্ঞান নেই। অনেক ব্লিডিং হচ্ছে।রাস্তা পার হওয়ার সময়, তার পায়ের উপর দিয়ে একটি ট্রাক চলে যায়। পা গুলিতে কোন রকম রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা চলছে! ওদিকে তাকাতেই পারলোনা কেয়া! ডাক্তার জানালো ইমিডিয়েট অপারেশন রুমে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে অপারেশন থিয়েটারে নেওয়া হলো। রক্ত চুইয়ে চুইয়ে সারা ফ্লোরে পড়তে লাগলো।

অবশেষে তার পা দু’টোকে কাটতে হলো! এখন থেকে তাকে হুইল চেয়ারে করে চলাফেরা করতে হবে। সব যেনো একটা সিডর এসে লন্ডভন্ড করে দিলো!এদিকে এই পরিস্থিতি বিবেচনা করে চাকুরী থেকেও হৃদয়কে মেডিক্যাল বোর্ড আউটের মাধ্যমে অবসর পাঠানো হলো। এককালীন বেশ টাকাও পেনশন পেলেন হৃদয়। কিন্তু সমস্ত টাকাই তিনি কেয়ার একাউন্টে রেখে দিলেন। কারণ কেয়াই তার ভালোবাসার বাগানে একমাত্র বিশ্বস্ত ফুল। সব ফুল ঝড়ে যায়। তবে কেয়া কখনও ঝড়বে না। এমন কী ঝড়তে পারে না।

যাইহোক, প্রতিদিনের মতই রাফিকে নিয়ে স্কুলে গেলেন কেয়া। সময়মতো স্কুল ছুটি হলো। কিন্তু মা কে পেলো না রাফিন! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষন কাঁদলো ছেলেটা। শেষমেষ স্কুল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ওকে বাসায় পৌঁছে দেওয়া হলো। বিষয়টা জেনে হৃদয় ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করলো অনেকবার। কিন্তু কেয়ার ফোন বন্ধ!

হৃদয়ের মা বিষয়টি তাড়াতাড়ি পুলিশকে অবগত করার পরামর্শ দিলেন। কারণ হয়তো কোন বিপদে পড়েছেন তার বউমা! ঠিক তখনই কলিং বেল বাজলো। কাজের বুয়া দরজা খুলতেই, ভিতরে এলেন বধূ সাজে এক অপরূপ সুন্দরী! কিন্তু সে তো আর কেউ নয়, এবাড়ীর একমাত্র বউমা- নববধূ সাজে কেয়া এবং সাথে আছে হৃদয়ের অফিসের স্টাফ হিমেল সাহেব! কয়েকদিন আগে যার বউয়ের ডিবোর্স হয়েছে। হতবাক হয়ে তাদের দিকে চেয়ে রইলো বাসার সকলেই! রাফিন দৌঁড়ে তার মায়ের কাছে যেতেই। তাকে এক ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে বললো, “ কে তোর মা, আমি তোর মা নই। আর শোনো হৃদয়। আমি এতক্ষন কাজী অফিসে ছিলাম। তাই আমার ফোন বন্ধ ছিলো। কথা হচ্ছে, তুমি এখন পঙ্গু! তোমার সাথেতো এখন আমি বাকীটা জীবন একই ছাদের নীচে কাটাতে পারি না। তাই আমি হিমেলকে বিয়ে করেছি। আর এখানেই আজ আমাদের বাশর হবে। তোমরা অবশ্য আজকের রাতটা এখানে থাকতে পারো। তবে কাল সকালে বাসা ছেড়ে চলে যেতে হবে। হৃদয় বললো, এসব কী বলছ কেয়া! তুমি না আমাকে ভালোবাসো। আর আমি পঙ্গু মানুষ তোমাকে ছেড়ে কোথায় যাবো? দেখো, নেকামী করো না। আমি যাকে ভালোবাসতাম সে একজন সুস্থ হৃদয়; তবে কোন পঙ্গু হৃদয় কে আমার ভালোবাসা সম্ভব না। আর এই ফ্ল্যাট, গাড়ী, ব্যাংক ব্যালেন্স সব আমার নামে। এগুলি তুমি কানা কড়িও পাবে না। তাই কাল সকালেই তোমার মা আর ছেলেকে নিয়ে গ্রামের বাড়ীতে চলে যাবে। অসুবিধে নেই ড্রাইভার তোমাদের নিয়ে ট্রেন ষ্টেশনে নামিয়ে দিয়ে আসবে।

কথাগুলি বলতে যদিও খারাপ লাগছিলো কেয়ার! তারপরও সে বিরবির করে বলেই যাচ্ছিলো। কারণ যে পথে সে নেমেছে এখন আর ন্যায়-অন্যায় বা স্বার্থপরতার বিষয়টি ভাবার উপায় নেই। একবার যখন ভুল হয়েইগেছে, আর পিছনে তাকানো ঠিক হবে না। মনোভাবটা সকালেও যদি এখনকার মতো হতো, তাহলে আর এমন কাজ করা সম্ভব হতো না কেয়ার পক্ষে। আসলে এটাইতো হলো মনের রোগ। কখন যে কোন রোগে ধরে সেটাই বলা মুশকিল! যাই হোক হৃদয়ের মার আশঙ্কাটাই আজ সত্যি হলো। কিন্তু এভাবে যে, সত্যি হবে এটা কখনও কল্পনা করতে পারেনি। অর্থাৎ এখন পরিস্কার বুঝাগেলো তাদের ভালোবাসা নামের অভিনয়টা ছিল আবেগ মাত্র। আর এই কারণেই হয়তো শাহজাহান আর লাইল-মজনুদের রেকর্ডটা কেউ ভাঙতে পারে না। আর তা না হলেতো কবেই ভেঙে যেতো। এভাবে যুগযুগ অক্ষত থাকতো না তাদের পবিত্র ভালোবাসা।

এবার মা আঁচলে চোখটা মুছে বললো, থাক বউমা এই দয়াটুকু আর লাগবে না। আমরাই বরং একটি সিএনজিতে করে চলে যাবো। রাতে একটি ট্রেন আছে। আর আমার ছেলেকেতো আমি ফেলতে পারবো না। ছোট বেলায় যখন কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি তবে এখনও পারবো। তারপর হৃদয়ের মা এবং ছোট্ট রাফি হৃদয়ের হুইল চেয়ারটা ঠেলতে ঠেলতে যখন রাজপথ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে সিএনজি খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে চল ছিলেন, ঠিক তখন হৃদয়ের অন্ধ ভালোবাসার আলপিনটা ওর পবিত্র হৃদয়টাকে কে বেশ খোঁচাচ্ছিল। তখন অবশ্য পিছনের বাড়ীর জানালা দিয়ে কেয়াও সেই বিদায়ের দৃশ্যটা দেখছিলেন নিশ্চুপভাবে। কে জানে, ভালবাসার আলপিনটা কী তাঁর হৃদয়টাকেও খোঁচাচ্ছিলো? তাহলে কী এটা ভুলছিলো কেয়ার? কেনই বা এমন ভুল হয়?

ছড়া-ছড়ি

স্বার্থপর আমি

এম.আর.এ. আকিব

কেন আজ বলো চারদিকে ভাই মিথ্যার ছড়াছড়ি?
ভয় পেয়ে কেন আমরা সবাই মরার আগেই মরি?
মিথ্যাকে আজ নিয়েছি আমরা কেন বা আপন করে?
সত্যরা আজ কেন যায় বলো অকালেই ঝরে পড়ে?

কেন আজ বলো অন্যের শোকে আমরা সবাই হাসি?
স্বার্থপরের এই দুনিয়ায় নিজেকেই ভালোবাসি।
অমুক মরেছে আমার কী ভাই, আমি খুব ভালো আছি,
তোমার জন্য আমি কেন ভাই গলায় পড়বো ফাঁসি?

পত্রিকা খুলে প্রতিদিন দেখি নিখোঁজ হচ্ছে নারী,
কতদিন যায় সেই মেয়েগুলো ফিরে না তো আর বাড়ি।
মাথাব্যথা নেই তারা তো আমার আপন মানুষ নয়,
এজন্য আমি চুপ থাকি ভাই, সত্য বলতে ভয়।

তাদের জন্য কথা বলে ভাই কী লাভ আমার বলো?
তারা সব যদি মরে যায় তবে আমার কী আর হলো?
সুখে-শান্তিতে আমি তো এখন বেঁচে আছি ভালোভাবে,
কথা যদি বলি তাদের জন্য সুখগুলো উড়ে যাবে।

নিখোঁজ কিংবা মারা গেলে কেউ বলবো না আমি কথা,
পরিবার নিয়ে বেঁচে আছি আমি এটাই সার্থকতা।
যদি কভু আসে এমন আঘাত আমার ঘরের মাঝে,
সেদিন না-হয় ভয় ভুলে আমি বিদ্রোহী হব কাজে।

সেদিন দেখবে পৃথিবীর লোক আমি কত বীরবল,
ভয় দূর করে বলবো নিজেকে সামনে এগিয়ে চল।
আমি কি সেদিন দেশের লোককে পাব না আমার পাশে?
যদিও তাদের দুর্দিনে কভু যাইনি তাদের কাছে।

শেষ কথাগুলো

শংকর সাহা

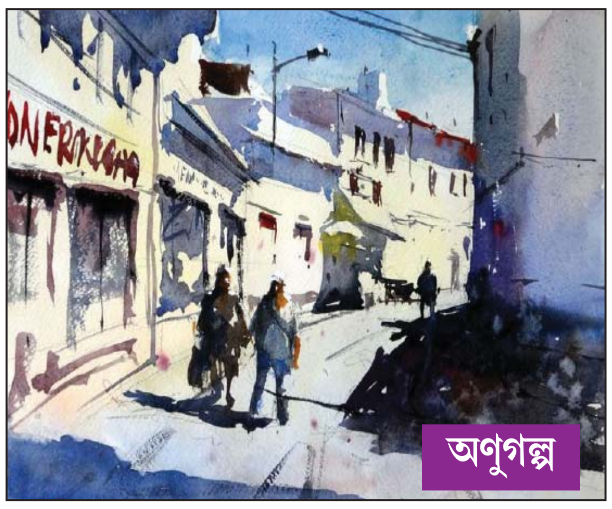

দীর্ঘ সাত দিনের রোগ ভোগের পর জ্বরটি একটু কমেছে কিন্তু মুখের অরুচি এখনো ঘোচেনি বছর এগারোর ছোট্ট মেয়ে বন্নির। শৈশবে বাবা মারা গেলে মা তার একমাত্র কাছের মানুষ, বেঁচে থাকার সম্বল। তাই নিজের ছোট্ট মেয়ের মুখে হাসি ফোটাতে হাড়ভাঙ্গা খাঁটুনি করতে বিন্দুমাত্র কষ্ট পাননা অর্পনা দেবী। স্বামীর মৃত্যুর পর পাড়ার মুখূজ্জ্যে বাড়িতে কাজ করেই তার সংসার চলে ।

সেদিন সকালে মেয়েকে ঔষধ খাইয়ে দিয়ে কাজে আসবেন এমন সময় মার হাতটি ধরে মেয়ে বায়না ধরে, “ জ্বরে মুখটি বড়ো বেসাদ লাগছে। একটু আমের আচার এনে দেবে মা”।খেতে ইচ্ছে করেছে তার যে। অনেকদিন খাইনি আমের আচার।

মেয়ের কথা শুনে অর্পণার চোখে জল আসে। সত্যিই তো! এতটুকু মেয়ে ! সামান্য একটু আমের আচার খেতে চেয়েছে ।মেয়ের শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে বলে,” দেবো মা,তোকে আমের আচার এনে দেবো।অর্পনা জানে কথাটি বলা সহজ হলেও তা জোগাড় করার মতো টাকাটুকু যে তার নেই। মেয়ে জ্বরে পড়ে থাকায় ঔষুধে অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে গেছে। সামান্য যেটুকু টাকা পায় তা দিয়ে সারাটি মাস ঠিকমতো চলেনা তাদের।

সেদিন মুখূজ্জ্যে বাড়িতে কাজ করতে আসার পর থেকে কাজে তেমন মন নেই অর্পনার । “ তোর এত দেরি হচ্ছে কেন কাজে? তাড়াতাড়ি হাত চালা। অফিসের সময় হয়ে যাচ্ছে”।

কর্তাগিন্নির কথায় শাড়ির আঁচলে চোখটি মুছে সে বলে,” ঠিক আছে বৌদিমণি, করে দিচ্ছি।“

আসলে কাজে আজ অর্পণার মন সায় দিচ্ছেনা। বাড়িতে অসুস্থ মেয়েকে রেখে এসেছে। গায়ে যে তার জ্বর।

ছাদে যখন ভেজা কাপড়গুলো শুকোতো যায় তখন অর্পনা দেখে সেখানে একটি কাঁচের পাত্রভর্তি আমের আচার রোদে রাখা আছে। অর্পনা ভাবে একবার কি বলবে কর্তাগিন্নিকে।

কিন্তু সেদিনের কথাগুলো যে আজও ভুলতে পারেনি সে । মেয়ের জন্যে একজোড়া জুতো চাইলে কর্তাগিন্নি বলেছিলেন তাকে,”গরীবের আহ্লাদ থাকতে নেই”। ইতস্তত: করতে থাকে অর্পনা। তাই কোনোকিছু না ভাবে ছোট্টবাটিতে একটু আচার শাড়ির আঁচলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতেই কর্তাগিন্নির হাতে ধরা পড়া যায় সে। সকলে তাকে ছোটোলোক বলে গালিগালাজ করতে থাকে। বাড়ির সবার সামনে কর্তাগিন্নি বলে বসেন,” এইসব ছোটোলোকদের চুরিবিদ্যাও ভালো জানা আছে। “হঠাত বাকরূদ্ধ হয়ে যায় অর্পণা। নির্লিপ্ত ভাবে তাকিয়ে থাকে সকলের দিকে। এ যেন মেয়ে ও মার মধ্যে এক নীরব বোঝাপড়া হয়ে গেলো।

চিত্তে নেই খোদাভীতি

সৈয়দুল ইসলাম

কবে জানি বেজে ওঠে মরণেরও ঘন্টা,
ক্ষণস্থায়ী ভবে তাই ভালো নেই মনটা।
মিছে এই ধরাধামে রঙ তামাশায় কাটে ক্ষণ,
থাকবেনা যে বাহাদুরি বাড়ি গাড়ি আরো ধন।
পাপগুলো ঘিরে বসে ভালো কাজে পিছুটান,
চিত্তে নেই খোদাভীতি চেপে ধরে শয়তান।
হালালের অর্ঘ বুঝে চলি মন্তর,
হারামে ঝুঁকে আজ কাঁদে শুধু অন্তর।
অলীক ভাবনায় থাকি সদা মশগুল,
আঁধারে ঢেকে রাখি সত্যের ফোঁটা ফুল।
খোদারই বিধান ভুলে করি রোজ শতপাপ,
আত্ম অলিক দোষে কাটে না তাই মনস্তাপ।
এবাদত বন্দেগী পূণ্যতে সাড়া নেই,
কেন রোজ নিজেকে আঁধারে ঠেলে দেই?
সালাতের আমলেই মিলে জানি স্বর্গ,
এসো সবাই মনোযোগে বুঝি তারই অর্ঘ।

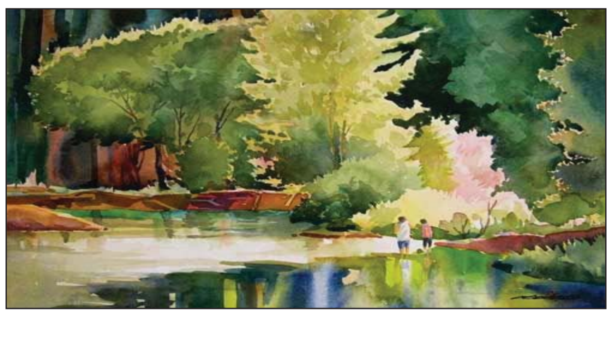

জীবনের ইতি

সুরাবুদ্দিন সেখ

আয়ু শেষ তবুও গোটা পৃথিবী অধরা
আমি পৃথিবীর কেউ তবুও করে মানা,
হ্যাঁ!আমি ভাবি বিশালাকার ধরিত্রী আমার
দর্পণে ধরা পড়ে।
মৃত্তিকা হাসে আমার দিকে, সুদৃশ্য নদী হাসে।
কোনো একখানের সুদৃশ্য আলয় বুঝিয়ে দেয় পৃথিবীর রুপকাকৃতি
মাটি ভালোবাসি,জল ভালোবাসি
এ ভালোবাসা শেষ করতে চাই না।
নিভৃতে বিকেলের প্রকৃতি আপন করে নেয় আমাকে
জল মাটি তোমাদের শেষ নেই...
তোমাদের বক্ষে সবুজের জন্ম মৃত্যু যা মানুষের জন্য।
একদিন আমার ভালোবাসার সমাপ্ত ঘটিয়ে তোমার কাছেই শুতে
নেবে,তোমার ওপরেই ভাসিয়ে নেবে।

ছড়া-ছড়ি

সত্যের জয়

সৌমেন্দু লাহিড়ী

“ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়”,
কথাটি নয় মেকি,
সবার দাড়িই পাকা কাকে
কাকা বলে ডাকি।
অসৎ লোকের আঁতে লাগে
স্পষ্ট উচিৎ কথায়,
কথার ভারে কোঁকিয়ে ওঠে
কাঁদে কানের ব্যথায়।
মেকি মানুষ মিথ্যে বলে
মিথ্যে পথে হাঁটে,
কিন্তু তারা কিছু সময়
থাকে ঠাটে বাটে।
সাময়িক খুব কষ্ট হলেও
শেষে সতের হয় জিত,
এটিই হল এই দুনিয়ার
দস্তুর বা রীত।
সত্যের জয় হয় নিশ্চয়
এই অবনীর নীতি,
অসত্যকে ত্যাগ ক’রে কর
সত্যের সাথে প্রীতি।।

ভালোবাসা

মহসীন মল্লিক

এখন নীলাভ জয়োৎস্নায়
চলো বিসর্জন দিই
গর্ব,অহং,বৈভব...

মানুষের জন্য কিছু সঞ্চয় করি
সবুজ আবেগ মিশ্রিত
ভালোবাসার ফুল...

অন্ততঃ আরও কিছুদিন
মানুষেরা সুখে থাকুক
ভালোবেসে পৃথিবীকে
গড়ে তুলুক শান্তিময় স্বর্গ...

প্যাঁচ সমাচার

নাসরীন জামান

কথার প্যাঁচের মানুষগুলো
নিজের দোষেই মরে,
এক প্যাঁচেতে টুটলে তাদের
আরেক প্যাঁচে ধরে।

ফোনের তারে লাগলে রে প্যাঁচ
আর না কথা ফোটে
ঘুড়ির সুতোর প্যাঁচটা আবার
অল্প টানেই ছোটে।

চুলের প্যাঁচে শার্টের বোতাম
প্রেমকে কাছে টানে,
রাতের প্যাঁচা জানলো না তো
তার সে নামের মানে।

জিলাপীর ঐ ভাঁজটা আবার
আড়াই প্যাঁচে গড়া,
মাথার ভেতর মগজটা যে
অবাক প্যাঁচে ভরা।

এতো প্যাঁচের উর্ধ্বে গিয়ে
কথা প্যাঁচায় যারা
একটা সময় প্যাঁচার মতোই
একলা থাকে তারা।

শীতের পিঠা

অর্পা রহমান

শীতের পিঠা বড়ই মিঠা
জিভে আসে জল
মায়ের হাতে এমন পিঠা
কে কে খাবি চল।

শীতের পিঠা খাই সকলে
একটু আয়েশ করে
শীতের পিঠা দেখলে আমার
মনটা ওঠে ভরে।

ছানাপুলি নারিকেল পুলি
পাটিসাপ্টার ঘ্রান।
ভাপা, সেমাই, পাকনপিঠা
নেচে উঠে প্রান।

জীবন থেকে নেয়া!

অশোক পাল

মাঝে মধ্যে নিজেকে নিজেই চিনতে পারিনা
কষ্ট করে মনে করার চেষ্টা করি
বাকিরাও নিশ্চিতভাবে বলতে গেলে
তেমনি ভাবে অনুসন্ধান করে বোধহয়!
আসলে,
শূন্যতা বোধ আঁকড়ে ধরে রাখা এই
চলমান জীবন যাপন নিজেকে সামলে
প্রতিদিন অভিমানের প্রহর গুনছে!
সামলাতে না পেরে হোঁচট খেয়ে
কখনও কখনও পথ হারানোর কষ্ট!
সব স্মৃতি ভুলে যে মানুষ বাস্তবতার
চৌকাঠ পেরিয়ে হারিয়ে গেছে
যন্ত্রনা মুক্ত সে!আর যে বা যারাই
ভালোবাসার কবিতা লিখতে বসেছে
অসহ যন্ত্রনার বাঁধনে জড়িয়ে আছে!
মুক্তি দাও মুক্তি চাই -এই
শ্লোগান তুলে ধরছে অবিরাম!

যাতনা

অশোক কুমার হালদার

গরীবের ঘরে জ্বলে কেরোসিনের বাতি,
দুঃখ ঝড়ের হাওয়ায় সে বাতি নিভে যায়।
ঘরে রয়েছে নিরক্ষরতার গভীর আঁধার
সে আঁধার বোঝা ভারি দায়
ঘরে অন্ন, বস্ত্র, হীন, ক্ষোভ কোলাহল,
অর্থের অভাব দারিদ্রতার বাধা
যা জীবনের গতি রোধকারী হয়
রোগ যাতনাজনিত পীড়া, কষ্ট
সেই যাতনা থেকে গরীবের উপশম নাই।
অভিপ্রায় থেকে স্থলিত গরীব লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়
সামান্য অপরাধে গরীব ঘরে জন্ম
দুঃখের দহনে গরীব হয় দিনে দিনে ক্ষীণ
কমলা ও জর্নাদন ছাড়া গরীব হয় হীন
গরীবের ঘরে জ্বলে কেরোসিনের বাতি
দুঃখ ঝড়ের হাওয়ায় সে বাতি নিভে যায়
যার কারণে চিরকাল যম যাতনা রয়।

মাধ্যমিক ২০২৪

অনুসন্ধান কলকাতার মক টেস্ট

ইতিহাস

ইতিহাস
HISTORY
Time- Three Hours Fifteen Minutes
(First FIFTEEN minutes for reading question paper only)
Full Marks - 90
Special credit will be given for answers which are brief and to the point.
Marks will be deducted for spelling mistakes, untidiness and bad handwriting.
(নতুন পাঠ্যসূচি)
(কেবলমাত্র দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী)

বিভাগ - ক

১. সঠিক উত্তরটি লেখ। ১×২০=২০

১.১ ভারতে ফুটবল খেলা প্রবর্তন করে -
(ক)ওলন্দাজরা (খ) ফরাসিরা
(গ) ইংরেজরা (ঘ) পর্তুগীজরা।

১.২ কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় –
(ক) ১৭৮০ (খ) ১৭৮১
(গ) ১৭৮২ (ঘ) ১৭৮৩ সালে।

১.৩ গ্রামবার্তা প্রকাশিকা প্রকাশিত হতো-
(ক) যশোর (খ) রানাঘাট
(গ) কুষ্টিয়া (ঘ) বারাসাত থেকে।

১.৪ বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশিত হয় –
(ক)১৮৩৫ (খ) ১৮৫৫
(গ) ১৮৭২ (ঘ) ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে।

১.৫ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য ছিলেন-
(ক) আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (খ) শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
(গ) অরবিন্দ ঘোষ (ঘ) গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১.৬ ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের অরণ্য আইনে অরণ্যকে ভাগ করা হয়-
(ক) দুটি (খ) তিনটি
(গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি স্তরে।

১.৭ দেশীয় ভাষা সংবাদপত্র আইন পাস হয় –
(ক) ১৮৭৬ (খ) ১৮৭৮০
(গ) ১৮৮২ (ঘ) ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে।

১.৮ সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহের অন্যতম নেতা ছিলেন-
(ক) রানী কর্নাবতী (খ) রানী শিরোমনি
(গ) দেবী চৌধুরানী (ঘ) রানী দুর্গাবতী।

১.৯ সাধারণ জনশিক্ষা কমিটি গঠিত হয় –
(ক) ১৭১৩ (খ) ১৯১৩
(গ) ১৮১৩ (ঘ) ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে।

১.১০ সুই মুন্ডা ছিলেন –
(ক) চুয়াড় বিদ্রোহের (খ) মুন্ডা বিদ্রোহের
(গ) সাঁওতাল বিদ্রোহের (ঘ) কোল বিদ্রোহের নেতা।

১.১১ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলেছেন –
(ক) রমেশচন্দ্র দত্ত (খ) রজনীপামদত্ত
(গ) বিনায়ক দামোদর সাভারকার (ঘ) রামচন্দ্র দাস।

১.১২ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন মূলত একজন
(ক) সমাজসেবী (খ) রাজনীতিবিদ
(গ) ব্যঙ্গচিত্রকার (ঘ) সাহিত্যিক।

১.১৩ বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়-
(ক) ১৯১১ (খ) ১৯১২
(গ) ১৯১৭ (ঘ) ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে।

১.১৪ এ আই টি ইউ সির প্রথম সভাপতি ছিলেন-
(ক) দেওয়ান চমনলাল (খ) মুজাফ্‌ফর আহমেদ
(গ) এস. এ ভাঙ্গে (ঘ) লালা লাজপত রায়।

১.১৫ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়-
(ক) ১৯০৫ (খ) ১৯০৬
(গ) ১৯০৭ (ঘ) ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে।

১.১৬ বাবা রামচন্দ্র ছিলেন একজন-
(ক) কৃষক আন্দোলনের নেতা (খ) শ্রমিক আন্দোলনের নেতা
(গ) ধর্ম সংস্কারক (ঘ) সমাজ সংস্কারক।

১.১৭ লক্ষ্মীর ভান্ডার গড়ে তোলেন –
(ক) বাসন্তী দেবী (খ) সরলাদেবী চৌধুরানী
(গ) সরোজিনী নাইডু (ঘ) উর্মিলা দেবী

১.১৮ আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন-
(ক) বীণা দাস (খ) কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়
(গ) কল্পনা দত্ত (ঘ) বেগম রোকেয়া।

১.১৯ ভারতের প্রথম ভাষাভিত্তিক রাজ্য ছিল –
(ক)অন্ধপ্রদেশ (খ) পাঞ্জাব
(গ) মনিপুর (ঘ) গুজরাট।

১.২০ আর ট্রেন টু পাকিস্তান গ্রন্থটির রচয়িতা
(ক) জহরলাল নেহেরু (খ) খুসবন্ত সিং
(গ) মহাত্মা গান্ধী (ঘ) মহম্মদ আলী জিন্না।

বিভাগ খ

২. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।(প্রতিটি উপবিভাগ থেকে অন্তত একটি করে মোট ১৬ টি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১×১৬=১৬

উপবিভাগ ২.১

একটি বাক্যে উত্তর দাও। ১×৪=৪

২.১.১ সরলা দেবী চৌধুরানীর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থটির নাম কি?
২.১.২ বামাবোধিনী পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?
২.১.৩ দিপালী সংঘ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
২.১.৪ দিকু কাদের বলা হত?

উপবিভাগ ২.২

ঠিক/ ভুল লেখো। ১×৪=৪

২.২.১ হুতুম প্যাঁচার নকশার লেখক ছিলেন ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত।
২.২.২বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।
২.২.৩ বিধবা বিবাহ আইন পাশ করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
২.২.৪ কনকলতা বড়ুয়া ভারতছাড়ো আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

উপবিভাগ ২.৩

শূন্যস্থান পূরণ কর। ১×৪=৪

২.৩.২ কেকের দেশ বলা হয় কে।
২.৩.১ মোপলা বিদ্রোহ হয়েছিল -উপকূলে।
২.৩.৩ গোয়া ভারতভুক্ত হয়- -খ্রিস্টাব্দে।
২.৩.৪ বর্তমান ভারত- এর লেখা।

উপবিভাগ ২.৪

ক স্তম্ভের সঙ্গে খ স্তম্ভ মেলাও। ১×৪=৪

ক স্তম্ভ	খ স্তম্ভ
২.৪.১ ভারতমাতা	১. ধীরাজরঞ্জন
২.৪.২ ভারতসভা	২. দ্বারকানাথ ঠাকুর
২.৪.৩ রংপুর বিদ্রোহ	৩. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২.৪.৪ জমিদার সভা	৪. সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

উপবিভাগ ২.৫

ভারতবর্ষের মানচিত্রে স্থান গুলি চিহ্নিত কর। ১×৪=৪

২.৫.১ সাঁওতাল বিদ্রোহের এলাকা।

২.৫.২ মহাবিদ্রোহের একটি কেন্দ্র।

২.৫.৩ দেশীয় রাজ্য হায়দ্রাবাদ।

২.৫.৪ পুনর্গঠিত রাজ্য গুজরাট।

বিভাগ গ

৩. এগারোটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ২×১১=২২

৩.১. ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহে ইন্টারনেট ব্যবহারের দুটি সুবিধা লেখ।

৩.২. চম্পারন সত্যাগ্রহ কি?

৩.৩. মহেন্দ্রলাল সরকার কে ছিলেন?

৩.৪. নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী কাদের বলা হত?

৩.৫. ঔপনিবেশিক অরণ্য আইনের উদ্দেশ্য লেখ।

৩.৬ . মহাবিদ্রোহের কয়েকটি স্থানের নাম লেখ।

৩.৭. চুঁইয়ে পড়া নীতি কি?

৩.৮. কেন রুম্পা বিদ্রোহ হয়েছিল?

৩.৯. দলিত কারা?

৩.১০. উদ্বাস্তু কাদের বলা হয়?

৩.১১. দুটি পরিবেশ আন্দোলনের নাম লেখ।

৩.১২. মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত দুজন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতার নাম লেখ।

৩.১৩. উনিশ শতকে কেন সভা সমিতির যুগ বলা হয়?

৩.১৪. মহারানীর ঘোষণাপত্র কি?

৩.১৫. উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর দুটি গ্রন্থের নাম লেখ।

৩.১৬. বাবা রামচন্দ্র স্মরণীয় কেন?

বিভাগ ঘ

৪. নিজের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। (প্রতিটি উপবিভাগ থেকে একটি করে মোট ছটি প্রশ্নের উত্তর দাও)। ৪×৬=২৪

উপবিভাগ-(ঘ) ১

৪.১ নারী শিক্ষা প্রসারে বিদ্যাসাগরের অবদান লেখ।

৪. ২ হুতুম প্যাঁচার নকশা গ্রন্থে উনিশ শতকের বাংলার কিরূপ সমাজ চিত্র পাওয়া যায়?

উপবিভাগ-(ঘ) ২

৪.৩ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে কৃষক বিদ্রোহের কারণগুলি কি?

৪.৪ জাতীয়তাবাদ উন্মেষে ভারত সভার ভূমিকা কি?

উপবিভাগ - (ঘ) ৩

৪.৫ বাংলার ছাপাখানার বিকাশে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ভূমিকা লেখ।

৪.৬ ভারতের বামপন্থী আন্দোলনে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অবদান কি?

উপবিভাগ - (ঘ) ৪

৪.৭ ভারতে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠন এর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল কেন?

৪.৮ কিভাবে কাশ্মীর সমস্যার সৃষ্টি হয়?

বিভাগ - ঙ

৫. যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ৮×১=৮

৫.১ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মহাবিদ্রোহের চরিত্র বিশ্লেষণ কর। ৮

৫.২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপনিবেশিক শিক্ষার কিরূপ সমালোচনা করেছিলেন?এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ আলোচনা কর। ৫+৩

৫.৩ ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা লেখ। এ প্রসঙ্গে দিপালী সংঘের ভূমিকা উল্লেখ কর। ৫+৩

এখন পাওয়া যাচ্ছে

ঠাকুর পরিবারের অন্দরে মুসলিম বৃত্তান্ত
জাইদুল হক

বসন্ত ফকিরের
জুমলাবাজি
ড. দিলীপ মজুমদার

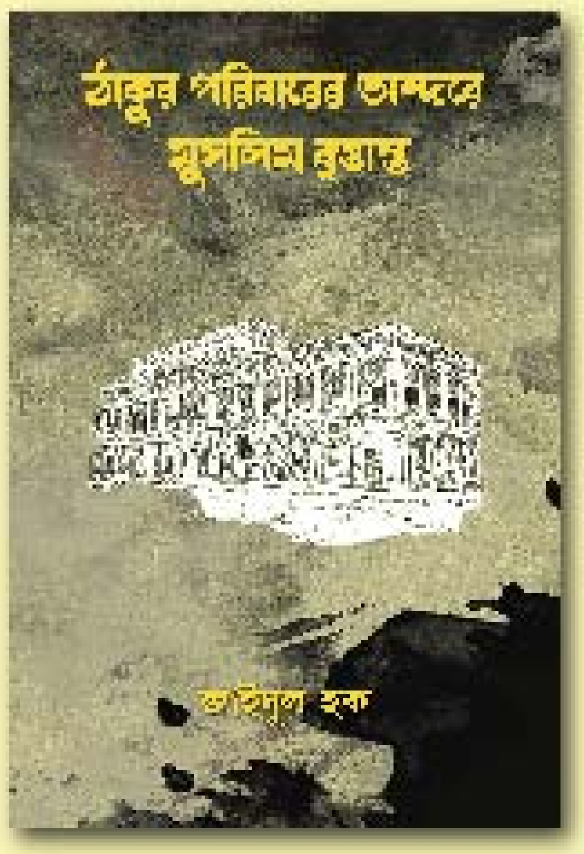

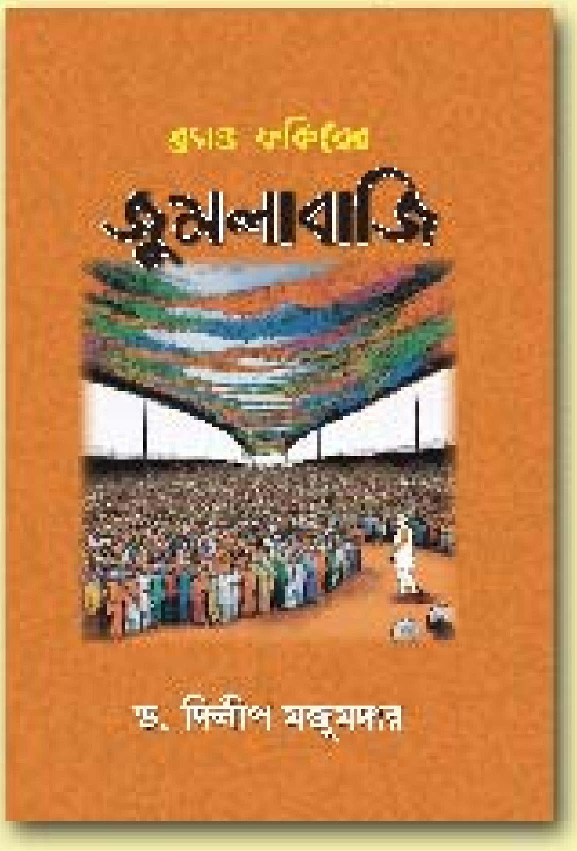

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ ঠাকুর পরিবারকে নিয়ে এখনও গবেষণার অন্ত নেই। সমাজজীবনে ঠাকুর পরিবারের অবস্থান আজও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর- পরিচিতির জগতে তাদের বংশ পরিচয়ের গৌরবগাঁথায় সবচেয়ে বেশি আলোচিত নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে মুসলিমদের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার মধ্যে সম্প্রীতির ধারাকে সন্নিবিষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থের অবতারণা।

ভারতীয় রাজনীতিতে বিজেপির অনুপ্রবেশ ও আধিপত্য বিস্তারের একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে এই বইতে। এই দলটির ডিজিটাল প্রচারযন্ত্র, আইটি সেলের গতিবিধি ইত্যাদি অত্যন্ত শক্তিশালী। অন্য বিরোধীদলগুলি সেই তুলনায় অনেক পিছিয়ে। সেই সঙ্গে আছে নিত্য-নতুন জুমলার আকর্ষণ।

আজই সংগ্রহ করুন

আপনজন পাবলিকেশন
৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬ ● ফোন: ৯৬৭৪১৩৩৫৮০

অনুসন্ধানের বার্ষিক আয়োজনে রাশিবিজ্ঞানী বিমল রায়-এর মন্তব্য

শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধিৎসু করে তোলা ও মিশতে পারাই শিক্ষকের মূল কাজ

আপনজন ডেস্ক: ২০১৮ তে শুরু পথ চলা। কাজের ধরনে খুশি হয়ে ‘অনুসন্ধান’ নামকরণ করেন বিজ্ঞান সাধক সমর বাগচী। এবার অনুসন্ধান-এর চতুর্থ বর্ষীয় সাধারণ সভায় থাকতে পারলেন না তিনি। তাঁকে এবং শিক্ষা সমাজের আর এক পরম সাধক মিহির সেনগুপ্তকে স্মরণ করে মঙ্গলবার অনুসন্ধানের উদ্যোগে শুরু হয় সভার কাজ। এবারের সভাস্থল ছিল ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন অধিকর্তা তথা বিশিষ্ট রাশিবিজ্ঞানী পদ্মশ্রী বিমল রায়। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা গড়ে তুলতে শিক্ষকদের ভাবতে হয় নানাভাবে। অনেক সময়েই অতি সাধারণ ঘটনা দিয়ে তাদেরকে উৎসাহিত করে তোলা যায় মূল পাঠ্যবস্তুর অভ্যন্তরে। এ সম্পর্কে তিনি কিছু ঘটনার উদাহরণও দেন। তিনি বলেন, শিক্ষকরা পড়ুয়াদের সঙ্গে যত সহজে মিশে যেতে পারবেন, ততই তাদের মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার অনুপাত-ও সঠিক দিকে এগোবে।

এদিনের বৈঠকে আলোচ্য বিষয় ছিল, শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসার ও উৎকর্ষ সাধন। আলোচনার সূত্রপাত করেন অনুসন্ধান কলকাতার সভাপতি এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও পাঠভবন ডানকুনির প্রধান শিক্ষক ড. দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শিক্ষা সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট জনেরা। অধ্যাপক সুমিত্র পুরকায়স্থ, বিশ্বনাথ দাশগুপ্ত, প্রশান্ত বসু, সঙ্গীত হালদার, দিলদার হোসেন, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, আইনুল হক, রফিক মির, ড.উজ্জ্বলা সাহা রায়, গৌরাঙ্গ সরখেল, আঞ্জুমান বানু, মিতালী মুখার্জী, দীপ্তি দাস, আখের আলী সর্দার, রাখি সরখেল, শুভজিৎ মাইতি প্রমুখ।

শিক্ষা সংস্কৃতির অঙ্গনে অনুসন্ধানের কর্মকান্ড নিয়ে আলোচনা করেন নাফিসা ইসমাত। আগামীতে সমাজের প্রয়োজন ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমাদের চিন্তাভাবনা নিয়ে মূল্যবান মতামত প্রদান করেন উপস্থিত আলোচকেরা। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে এদিন অনুসন্ধানের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয় বেশ কিছু কর্মসূচি। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নেওয়া হয় বিভিন্ন দিবস উদযাপনের পরিকল্পনা। ভাষা দিবস, বিশ্ব পরিবেশ দিবস, শিক্ষক দিবস, পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন, গণিত দিবস উদযাপন এবং আগামী বইমেলায় শিক্ষার্থী উৎসব। এছাড়াও নেওয়া হয় শিক্ষা অঙ্গনে বেশ কিছু পরিকল্পনা। আগামী বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রতি মাসে থাকবে পরীক্ষা, মূল্যায়ন ও পুরস্কার প্রদান, কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে থাকবে টপার্স প্রোগ্রাম, জেলার প্রান্তিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশিষ্ট গুণীজনদের সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকার মূলক অনুষ্ঠান, হাতে কলমে বিজ্ঞান, মেধা অন্বেষা, আগামী বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকদের জন্য প্রশ্ন ব্যাংক, শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম ইত্যাদি।

এদিনের সভায় পৌরোহিত্য করেন বিশিষ্ট শিক্ষা আধিকারিক ও লেখক দিব্যগোপাল ঘটক। তিনি সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্য করে বলেন নতুন শিক্ষানীতিকে মাথায় রেখে শিক্ষাদানে আরো যত্নবান হতে হবে এবং বিশেষ করে শিক্ষার্থীর যথাযথ বিকাশের দিকে আরও বেশি নজর দিতে হবে। অনুসন্ধানের গৃহীত কর্মসূচিকে সাধুবাদ জানিয়ে তিনি বলেন এ বিষয়ে তাঁর পক্ষ থেকে যত রকমের সহযোগিতা প্রয়োজন তা নিশ্চিত ভাবে থাকবে। আগামী দিনে শিক্ষার গতিপ্রকৃতি নিয়ে সকলকে আরো গভীরভাবে চিন্তা করতে তিনি অনুরোধ জানান।

উপস্থিত সকলকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুসন্ধান কলকাতার মুখ্য উপদেষ্টা বিজ্ঞানী মতিয়ার রহমান খান আগামী দিনে সকলকে আরো সুসংগত ও পরিকল্পনা মাফিক এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

এই অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক নায়ীমুল হক।

পেলের পথে হেঁটে জাতিসংঘে ভিনিসিয়ুস

আপনজন ডেস্ক: জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেসকো শুক্রবার ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে নিজেদের ‘সবার জন্য শিক্ষা’ কার্যক্রমের শুভেচ্ছাদূত নিযুক্ত করেছে। ইউনেসকোর প্রতিনিধি হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় রিয়াল মাদ্রিদের ২৩ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড বলেছেন, এই দায়িত্ব পাওয়া তাঁর জন্য ‘সম্মানের চেয়েও বেশি কিছু’।

‘ফুটবলের রাজা’খ্যাত প্রয়াত পেলের পর দ্বিতীয় ব্রাজিলিয়ান হিসেবে ইউনেসকোর শুভেচ্ছাদূত নিযুক্ত হলেন ভিনিসিয়ুস। ১৯৯৪ সালে ইউনেসকোর শুভেচ্ছাদূত নিযুক্ত হয়েছিলেন ব্রাজিলের হয়ে তিনবার বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তি। ২০২২ সালের ২৯ ডিসেম্বর তিনি মারা যান।

মাদ্রিদের অনুশীলন মাঠে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভিনিসিয়ুস বলেছেন, ‘এটি এমন একটি অর্জন ও দায়িত্ব, যা আমি নিজের সঙ্গে সারা জীবন বহন করব। অবশ্যই আমি সেরা খেলোয়াড় হিসেবে পরিচিত হতে চাই। তবে এমন একজন মানুষ হিসেবেও পরিচিত হতে চাই, যে কিনা পার্থক্য তৈরির চেষ্টা করেছে।’

ইউনেসকোর মহাপরিচালক অদ্রে আজুলে বলেছেন, ভিনিসিয়ুস শুধু একজন অনন্যসাধারণ খেলোয়াড়ই নন, পাশাপাশি তিনি ব্রাজিলে সবার জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করার কাজেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একজন মানুষ। ব্রাজিলে শিক্ষার উন্নয়নে কয়েক বছর ধরে কাজ করছেন ভিনিসিয়ুস। নিজের সেই কার্যক্রমের কথা তিনি তুলে ধরেছেন এভাবে, ‘শিক্ষার জন্য আমি ১৯ বছর বয়স থেকে লড়াই করছি। ব্রাজিলে আমার প্রতিষ্ঠানগুলো বিকশিত হচ্ছে। ইউনেসকোকে পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমরা এখন পুরো বিশ্বে ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারব।’

২০২১ সালে এই উইঙ্গারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ইনিস্টিটিউট। এই প্রতিষ্ঠান ব্রাজিলের সুবিধাবঞ্চিত শিশু-কিশোরদের স্কুলে ফিরিয়ে আনার কাজে নিয়োজিত।

শুধু শিক্ষার প্রসারেই নয়, ভিনিসিয়ুস লড়াই করছেন বর্ণবাদের বিরুদ্ধেও। মাঠে ভিনি নিজেই একাধিকবার সরাসরি বর্ণবাদী আক্রমণের শিকার হয়েছেন। তবে নিজের সঙ্গে হওয়া অন্যায়ের পাশাপাশি ফুটবলের যেকোনো পর্যায়ে বর্ণবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে সরব ভূমিকা নিতে দেখা যায় তাঁকে।

জাভিকে আনচেলত্তির জবাব, ‘আমি পেশাদার, নিজেকে এত নিচে নামাতে পারব না’

আপনজন ডেস্ক: ‘রিয়াল মাদ্রিদ লা লিগাকে দূষিত করছে’–রেফারিকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে রিয়াল মাদ্রিদের নিজেদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ে এভাবে সরাসরি আক্রমণই করেছেন বার্সেলোনার কোচ জাভি হার্নান্দেজ। জাভির এ সমালোচনা নিয়ে আজ প্রশ্ন করা হয়েছিল রিয়ালের কোচ কার্লো আনচেলত্তিকে। ইতালিয়ান কোচ বলেছেন–এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য যতটা নিচে নামতে হয়, সেটা তিনি পারবেন না!

রিয়াল মাদ্রিদ রেফারিদের সাহায্য পায়–এ নিয়ে স্পেনের ফুটবলে অনেক আলোচনা আছে। এ আলোচনা চলতি মৌসুমে আবার চূড়ায় উঠেছে লা লিগায় আলেমেরিয়ার বিপক্ষে রিয়ালের ম্যাচের পর। ২১ জানুয়ারির সেই ম্যাচে ২-০ গোলে পিছিয়ে থাকা রিয়াল রেফারির দুটি বিতর্কিত সিদ্ধান্ত শেষে ৩-২ ব্যবধানের জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে। সেই ম্যাচের পর রেফারিং নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন আলমেরিয়ার কোচ ও খেলোয়াড়েরা। সে সময় এ নিয়ে কথা বলেছিলেন জাভিও।

লা লিগায় আজ আলাভেসের বিপক্ষে খেলবে বার্সেলোনা। এ ম্যাচের আগে গতকালের সংবাদ সম্মেলনে রিয়ালের রেফারিকে প্রভাবিত করার প্রসঙ্গটি আবার ওঠে। এ নিয়ে চলতি মৌসুম শেষে বার্সেলোনা ছাড়ার ঘোষণা দেওয়া জাভি বলেছেন, ‘তারা প্রতি সপ্তাহে রেফারিদের ওপর প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করে, যেটা আমি পছন্দ করি না। আমার মনে হয়, এটি এই প্রতিযোগিতাকেই কিছুটা দূষিত করছে।’

লা লিগায় আগামীকাল নগর প্রতিদ্বন্দ্বী আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে খেলবে রিয়াল। এ ম্যাচের আগে আজকের সংবাদ সম্মেলনে আনচেলত্তিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল রিয়ালকে নিয়ে করা জাভির সমালোচনার বিষয়ে। সেই প্রশ্নের উত্তরে রিয়ালের ইতালিয়ান কোচ আনচেলত্তি বলেছেন, ‘আমি একজন পেশাদার এবং এ রকম একজন হয়ে আমি নিজেকে ওই পর্যায়ে নামাতে পারব না। স্পেনের ফুটবলের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, আমি এটা করছি না। তাই এ বিষয়ে আর প্রশ্ন করবেন না। এটা পেশাদার বিষয় নয়।’

এরপরই আবার আনচেলত্তিকে প্রশ্ন করা হয় বার্সেলোনা সভাপতি হোয়ান লাপোর্তা যে রিয়ালের সমালোচনা করেছেন, সে বিষয়ে। এ ক্ষেত্রেও পাল্টা কিছু বলতে চাননি আনচেলত্তি, ‘আমি এরই মধ্যে বলেছি যে এত নিচে নামব না।’

বিশাখাপত্তনম টেস্ট: বুমরার আগুনে ১৭১ রানে এগিয়ে ভারত

আপনজন ডেস্ক: বিশাখাপত্তনম টেস্টে আজ উইকেট পড়েছে মোট ১৪টি। এর মধ্যে ৪টি ভারতের প্রথম ইনিংসে, বাকি ১০ উইকেট ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে। ৬ উইকেটে ৩৩৬ রান নিয়ে দিন শুরু করা ভারত আজ ৩৯৬ রানে অলআউট।

এরপর ব্যাটিংয়ে নেমে যশপ্রীত বুমরা ও কুলদীপ যাদবের দুর্দান্ত বোলিংয়ে ইংল্যান্ডকে ২৫৩ রানে অলআউট করে ভারত। ১৪৩ রানে এগিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে বিনা উইকেটে ২৮ রানে দ্বিতীয় দিন শেষ করেছে ভারত। দুই ইনিংস মিলিয়ে ১৭১ রানে এগিয়ে থেকে দিন দ্বিতীয় দিনটা শেষ করেছে রোহিত শর্মার দল।

সকালের সেশনে যশস্বী জয়সোয়ালের দ্বিশতক দেখার অপেক্ষায় ছিলেন ভারতের সমর্থকেরা। ১৭৯ রান নিয়ে ব্যাটিংয়ে নামা জয়সোয়াল শুরু থেকেই একটু আগ্রাসী ছিলেন। মাত্র ২০ বলেই দ্বিশতকের জন্য বাকি ২১ রান তুলে নেন। শোয়েব বশিরকে চার মেরে ক্যারিয়ারের প্রথম দ্বিশতক তুলে নেওয়ার পথে একটি তালিকায়ও নাম লেখান জয়সোয়াল। সুনীল গাভাস্কার (২১ বছর ২৭৭ দিন) ও বিনোদ কাম্বলির (২১ বছর ৩২ দিন) পর ভারতের তৃতীয় সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে দ্বিশতক তুলে নেন জয়সোয়াল। তবে দ্বিশতকের পর জয়সোয়াল বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। জেমস অ্যান্ডারসনকে ড্রাইভ করতে গিয়ে ২০৯ রানে ক্যাচ দিয়ে আউট হন এই বাঁহাতি। ২৯০ বলে ইনিংসটি খেলে (১০৭তম ওভার) জয়সোয়াল আউট হওয়ার পর মাত্র ৫ ওভার টিকেছে ভারতের প্রথম ইনিংস। ৩২ রান তুলতে শেষ ৪ উইকেট হারায় ভারত। এই টেস্টে অভিষিক্ত শোয়েব বশিরের পাশাপাশি রেহান আহমেদ এবং অ্যান্ডারসনও ৩টি করে উইকেট নেন। দ্বিতীয় দিনে পরের গল্পের শিরোনাম–যশপ্রীত বুমরা। পরের দুই সেশনে স্রেফ আগুনঝরা বোলিং করেছেন। ওলি পোপের কাছে তাঁর ইয়র্কারের জবাব ছিল না! বেন স্টোকসও তাঁর বলে বোল্ড হওয়ার পর ব্যাট ক্রিজে ফেলে দিয়ে দুই হাত তুলে অসহায়ত্ব প্রকাশ করেন। যেন বোঝালেন, তাঁর কিছুই করার ছিল না! স্পিন ধরার পাশাপাশি পেসাররাও আজ সিম মুভমেন্ট পেয়েছেন, আর সেখানে বুমরার গতি ও কাটারের সঙ্গে নিখুঁত লেংথের বল খেলার মতো জবাব ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানদের কাছে সত্যিই ছিল না। স্টোকস এমন কাটার এবং খানিকটা নিচু হয়ে আসা বলেই বোল্ড হন। এই দুটো উইকেট বুমরার আজকের দিনের পারফরম্যান্সের হাইলাইটস, তবে দ্বিতীয় দিনে তাঁর পুরো পারফরম্যান্সটা আরও ভয়ংকর। দিনের বোলিং বিশ্লেষণ দেখুন–১৫.৫-৫-৪৫-৬! অথচ আজ বিনা উইকেটে ৩২ রান তুলে স্বস্তি নিয়েই মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে গিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের দুই ওপেনার জ্যাক ক্রলি ও বেন ডাকেট। চা বিরতির আগে সফরকারীদের স্কোরলাইন দাঁড়ায় ৪ উইকেটে ১৫৫। টপ অর্ডারের চারজনই আউট হন। ৭৬ রান করা ক্রলিকে অক্ষর প্যাটেল তুলে নেন। তবে পোপ ও জো রুটকে তুলে নিয়ে ইংল্যান্ড চাপটা বাড়িয়েছেন বুমরাই। দ্বিতীয় সেশনে ৪ উইকেট হারিয়েছে ১২৩ রান তুলতে পেরেছে ইংল্যান্ড। শেষ সেশনে ইংল্যান্ড নিজেদের শেষ ৬ উইকেট হারিয়েছে মাত্র ৯৮ রানে। আর এর মধ্যে ৪টি উইকেটই বুমরার। ইংল্যান্ডের মিডল অর্ডারে দুই ‘মাথাব্যথা’ জনি বেয়ারস্টো ও অধিনায়ক বেন স্টোকসকে তুলে নেন বুমরা। তার আগে ফলো অনের শঙ্কায়ও পড়েছিল ইংল্যান্ড। ষষ্ঠ উইকেট হিসেবে বেন ফোকস যখন (৩৮.১ ওভার) আউট হলেন ফলো অন এড়াতে আরও ২৫ রান দরকার ছিল ইংল্যান্ডের। স্টোকস বিরুদ্ধ স্রোতে দাঁড়িয়ে অষ্টম উইকেটে টম হার্টলিকে নিয়ে ৪৭ রানের জুটিতে সেই শঙ্কা কাটালেও প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার আশা ইংল্যান্ড অধিনায়ক আউট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মোটামুটি শেষ হয়ে যায়।

স্টোকসকে ফিরিয়েই টেস্টে ১৫০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলেন বুমরা। ৩৪তম ম্যাচ খেলা বুমরাই এই মাইলফলকে ভারতের দ্রুততম পেসার।

স্টোকসকে ফিরিয়েই টেস্টে ১৫০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলেন বুমরা। ৩৪তম ম্যাচ খেলা বুমরাই এই মাইলফলকে ভারতের দ্রুততম পেসার। টেস্ট ক্যারিয়ারে এ নিয়ে দশমবার ইনিংসে ন্যূনতম ৫ উইকেট পেলেন তিনি।

বিশাখাপত্তনম টেস্টসহ ৩৪ টেস্টে এ নিয়ে ১৫২ উইকেট পেলেন বুমরা। টেস্টে তাঁর বোলিং গড় ২০.২৮। টেস্ট ইতিহাসে তাঁর চেয়ে ভালো বোলিং গড় এবং বেশি উইকেট আছে শুধু একজনেরই–ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি বোলার সিডনি বার্নস। ২৭ টেস্টে ১৬.৪৩ বোলিং গড়ের পাশাপাশি কিংবদন্তির উইকেটসংখ্যা ১৮৯।

ভারতের প্রথম ইনিংসে একটি নজির দেখা গেছে। একই উইকেটে জয়সোয়াল করলেন দ্বিশতক করলেও অন্য কোনো ব্যাটসম্যান ৩৪ রানের বেশি করতে পারেননি। টেস্ট ক্রিকেটে এর আগে এমন ঘটনা ঘটেছে একবার। ২০05 সালে অ্যাডিলেডে ব্রায়ান লারা ২২৬ রানের ইনিংস খেলেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেই ইনিংসে দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান ছিল ডোয়াইন ব্রাভোর ৩৪।

আজ দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ১৫ রানে অপরাজিত জয়সোয়াল। ১৩ রানে অন্য প্রান্ত ধরে রেখেছেন রোহিত।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

ভারত: ১১২ ওভারে ৩৯৬ (জয়সোয়াল ২০৯*, অশ্বিন ২০ ; অ্যান্ডারসন ৩/৪৭, রুট ০/৭১, হার্টলি ১/৭৪, বশির ৩/১৩৮, রেহান ৩/৬৫) ও ৫ ওভারে ২৮ (জয়সোয়াল ১৫, রোহিত ১৩ ; অ্যান্ডারসন ০/৬, বশির ০/১৭, রেহান ০/৫)।

ইংল্যান্ড ১ম ইনিংস: ৫৫.৫ ওভারে ২৫৩ (ক্রলি ৭৬, স্টোকস ৪৭, বেয়ারস্টো ২৫, পোপ ২৩, ডাকেট ২১, হার্টলি ২১ ; বুমরা ৬/৪৫, কুলদীপ ৩/৭১, অক্ষর ১/২৪, অশ্বিন ০/৬১, মুকেশ ০/৪৪)

–দ্বিতীয় দিন শেষে।

ড্র হল ডার্বি, মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের জয় অধরা আইএসএলে

আপনজন ডেস্ক: রুদ্ধশ্বাস লড়াই থেকে শুরু করে রেফারির বিতর্কিত সিদ্ধান্ত কলকাতা ডার্বি আবার স্বমহিমায়। ইস্টবেঙ্গলের ২ বার গোল করে এগিয়ে গেলেও লড়াই করে গোল করে মোহনবাগানের ম্যাচে ফেরা। বাগানের দ্বিতীয় গোলের সময় রেফারির বিতর্কিত সিদ্ধান্তের অভিযোগ। একাধিকবার দুই ক্লাবের প্লেয়ারদের মধ্যে হাতাহাতির পরিস্থিতি। দুই দলের ফুটবলারদের মেজাজ হারানো, হলুদ কার্ড দেখা। প্রতিমুহূর্তের টানটান উত্তেজনাই জমজমাট আইএসএল ডার্বি। তবে আইএসএলে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে প্রথম জয়ের স্বাদ এবার ও পেলো না ইস্টবেঙ্গল। অপরদিকে, অপেক্ষাকৃত ভাল ফুটবল খেললেও সুপার কাপে হারের বদলাও নিতে ব্যর্থ হাবাস বাহিনী। শেষে ড্র ই থেকে গেলো আইএসএলের প্রথম পর্বের ডার্বি। খেলার ফল ২-২। লাল হলুদের হয়ে একটি করে গোল করেন অজয় ছেত্রী ও ক্লেইটন সিলভা। মোহনবাগানের স্কোরার তাদের দুই বিদেশি সাদিকু ও পেত্রাতোস।যুভারতীতে ম্যাচ শুরুর ৩ মিনিটের মধ্যেই নিশু কুমারের ক্রস থেকে অজয় ছেত্রীর গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। গোল হজম করার পর বেশি বেশি আক্রমণ শুরু করে হাবাসের ছেলেরা। ১৭ মিনিটে সমতায় ফেরে মোহনবাগান। ব্রেন্ডন হ্যামিল ক্রস বাড়ান সাদিকুকে। ভলিতে গোল করে সমতা ফেরালেন সাদিকু। গোল শোধ করার পর প্রথমার্ধ জুড়ে ছিল মোহনবাগান এরই দাপট। ইস্টবেঙ্গলকে অনেক বেশি ডিফেন্সিভ দিকে যেতে হয়। প্রথমার্ধে ফল ছিল ১-১।দ্বিতীয়ার্ধে কার্লোস কুয়াদ্রাতের টাকটিক্স পরিবর্তনে কিছুটা ম্যাচ এ ফেরে লাল হলুদ। ৫৫ মিনিটে পেনাল্টি পেয়ে ফের এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। ক্লেটন সিলভা বাঁ-দিক থেকে ক্রস বাড়াব নন্দ কুমারকে। সায়ন ক্রস মিস করলেও, মোহনবাগানের দীপক টাংরি বক্সের মধ্যে মহেশকে ধাক্কা দিলে রেফারি তাঁকে হলুদকার্ড দেখান ও পেনাল্টি দেন। পেনাল্টি নিয়ে প্রতিবাদ করে মোহনবাগান শিবির।তবে ক্লেইটন সিলভা পেনাল্টি থেকে বিশাল কাইথকে পরাস্থ করে গোল করতে ভুল করেননি।এরপর গোল শোধ দিতে মরিয়া হয়ে ওঠে মোহনবাগান খেলোয়াড়রা। চলে দুই দলের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই । বারবার মেজাজও হারান ফুটবলাররা। একাধিক হলুদ কার্ড দেখান রেফারি। ৮৭ মিনিটে গোল করে মোহনবাগানকে সমতায় ফেরান পেত্রাতোস। তবে তার আগে ফাউল ছিল বলে দাবি জানায় ইস্টবেঙ্গল। রেফারির ফাউল না দেওয়া নিয়ে অসবন্তোষও প্রকাশ করেন কুয়াদ্রাত। ফাউল না দেওয়া নিয়ে প্রশ্নও ওঠে। খেলা ফের ২-২ সমতায় ফেরার পর শেষ ১০ মিনিট হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয় দুই দলের। তবে কেউ আর গোলের মুখ খুলতে পারেনি।

কলম্বো টেস্ট: এবার শতকের পর হিট উইকেট আউট

আপনজন ডেস্ক: না, অদ্ভুতভাবে আউট হওয়া থেকে অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুসকে কোনোভাবেই থামানো যাচ্ছে না!

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিপক্ষে হয়েছিলেন টাইমড আউট, যেটা ছিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ইতিহাসে এভাবে আউটের প্রথম ঘটনা।

এবার ৪১৪ ম্যাচের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে প্রথমবার হিট উইকেট আউট হলেন ম্যাথুস।

কলম্বো টেস্টের দ্বিতীয় দিনে আজ শেষ ওভার করতে এসেছিলেন কায়েস আহমেদ। ওভারের দ্বিতীয় বলটা করেছিলেন লেগ স্টাম্পের বাইরে, ফাইন লেগ দিয়ে বলটাকে বাউন্ডারি ছাড়া করেন ম্যাথুস। কিন্তু ব্যাটের সুইং নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে লাগিয়ে দেন স্টাম্পে। সঙ্গে সঙ্গে বেল দুটি পড়ে যায়। দিনের খেলারও সেখানেই ইতি টানেন মাঠের দুই আম্পায়ার ক্রিস ব্রাউন ও মাইকেল গফ।

তবে আরেকবার ‘বিদঘুটে’ আউট হওয়ার আগে ম্যাথুস উপহার দিয়েছেন ১৪১ রানের ইনিংস, শতক করেছেন দিনেশ চান্ডিমালও। তাঁদের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের সুবাদেই প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেট হারিয়ে ৪১০ রান তুলে ফেলেছে শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তানের চেয়ে এগিয়ে গেছে ২১২ রানে।

কাল টেস্টের প্রথম দিনে প্রথম ইনিংসে ১৯৮ রানে অলআউট হয়েছিল আফগানরা। লঙ্কানরা দিন শেষ করেছিল বিনা উইকেটে ৮০ রান তুলে। আজ দিমুথ করুণারত্নেকে বেশিক্ষণ সঙ্গ দিতে পারেননি তাঁর উদ্বোধনী সঙ্গী নিশান মাদুশকা। দলীয় সংগ্রহে আর ১৩ রান যোগ হতেই মাদুশকা আউট হয়েছেন অভিষিক্ত নাভিদ জাদরানের বলে। তাঁর ক্যাচটি নিয়েছেন আরেক অভিষিক্ত নুর আলী জাদরান।

সাম্প্রতিক সময়ে দারুণ ছন্দে থাকা কুশল মেন্ডিসও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। ব্যক্তিগত ১০ রানে নিজাত মাসুদের বলে জিয়া-উর-রেহমানকে ক্যাচ দিয়ে ফিরেছেন।

শ্রীলঙ্কার সদ্য সাবেক টেস্ট অধিনায়ক করুণারত্নে অবশ্য ভালোভাবেই এগিয়ে যাচ্ছিলেন। অর্ধশতক ছুঁয়ে শতকের দিকেও এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মধ্যাহ্নভোজ বিরতির আগেই কায়েসের শিকার হয়েছেন ৭৭ রান করে।

এরপরের গল্পটা ম্যাথুস আর চান্ডিমালের। অভিজ্ঞ দুই ব্যাটসম্যান দারুণভাবে সামলান আফগান বোলারদের। চা বিরতিতে যাওয়ার আগে দুজন যোগ করেন আরও ১১০ রান, তুলে নেন অর্ধশতক।

দিনের শেষ সেশনে দুজনই শতক পূরণ করেন। ম্যাথুস তাঁর টেস্ট ক্যারিয়ারের ১৬তম শতক পূরণের কিছুক্ষণ পরেই ১৫তম বারের মতো তিন অঙ্ক ছুঁয়ে ফেলেন চান্ডিমাল। তাঁদের জুটিটা যখন অবিচ্ছিন্ন থেকেই দিন পার করে দেবে বলে মনে হচ্ছিল, তখনই ব্রেক থ্রু এনে দেন নাভিদ। চান্ডিমাল ১০৭ রান করে আউট হলে ম্যাথুসের সঙ্গে ভাঙে তাঁর ২৩২ রানের জুটি।

শ্রীলঙ্কার ১৮তম টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে গতকাল অভিষেক হয়েছে ধনাঞ্জয়া ডি সিলভার। তবে অধিনায়ক হিসেবে ব্যাট হাতে নিজের প্রথম ইনিংসটা ভুলে যেতে চাইবেন ধনাঞ্জয়া। নাভিদের ওই ওভারেই নিজের খেলা প্রথম বলটা মিড অফে পাঠিয়ে ১ রান নিতে চেয়েছিলেন। অনেকখানি দৌড়েও এসেছিলেন। কিন্তু ম্যাথুস তাতে সাড়া দেননি। ফেরার চেষ্টা করেও লাভ হয়নি। আফগান অধিনায়ক হাশমতউল্লাহ শহীদির সরাসরি থ্রো ততক্ষণে স্টাম্প এলোমেলো করে দিয়েছে।

প্রথম বলেই রানআউট হন শ্রীলঙ্কার নতুন টেস্ট অধিনায়ক ধনঞ্জয়া ডি সিলভা

প্রথম বলেই রানআউট হন শ্রীলঙ্কার নতুন টেস্ট অধিনায়ক ধনঞ্জয়া ডি সিলভাএএফপি

ধনাঞ্জয়া রানআউট হওয়ার পর নামেন সাদিরা সামারাবিক্রমা। ম্যাথুসকে তিনি বেশ ভালো সঙ্গ দিয়েছেন। ৩ চার, ১ ছক্কায় ২২ বলে করেন ২১ রান। কিন্তু দিনের শেষ ওভারে ম্যাথুস নিজেই তালগোল পাকিয়ে ফেলেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

আফগানিস্তান ১ম ইনিংস : ৬২.৪ ওভারে ১৯৮

(রহমত ৯১, নুর ৩১, কায়েস ২১, ইকরাম ২১; বিশ্ব ৪/৫১, আসিতা ৩/২৪, জয়াসুরিয়া ৩/৬৭)।

শ্রীলঙ্কা ১ম ইনিংস : ১০১.২ ওভারে ৪১০/৬

(ম্যাথুস ১৪১, চান্ডিমাল ১০৭, করুণারত্নে ৭৭, মাদুশকা ৩৭, সামারাবিক্রমা ২১*; নাভিদ ২/৮০, কায়েস ২/৯৩, মাসুদ ১/৫৯)।

* দ্বিতীয় দিন শেষে শ্রীলঙ্কা ২১২ রানে এগিয়ে।

জয়সওয়ালের রেকর্ডগড়া ডাবলে ঘুচলো ‘১৫ বছরের খরা’

আপনজন ডেস্ক: বিশখাপট্টম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ভারতকে একাই টানলেন যশ্বসী জয়সওয়াল। দলকে বড় সংগ্রহ এনে দিয়ে নিজে হাঁকালেন ডাবল সেঞ্চুরি। দ্বিশতকে রেকর্ড গড়েছেন জয়সওয়াল, ঘুচিয়েছেন টেস্টে ভারতীয়দের ডাবল সেঞ্চুরির খরা।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৩৯৬ রান তোলে ভারত। যশ্বসী জয়সওয়াল একাই ২০৯ রান করেন। টেস্টে দীর্ঘ ১৫ বছর পর ভারতের কোনো ব্যাটার ডাবল সেঞ্চুরির দেখা পেলেন। সবশেষ ২০০৮ সালে ডাবল হাঁকিয়েছিলেন গৌতম গম্ভীর। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এক টেস্টে ২০৬ রান করেছিলেন এই বাঁহাতি।

বিশাখাপট্টম টেস্টের প্রথম দিন ৬ উইকেটে ৩৩৬ রান তোলে ভারত। ১৭৯ রানে অপরাজিত ছিলেন জয়সওয়াল। দ্বিতীয় দিন ২৭৭ বলে ২০০ রান পূর্ণ করেন এই ওপেনার।

শেষ পর্যন্ত আউট হন ২৯০ বলে ১৯ চার ও ৭ ছক্কায় ২০৯ রান নিয়ে। ২২ বছর ৩৭ দিন বয়সে দুইশ’ করে টেস্টে ভারতের তৃতীয় সর্বকনিষ্ঠ ডাবল সেঞ্চুরিয়ান বনে গেলেন জয়সওয়াল। ভারতের সর্বকনিষ্ঠ টেস্ট ডাবল সেঞ্চুরিয়ান বিনোদ কাম্বলি। ১৯৯৩ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি ওয়াংখেড়েতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২১ বছর ৩২ দিন বয়সে ২২৪ রান করেছিলেন তিনি। তালিকার দুইয়ে সুনীল গাভাস্কার। ১৯৭১ সালের ১৩ই এপ্রিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ২১ ছর ২৭৭ দিন বয়সে ২২০ রান করেছিলেন এই কিংবদন্তি ব্যাটার।

স্বপ্ন পূরণের সেরা প্রতিষ্ঠান....
জি.ডি. চ্যারিটেবল সোসাইটির অধীনে...
নাবাবীয়া মিশন
মাইনান*খানাকুল*হুগলী*৭১২৪০৬
ভর্তির বিজ্ঞপ্তি
একাদশ
শ্রেণীতে ভর্তির ফর্ম দেওয়া চলছে
বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ: ৩রা মার্চ,২০২৪ রবিবার
সময়: বেলা ১২ টা
For more Information:
nababiamission786@gmail.com
Sk Sahid Akbar 9732086786
Website: www.nababiamission.org.com

ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে
গ্রীন মডেল অ্যাকাডেমি (উ: মা:)
(দিলখোস অ্যাকাডেমি) (M.CAT -এর অন্তর্ভুক্ত)
বালক (পৃথক পৃথক ক্যাম্পাস) বালিকা
প্রতিষ্ঠাতা ইসহাক মাদানী
নতুন শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তির ফর্ম ফিলাপ চলছে।
একটি উন্নতমানের আদর্শ আবাসিক / ডে-বোর্ডিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
মাধ্যমিকে সাফল্যের কিছু মুখ
Mob : 7001167827, 8145862113, 9832248082, 9647812571
পথ নির্দেশিকা : জঙ্গীপুর-লালগোলা বাস রুটে, মহলদার পাড়া / কৃষ্ণশাইল বাস স্টপেজে নেমে ১ কিমি ত্রিমোহিনী মোড়।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**